কাল-পরিণয়।

(সামাজিক নাটক)

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
গানগুলি সুর লয়ে গঠিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

—:•:—

কলিকাতা।
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, পারাগন প্রেসে,
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯।

মূল্য ১৲ টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

প্রীতি-ভাজন—

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সাং চাপদানী—বৈদ্যবাটী।

ভাই!

"কাল পরিণয়" তোমার নামে দুই কারণে উৎসর্গ করিলাম। প্রথম কারণ,—জীবনে সবন্ধু-লাভ সৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইলে, আমি অদ্বিতীয় সৌভাগ্যবান; কেন না, তুমি আমার বন্ধু; আর এমন বন্ধুত্ব একটা কোন রকম স্মৃতির সূত্রে বাঁধিয়া রাখা উচিত—জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর, কখন আছে, কখন নাই। দ্বিতীয় কারণ, তোমার চরিত্রের অনুকৃতিই "কাল পরিণয়ের" উজ্জ্বলতম চিত্র, সুতরাং তোমাকে তাহা উৎসর্গ না করিলে, ধর্ম্মে পতিত হইব।

একটী কথা—এই পুস্তকে দুই একটা বীভৎস চরিত্রের অবতারণা দেখিয়া চমকিত হইও না। সমাজে প্রকৃতই ওই ভয়ানক পাপ প্রবেশ করিয়াছে, এবং পাপের চিত্র এবং পরিণতি, চক্ষের উপর না ধরিলে, তাহাতে ঘৃণা বা আতঙ্ক আসিবে কেমন করিয়া? আর যতক্ষণ পাপে ঘৃণা ও ভয়

জন্মায়, ততক্ষণ তাহার উচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে কি? কাজেই পিশাচ পিশাচীর কদাকার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে; নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বিবেচনা করি নাই।

কলিকাতা।
১৪ নং রামধন মিত্রের গলি,
শ্যামপুকুর।
রবিবার, ৯ই মার্চ ১৯০২।

তোমার স্নেহের,

রামলাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

জগদীশ দত্ত ... কলিকাতার জনৈক ধনী ব্যবসায়ী।

তিনকড়ি ... জগদীশ বাবুর খাজাঞ্চী।

তারকচন্দ্র ঘোষ ... শ্যামপুরের জমিদার।

সারদাপ্রসাদ বিশ্বাস ... ঐ দৌহিত্র (প্রথমা কন্যার পুত্র)

মণীন্দ্রনাথ রায় ... ঐ ঐ (দ্বিতীয়া কন্যার পুত্র)।

অন্নদাপ্রসাদ বসু ... মণীন্দ্রের শ্বশুর।

মধু ... মণীন্দ্রের পুত্র।

শম্ভু ... তারকবাবুর প্রতিবাসী ব্যক্তিদ্বয়ের ভৃত্য।

রাম, উমেশ ... সারদার সমবয়স্ক বন্ধু।

কমলাকান্ত ... মণীন্দ্রের পিতার আমলের নায়েব।

বিকাশবাবু ... এটর্ণী।

শিবদাস আগরওয়ালা ... মাড়োয়ারী মহাজন।

গণেশ ... মধুর সহপাঠী বালক।

নব ... তারক বাবুর পুরাতন ভৃত্য।

ডাক্তার বাবু।

তেওয়ারী ... অন্নদাবাবুর দরওয়ান।

ইন্দ্র সিং ... ঐ (বাবার আমলের)

হেনরী ... জগদীশ বাবুর সহিস।

জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রক্ষিগণ, পুলিস ইন্স্পেক্টর, পাহারাওয়ালা, পথিকগণ, ভিক্ষুক, বালকগণ, পরিচারক, সাধু।

স্ত্রী।

মোক্ষদা	...	সারদার স্ত্রী।
কিশোরী	...	মণীন্দ্রের স্ত্রী।
মণীন্দ্রের পিসীমা		
তারক বাবুর বাড়ির ঝী।		
কালি	...	ঐ ঝীর কন্যা।
বিধুর মা	...	কিশোরীর ঝী।

মোক্ষদার কলিকাতার বাড়ীর ঝী, অন্নদা বাবুর পরিচারিকা,

ইত্যাদি।

কাল-পরিণয় ।

কাল পরিণয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জগদীশের বৈঠকখানা

জগদীশ, তিনকড়ি ও কমলাকান্ত।

জ। (কমলাকান্তের প্রতি) কি খবর ঠাকুর? তোমার বাবু কোথায়? তার যে আর ছায়া দেখবার যো নেই।

ক। আজ্ঞে, তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন, তিনি আর কোন মুখে আপনার কাছে আস্‌বেন বলুন। লজ্জায় আস্‌তে পারেন না।

জ। রাস্তায় মদ খেয়ে বেড়াবার বেলা ত লজ্জা করে না, যত লজ্জা এখানে একবার আস্‌তে, বটে?

ক। সে কি মশায়! তিনি ত কখন মদ খান না, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করেন।

জ। খান বই কি গো, তুমিই তাকে খাওয়াতে শেখালে আর খান না? এখন দেখি তোমায় একে এই হুলমন্ত তার উপর তাকে মদ ধরালে। তোমার বাবু জানোয়ার হল নি।

ক। রাম রাম রাম!!! অনুবৃত্তি করেন ত বিদের হই। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, এ সকল কথা শোনাও পাপ বিবেচনা করি।

ম। ও বাবা! তোমার ত ঠাকুর ভারি নিচে দেখতে পাচ্ছি। তা আমার ওপর রাগ কর কেন? আমাকে এই তিনকড়ে বল্লে যে কমলাকান্ত ঠাকুরই মণি বাবুকে মদ খাওয়াতে শেখালেন।

তি। সে কি মশায়! আমি ত ওঁকে এই আজ সবে দেখলুম; আমি আবার কবে আপনাকে মণি বাবুর কথা বল্‌তে গেলুম।

ম। এই তুই সে দিন আমায় বল্লি, আর আজ বলচিস 'না'। আমি আরও তোকে বল্লুম যে না, কমলাকান্ত ঠাকুর বুড়ো হয়েছে, ধর্মনিষ্ঠে লোক, সে কি মদ খায় তা তাকে খাওয়াবে। তুই বল্লি "হাঁ মশায়! আমি স্বচক্ষে দেখিছি মণি বাবু আর ঐ বুড়ো ঠাকুর দোকানে বসে বসে মদ খাচ্চে।

তি। (কমলাকান্তের পায়ে ধরিয়া) ঠাকুর আপনার পায়ে হাত দে বল্‌চি আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানি না। বাবুর আমাদের স্বভাব ঐ, একজনের সঙ্গে একজনের ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া। দোহাই আপনার, আপনি রাগ কর্বেন না।

ম। আবোলো ও ব্যাটা আবার নাকে কান্না ধরে, মূর্খ। (কমলাকান্তের প্রতি) তা তোমার বাবু আছেন কেমন গো?

ক। আজ্ঞে তাঁর আর কেমন থাকাথাকি বলব কি। সংসার অচল হয়ে দাঁড়াল। পৈতৃক ইঁটকাট যা যতটুকু ছেল তা ত সবই গিয়েছে এখন দেশের ভদ্রাসন টুকুও টল টল কচ্চে। বাবু দিন রাত্রি ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছেন। সে রূপ নেই—

ম। তোমার বাবু আবার কোন কালে বিদ্যাসুন্দর ছেলেন গো—যে আর রূপ নেই।

ক। আজ্ঞে আপনি ঠাট্টা করুন, কিন্তু বাস্তবিকই এমনি হয়েছে যে বাবুর মুখের দিকে চাইলে আমার প্রাণের ভেতর আর কিছু থাকে না।

ম। তা এ যে তোমার বাবুর ওপর বেয়াড়া ভাক্তো হল বাপু। প্রাণের ভেতর কিছু থাকে না ত সরে পড় না—বাবু ত তোমার বাবাও নয় খুড়োও নয় যে, ছেড়ে যাবে কোথায়। আপনার দেশে গে বাপ ছেলের দিকে চেয়ে যাতে প্রাণের ভিতর কিছু থাকে এমন করগে না।

ক। মণি বাবু আমার বাবা খুড়োর চেয়ে বেশী মশায়! (কম্পিত স্বরে) এই বুড়োর হাতে উনি মানুষ হয়েছেন—এখন ওঁকে ফেলে আমি যাব কোথায় বলুন?

ম। কোথাও যাবেনা ত কি শুধু আমার কাছে বসে বসে কাঁদবে? বাবা দেখ, ঐ তিনকড়ে ব্যাটাকে নিয়ে ঘরে বোসগে। ও ব্যাটার শাশুড়ির মুখের দিকে চাইলে ওরও প্রাণের ভেতর কিছু থাকে না, আর তোমার বাবুর মুখের পানে চাইলে তোমার প্রাণে কিছু থাকে না, দু'জনে রাজযোটক হবে।

তি। আজ্ঞে আমি তবে জ্ঞানধন বাবুর কাছে মনের কথাটা জেনে আসি।

ম। বেশ্, যাও এখন।

তি। আমি চল্লুম—কে বসে বসে আপনার গাল খাবে বলুন?

ম। বেশ্ বেশ্। (কমলাকান্তের প্রতি) মণির সে ছেলেটি ভাল হয়েছে?

ক। সে কথা আর বলবেন না। এই চার বচ্ছর ধরে রোজ কান্না-গোলে কাটছে। ছেলের জন্তেই ধনে প্রাণে গেলেন। প্রায় দশ পনর হাজার টাকা ডাক্তার বদ্দিতে খেলে, তার দরুণ পৈতৃক ইঁটকাট যা ছেল তার গুঁড়ো টুকু রইল না, সেই ভাবনায় দেহ আর মন কালি; তার ওপর এখনও ছেলে বাঁচে কি না তার ঠিক নেই—তার সংসারে অনাটন—আর কত বলব বলুন।

জ। তা যদি ওর মাতাম'র কাছে যায় না কেন? সে বুড়োর ত লাখো টাকার ব্যাসাত শুনিচি। আর ঐ দোহুত্তরেরাই ত তার উত্তরাধিকারী, না?

ক। হরি হরি! সে পথ বন্ধ।

জ। ওহোহো সেই বে নিয়ে না? কি ব্যাপারটা বল দিকি? আমি সেটা আবছা আবছা শুনিছি।

ক। রামপুরের তারক ঘোষ মহাশয়ের দুই কন্যা; প্রথমার পুত্র বিলাসপুরের বিশ্বাসবংশীয় বাবু সারদাচরণ বিশ্বাস—দ্বিতীয়ার পুত্র রামচন্দ্র নগরের রায়বংশীয় আমার বাবু যতীন্দ্রনাথ রায়। দুই দৌহিত্রই তারক বাবুর বাড়ীতে থাকতেন। আমার বাবুকেই তারক বাবু বড় ভাল বাসতেন। সারদা বাবু ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটু নীচ প্রকৃতি, নির্ব্বোধ, অলস, কলহপ্রিয়; বুড়ো তাই জন্যে বড় দোহুত্তুরকে বড় দেখ্‌তে পারতেন না। আর তার ওপর অল্প বয়স থেকেই বাবু আমার লেখাপড়ায় অদ্বিতীয়।

জ। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বল না।° সেলুম যে, আর তোমার বাবুর গোঁড়ামী শুনতে পারি না।

ক। বাবু বরাবর জলপানী পেয়ে এসেছেন।

খ। আর ত যুদ্ধে কেউ কখন জলপানী পায়নি। কুইনভিক্টোরিয়া তোমার বাবুর জলপানী পাওয়ার কথা শুনে কালীঘাটে ডালা পাঠিয়ে দিছলেন। তার পর বল।

ক। তারক ঘোষ মহাশয়ের প্রতিবাসী এক বন্ধুর এক কন্যা ছিল। তারক ঘোষের ইচ্ছে বাবুর সঙ্গে তার বে দেন। এমন কি এক রকম ঠিক ঠিকেনাই হয়েছিল। পাড়ার সকলে সে মেয়েটাকে মণি বাবুর কনে বলে ডাকৃত। তারক ঘোষ মেয়েটীর বাপের জীবিতাবস্থায় তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে তাঁর মেয়েকে নাতবউ করবেনই করবেন। মেয়েটারও যেমন রূপ তেমনই গুণ। অল্প বয়সেই সে এত বই পড়েছিল যে তার সমবয়সী পাড়ার ছেলেরা কেউ তাকে এঁটে উঠ্‌তে পার্ত্তনা। আর ভগবানের কি মহিমা, সাত বছরের বেলা থেকেই আমার বাবু অন্ত তার প্রাণ। বাবু একদিন তাদের বাড়ী খেলা কত্তে না গেলে সে খেত না, কাঁদত। শেষে বাবু গিয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে খাওয়াতেন, তবে খেত। বাবু যখন প্রথম জলপানী পেলেন সে যেন অহঙ্কারে ফুলে উঠল। মেয়েটা যথার্থই যাকে বলে রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

খ। ঠাকুর! ঐ তিনকড়ে ব্যাটাকে বল ওর পাতড়া মহিষির কথা পড়লে ও ঠিক ঐ তোমার মত বর্ণিয়ে শুরু করে।

ক। যা বলছি। সারদা বাবু (তারক বাবুর বড় দৌহিত্র) বরাবরই আমার বাবুর হিংসে কত্ত, বাবুকে দেখ্‌তে পাত্ত না, কাজেই ঐ মেয়েটা বাবুকে অত ভালবাসে বলে তাকেও দেখ্‌তে পাত্ত না। মেয়েটীও সারদাকে বড় ঘেন্না কত্ত। কিন্তু প্রজাপতির

কি নির্ব্বন্ধ; সেই মেয়ের সঙ্গে শেষ সারদা বাবুরই বে হল।

খ। আর যদি আমাদের অন্নদার মেয়েকে বে কত্তে, না? অন্নদা আবার কিছু দূর সম্বন্ধে আমার ভগ্নীপতি হয়।

ক। আজ্ঞে হাঁ—বাবু কলকেতায় পড়তে পড়তে অন্নদা বাবুর কন্যাকে বিবাহ করবেন স্থির কল্লেন। তারক ঘোষ শুনেই আগুণ, বল্লেন তা কখনই হবে না। বাবুও মহা অভিমানী—ব'লে পাঠালেন আমার বিবাহ আমার যেখানে মন চাইবে সেইখানে ক'র্ব্ব। তারক ঘোষও এক রোকা, বল্লেন আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখব—শেষ যে দিন বাবু অন্নদা বাবুর কন্যাকে বিবাহ করেন সেই এক দিনেই সেই তাঁর প্রাণস্থ কন্যার সঙ্গে সারদা বাবুর বিবাহ হল। সারদা বাবুর বন্ধুবান্ধবেরা তারক ঘোষের কাণে তুল্লে যে বাবু একজন ব্রহ্মজ্ঞানীর মেয়েকে বে করেছেন, সে জাতে নেই। তারক ঘোষ একেত আগুণ হয়েই ছিল তার ওপর এই রকম পাঁচখানা শুনে টুনে, আর সে বিষম কাণ পাতলা লোক, বাবুকে পত্তর লিখলেন যে আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও, আমি তোমার কেউ নই, ইহজন্মে আমাকে যেন তোমার মুখ দর্শন কত্তে না হয়। এই ব্যাপার। আজ সাত বৎসর ধরে সেই ভাবই চল্‌ছে। বাবুতে তারক বাবুতে মুখ দেখাদেখি নাই। শুনিছি তারক বাবু আগে যে উইল করেছিলেন তা পাল্‌টে আবার নতুন উইল করে সারদা বাবুকেই সর্ব্বস্ব দিয়েছেন, বাবুর নাম গন্ধও এ নতুন উইলে নেই।

খ। তা কথা ত মিথ্যা নয়, অন্নদা ত ব্রহ্মজ্ঞানীই বটে। আর সে এক রকমের লোক। বেশ লেখাপড়া জানে, বড় বড় কর্ম্ম

কাজও অনেক করেছে, কিন্তু বিদকুটে একগুঁয়ে। কোথাও টেঁকতে পারে না, কারও সঙ্গে বনে না। সে কি রকম জান,—সেই এক জাতের লোক আছে বইয়ের লেখা পড়া বেশ শিখে সমাজের লেখাপড়ায় বেশ এক রকম খাজা মুখ্যু দাঁড়ায়, এও ঠিক তাই। তা তারও মা ঐ মেয়েটী বই নেই।

ক। আজ্ঞে হাঁ, ঐ মেয়েটীই সব। তাঁর পরিবার পর্য্যন্ত নেই। তিনি আজ হেথায় কাল সেথায় করে বেড়ান। সংসারের আঁট ত নেই, এক মেয়েটী ছেল বে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়েছেন। তবে আজ এই মাস কয়েক কলকেতাতেই আছেন।

খ। তা মণির সংসারে আর কে?

ক। বাবু, বউমা, এক জন্মরোগা ছেলে, আর বাবুর পিসীমা। পিসীর জ্বালায় বাড়ীতে কাক চিল বসবার যো নেই; দিন রাত্তির কিচি কিচি। আরও তাঁর কুঁজকোমীতে লক্ষ্মী ছক ছক করে পালাল। দিন নেই দুপুর নেই, বউমার হাড় মাস চিবুচ্ছে। সে বেচারা অতি ভাল মানুষ, একালে বাবু এমন ভাল মানুষ মেয়ে আমি কখন দেখিনি। মার মুখে আমার একটী কথা কেউ কখন শোনে নি। "হ্যাঁ" কি "না"র যদি চলে তা হলে আর বেশী দুটী কথা কইতে চায় না। বাবুই কত সময় ঐ জন্যে ব্যাজার হন। তা অমন লক্ষ্মী বউকে দিন রাত্তির দাঁতের কসে রেখেছে।

খ। তা অত খিচিমিচির ভেতর তোমার বাবুর কবিতে লেখবার ত সুবিধে হয় না। শুধু জলপানী পায়নি, তোমার বাবু কবিতে লেখে, তা জান ত?

ক। আজ্ঞে হাঁ, দাশুরায়ের মত ছড়াটড়া কখন কখন লেখেন বটে, সেটা দৈব অনুগ্রহ।

জ। দাশুরায়ের পিতাম'র মত। তার ছড়া তো বোঝা যায় গো। এর কি আর বোঝবার জো আছে? ঐ যা বলেছ—দৈব, ঐ দৈব একটু বেশী ভর কল্লেই ঝাড় ফুক কত্তে হয়। তা বেশ, তা আমার কাছে তোমাকে তোমার বাবু আজ পাঠালেন কেন?

ক। আজ্ঞে সেই ৫০০৲ টাকার কথা বলতে। গেল মাসে দোবার কথা ছেল তা গেল মাস ত গেছেই, এ মাসেও বোধ হয় হল না, সুমুখের মাসে যদি সুবিধে হয়—

জ। সুবিধে আর কি হবে? বেচারার আর কিছু আছে কি?

ক। আজ্ঞে তা ঠিকই বলেছেন। তবে দয়া করে—

জ। এ যে তোমার অন্যায় ঠাকুর। আমি ত তুমি নয় যে তোমার বাবুর মুখের দিকে চাইলে আমার প্রাণের ভেতর কিছু থাক্‌বে না। তুমি শোন—তোমার বাবুকে বোলো যে লুকিয়ে থাকলেই আমি ছেড়ে কথা কইব না। আমরা ব্যবসাদার মানুষ, টাকা বুঝি, তোমার মত দয়া করার ধার ধারি না বাবু। তোমার বাবুকে পরশু দিন আমার কাছে বেগুজোর পাঠিয়ে দিও, তার সঙ্গে বোকাবেলা হলে আমি যা বিহিত হয় কর্ব্ব। আমাদের ত আর তোমার বাবুর মত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশ নয়। আমার বাপ ১০৲ টাকার সরকার ছেলেন, আমি তাঁর ছেলে, সুতরাং টাকাটা কিছু ভাল বুঝি।

ক। তা যেমন আজ্ঞে কচ্চেন তেমনিই কর্ব্ব। তাঁকে পরশু আপনার

কাছে পাঠিয়ে দোবো। তবে আমি তাঁর অপেক্ষা তাঁর বিষয় ব্যবস্থা ভাল জানি, তাই বলচি যে অন্ততঃ এ মাসটা—

জ। (তিনকড়ির প্রতি) আমোলো ও বল্‌চে তা তোর কি? ঠাকুর! এদিকে দেখ্‌চ তিনকড়ে ব্যাটা আমার গা টিপে বল্‌চে—মশায়! ওকে বিদেয় করুন, কি একশবার ব্যাজ ব্যাজ কচ্চে।

তি। ওমা সে কি? কখন বল্লুম? আমি ত লছমন দাস আসর-ওয়ালার চিঠীটা পড়ছিলুম।

ক। আজ্ঞে, আমি তবে এখন চল্লেম।

তি। (কমলাকান্তের হাত ধরিয়া) না ঠাকুর! আপনি বাবুর কথা শুনবেন না। ঈশ্বর জানেন আমি কিছু বলিনি, এমন কি খানিকক্ষণ আপনাদের কথা বার্ত্তাও শুনিনি! আপনি বসুন।

জ। ওমা, আবার বুড়ো বাম্‌ণের সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি কচ্চে দেখ, যেন ওর সম-সমাদী। ব্যাটা কে গো, দেবতা বামুণে ভয় নেই।

তি। নিন মশায়! ঠাট্টা রাখুন—আপনার জন্যে ব্রহ্মশাপে পড়বার যো হয়েছে।

জ। পড়বে বইকি বাবা—ওহলো বুড়ো ধর্ম্মনিষ্ঠে ব্রাহ্মণ—ওকে অপমান—এতেও ব্রহ্মশাপে পড়বে না?

তি। (কমলাকান্তের প্রতি) আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি যথার্থ বলচি—

ক। (তিনকড়ির প্রতি) আপনি কি পাগল হয়েছেন? বাবু আনন্দ-ময়, সকলকে নিয়েই একটু আনন্দ করেন আমি কি আর তা বুঝতে পাচ্চি না। (জগদীশের প্রতি) তবে আজ চল্লুম।

জ। বেশ ঠাকুর! তিনকড়ে ব্যাটা ভাল মানুষ পেয়ে তোমাকে জল বুঝিয়ে দিলে। এস প্রণাম।

ক। কল্যান হোক।

[প্রস্থান]

তি। না মশায়! আপনার ভারি অন্যায়—ও রকম যার তার সঙ্গে—

জ। এ বুড়ো বামুণ বড় ভাল লোক রে তিনকড়ে। খাঁটী সেকেলে ছাঁচ—দামী, বাজে নয়। আমি যাই বাড়ীর ভেতর্ তেল মাখিগে। (যাইতে যাইতে) না দেখ্, পরশু সকালে আমার খুচরো ৫০০৲ টাকা চাই, আমাকে এই খানে দিয়ে যাস্।

তি। যে আজ্ঞে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্যামপুর।

সারদার বৈঠকখানা।

সারদা ও মোক্ষদা।

মো। যাই কে এসে পড়বে, এখানে ডাকলে কেন?

সা। শোন না, কলকেতার যে সেরা কবিরাজ, যার চেয়ে বড় আর নেই—বুঝতে পাচ্চ?

মো। এত বড় শক্ত কথা, একি সহজে বোঝা যায়?

সা। না বুঝতে পার ত মরে পড়।

বো। কোথায়? হাটে না বাজারে?

সা। দেখ দেখি রাগ হয় না? অত বড় একটা কবিরাজ কাল সকালে কলকেত্তা থেকে এখানে আসবে, আর উনি কিনা পান খেয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

বো। কে বল্লে নিশ্চিন্দি হ'য়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্চি। আমি পাড়ার এয়োদের সব নেমন্তন্ন করে রেখেছি—তোমার ও বেলা হবিষ্যির যোগাড় করে রেখেছি—সে সব সেরে তোমার কাছে দু'দণ্ড গোরা বাজনা বায়না করে রাখবার কথা বলতে এলুম। অত বড় কবিরাজ আসচে—

সা। কথায় এদিকে কাজের ঠোকর বসে না, মাগ যেন তুবড়ি চাবি। তোমার কি ঘরের ভেতর বসে রান্না বান্না সাজে? একটা টোল খুলে বোস।

বো। একখানা আটচালা, আর গণ্ডাকতক পোড়ো ঠিক কর না, তাই বসি।

সা। দাদার আর ক'দিন? ওকি সহজ ব্যথা? তার ওপর ঐ বয়েস। ঐ ব্যথা একদিন একটু জোরে ধল্লেই কর্ম্ম কাবার হয়ে যাবে। তা হলেই—

বো। তা হলেই সোণার লঙ্কায় হনুমানের নেত্য।

সা। মুখ সামলে কথা কও, আমি না তোমার স্বামী?

বো। আমি কোন বলচি তুমি আমার ভগ্নীপতি?

সা। মেয়ে মানুষ কেবল চাবুক খেলে ঠিক থাকে।

বো। যদি তোমাদের পাত্তের হয় তবে—আমাদের আপসোস কি কিছু খেতে আছে?

সা। হাসিও পায়। বেজার আর তোমার সুখ্যাতি ধরে না। বলে

তুমি বেশ কথা কও। সে বলে সারা দিন রাত্তির হাঁ করে সে তোমার কথা শুনতে পারে।

যো। যদি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কই তবে—নইলে তোমরা বুঝতে পার না।

সা। এক এক সময় ভাবি তুমি যেন আমার মনের মতন।

যো। ও রকম হাবেসা ভেবো না, শরীর খারাপ হবে।

সা। দেখ মাগেরা যদি মানুষের মত হয় তা হলে কি আর আমাদের বার রোগ জন্মায়? ঘরেই যদি রগড় পাওয়া যায়, কোন ব্যাটা বাইরের বেটাদের খোসামোদ করে বাবা? হাঁগা কালীকে যে কদিন দেখিনি—সে কি কোথাও গিয়েছে?

যো। হবে—

সা। না কি কোন অসুখ করেছে?

যো। কি জানি—কেন?

সা। তাই জিজ্ঞেস কচ্চি। দিন রাত্তিরই তোমার কাছে দেখতে পাই, আজ দুঁতিনদিন—

যো। এনে পাঠিয়ে দোব?

সা। হাঃ হাঃ,তা হলে ত মজাই হয়। বেশ জিনিস। একটু ন্যাকা ন্যাকা —কিন্তু দেখতেও বেশ—আর কি গান গায় চমৎকার!! ওগো ভাল কথা—যা বলেছিলুম—আজ যাবে? সন্ধ্যার পর চুপি চুপি—

যো। কি?

সা। আহা—ন্যাকা? কি? আজ এক বচ্ছর ধরে খোসামোদ কচ্চি। কেন, যেয়ে আর আমার মাথা কি কিনবে? তোমারই ফুর্ত্তি। কলকেতায় আজ কাল ঘর ঘর ও রকম, বুঝলে? তুমি ত কলকেতায় যেয়ে, ইস্কুলে পড়া, পাশ করা—এদিকে কংগ্রেসের কথা কও—আর এর বেলায় কি?

যো। হুঁ! মুখে যে বেশ গন্ধ বেরুচ্চে—বাঃ।

সা। আমার ত আর লুকোচুরি নেই—দিন রাত্তিরই খাই। এক বাবা ছাড়া দুনিয়ার কাকে ডরাই বাবা? সত্যি বল না? আচ্ছা একবার মুখে দিয়ে দেখ—একবার খেলেই কোন মরে যাবে? তার পর যদি আর না ইচ্ছে হয়, আচ্ছা আর আমি সাধব না। আমার মাথা খাও, তোমার পায়ে পড়ি। আচ্ছা একবারটি খেয়ে দেখ—আমার কথা একটা নয় রাখলেই।

যো। দেখা যাবে।

সা। কোল্‌কেতা থেকে ভাল জিনিস আনিয়ে রেখেছি। না খুলে বল—ভাব দেখি কদ্দিন ধরে বলছি—খোসামোদ কচ্চি? বল না খাবে?

যো। বরাবরই ত বলি "না"—কেন জিগ্যেস কর?

সা। উঃ কি সতী গো—না খেতে হবে। আজ কিছুতেই ছাড়বো না।

যো। (নিরুত্তর।)

সা। বাহবা, লেগেজা গুরো!! মৌনং সম্মতিং বাবা। কালীকেও রেখো।

যো। আমি কালীকে রাখতে গেলুম কেন? দরকার হয় তুমি রেখো।

সা। রেখো না—আচ্ছা যদি তোমার একটা সুখবর দিই।

যো। কি?

সা। তোমার হবু-বর আসছেন যে।

যো। বটে! তাত আমায় কেউ বলেনি—আমার আবার কি বের সম্বন্ধ হচ্ছে?

সা। দূর তা কেন? তোমার হবু-বর। যার জন্যে তুমি খাও-দাও। যাকে না দেখ্‌তে পেলে তুমি খেতে না—যে না পড়ালে তুমি পড়তে না—যার সঙ্গে বে হ'ল না বলে তুমি বিষ খেতে গিছলে—

সেই তোমার হবু-বর গো—মণি বাবু—আমার ছোট ভাই—বুঝলে ?

বো। মণি দাদা ?

সা। হাঁ গো, সেই তোমার গুণের মণি দাদা—যার জন্যে তুমি পাগল হয়েছিলে। শুনেই যে মুখখানা হাঁড়ির মতন করে ফেল্লে ? বাবা—কি দাদার ওপর টান।

বো। ছিঃ! তুমিই না বলছিলে তুমি আমার স্বামী ? তবে তুমিই এখন এমন কুপরিহাস কচ্ছ ?

সা। আমার কাল একখানা চিঠি লিখেছেন—দাদা আমি যাব। এক-বার দাদা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করব। কত বৎসর তোমাদের দেখিনি। আমি এক আঁচড়েই বুঝে নিইছি। এখন হাঁড়ি চড়ে না—আর খায় মেলে না ত, তাই দাদা মহাশয়ের ওপর মায়াটা একিম বাদে উথলে উঠেছে। বাবা—আমি সব বুঝি, আমায় লোকে বলে বোকা। ওই দপ্তরখানায় ও পাশের ঘরে টেবিলের ওপর চিঠিখানা পড়ে আছে—দেখবে ?

বো। না।

সা। সে ওড়ে বালী। দাদা মশায় তার নামে ঝাঁটা তুলে আছে। যার পিত্তেসে আসচেন তার নামে অষ্টরম্ভা। আমি আবার তার ওপর কলকাটী টেপবার বন্দোবস্ত কচ্চি—কি জানি দাদার নরম ধাত—আশ্চর্য্যি কি—অনেক দিন বাদে আসচে—শেষ কি কিছু গাঁথা দে যাবে ? সাবধানের মার নেই।

বো। কেন—যদি দুঃখের অবস্থায় পড়েই থাকে কিছু দাও না কেন ? বিষয়ে ত তারও অধিকার আছে ?

সা। বিষয় ত আর তোমার বাবার নয় ?

মো। (স্বগত) ভাবি ত যথাসাধ্য সেবা যত্ন করি, তা কর্ত্তে দেয় কই? ভাবি ত সব ভুলি, ভুলতে দেয়না যে। গল্পে শুনেছিলুম এক রাজা—কন্যা অরক্ষণীয়া হওয়ায় একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন: পরদিন প্রভাতে যার মুখ প্রথম দেখবেন, তার সঙ্গেই মেয়ের বে দেবেন। সকালে দেখলেন প্রথম এক কেউটে সাপ। প্রতিজ্ঞা রাখলেন, সেই সাপের সঙ্গেই মেয়ের বে হল; স্বামীর প্রথম সাদর সম্ভাষণেই স্ত্রীর ভবযন্ত্রণা ঘুচ্‌ল। আমারও তাই—এক বন্য পশুর সঙ্গে বাবা বিবাহ দিয়ে গেছেন—পৃথিবীর আদেশ, এ জানোয়ারকে মানুষ ভাব, স্বামিভক্তি কর। জানোয়ার আওয়াজে, ব্যবহারে, চাল চলনে, হাজার রকমে, তার জানোয়ারত্ব মনে করিয়ে দেয়, তায় কি? জানোয়ারকে জানোয়ার জেনেও পূজা কর্ত্তে হবে, ঘৃণা কল্লে কর্ত্তব্য-চ্যুতির পাপ, ধন্য স্থান এ!

সা। ভুলে যাস্‌ ভুগিছি মাইরি! আর কখ্‌খন এমন হবে না। রাগ কল্লে?

মো। তোমার ও কথা কেউ বল্লে তুমি রাগ কর কি জানি না, আমি কুঅভ্যাসবশতঃ একটু করি।

সা। এখন বাইরে চল্লুম। সন্ধ্যার পর তবে ঠিক রইল? যাবে?

মো। যাব, তুমি এসো। তুমি আমার স্বামী, তুমি অনুরোধ কচ্চ যখন—যাব।

সা। হুর্‌রে!! কিছু মনে করো না। কালী থাক্‌বে?

মো। বলতে পারি না, থাকে ত থাকবে?

সা। আমি মদের ছ্যাদ আওটাবার বন্দোবস্ত করিগে।

(প্রস্থান)

মো। (স্বগত) সাত বৎসর চার মাস—ছি!

(কালীর প্রবেশ)

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, দিদিবাবু মা জল আনতে গেছে—কেন ?

যো। আবোলো, তুই কখন এলি ? তোকে তোর দাদাবাবু খুঁজছেন।

কা। হিঁ হিঁ হিঁ—কেন দিদিবাবু ?

যো। তার একজন খামাচি মারবার লোকের দরকার—তুই পারবি ?

কা। হিঁ হিঁ হিঁ—দিদিবাবু, তুমি বড় দুষ্টু—তুমি মিথ্যা কথা কও—তুমি ঠাট্টা কর।

যো। ওই দপ্তরখানার পাশের ঘরে যে টেবিল আছে—তার ওপর একখানা চিঠি পড়ে আছে, তুই গিয়ে আস্তে আস্তে সেখানা আমায় এনে দে দিকি।—দেখিস তোর দাদা বাবু যেন দেখতে পায় না। সে বোধ হয় সদর দিরজার কাছে আছে। যদি দেখতে পায় ত আনিসনি। আমার ঘরে নে যাস, বুঝলি ?

কা। হিঁ হিঁ হিঁ—আচ্ছা দিদিবাবু, রাত্তির বেলা হলে যেতে পারতুম না—দিনের বেলা ভয় কি ? (কালীর প্রস্থান)

যো। যার ইহকাল নেই, তার পরকালে লক্ষ্য কেন ? যা হাতের তা গেল যখন, যা অনির্দ্দিষ্ট তা কি থাকবে ? কায নেই—পৃথিবী আমার শত্রু, আমি পৃথিবীর মিত্র হব কেন ? যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে আমিও তার সর্ব্বনাশ কর্ব্ব। ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন জগতের পাপ প্রক্ষালনের জন্য, আমি জগতে পাপের সমুদ্র আনব, জগতের যদি কিছু পুণ্য থাকে তার অপঘাতের জন্য। দেখি পারি কি না— (প্রস্থান)

(শম্ভু, ব্রজ ও সারদার প্রবেশ)

শ। (সারদার প্রতি) তা যাব বইকি দাদা—তোমার কাজ আমি প্রাণপণে করব—কবে ?

মা। একদিন সকালে—বাবা যখন মুখ হাত ধুয়ে বারাণ্ডায় চৌকিতে বসবে, তুমি গিয়ে কথা পাড়বে—বাবার তোমার উপর বড় ভক্তি—

শ। অনুগ্রহ করে ভালবাসেন, যেমন তোমরা বাস। তবে তোমরা হলে একবগেনী—

ব্র। হরিবোল!

শ। চোপরাও শালা—ছড়িয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দোব। ব্যাটাচ্ছেলে পাজি!

মা। একি শম্ভু?

শ। তুমি বোঝ না—ব্যাটা পাজীর সর্দার—দুটো না খেলে ছোট লোক ঠিক থাকে না। বারদিগর হলে শালাকে পায়ে ধরে জুত খুলে মারব।

মা। ব্যাপার কি বেজা?

ব্র। কিছু জানি না, দোহাই ধর্ম!

মা। (শম্ভুর প্রতি) আমি তোমাকে যেমন যেমন শিখিয়ে দোব, তুমি তেমনি তেমনি বলবে।

শ। তাই বলব—তুমি যা বলবে আমি তাই করব দাদা। তোমার জন্যে আমি মত্তে পারি।

ব্র। (সুর করিয়া) "হেলাতে রতন হারায়ো না মন, হরি হরি বল বদনে"—

শ। তবে রে শালা! (পাদুকা উত্তোলনান্তর) বড় বড় মুখ তত বড় কথা? ইয়ারকি পেয়েছ?

মা। কি কর শম্ভু, তুমি কি পাগল হলে? এ রকম ত তোমায় কখন দেখিনি।

শ। পাঁচ শালায় যেন আমায় কি পেয়েছে দাদা। শালারা আমায় বড়

যায় হতে দেবে না, ঠিক করেছে। (ব্রজ উদ্দেশে) তোর মুখে ঝাঁটা মুড়ো।

সা। বেশ—এ কি?

ব্র। ভগবান জানেন ভাই। তোমার সে চাকরটাকে বল একটু তামাক দিতে।

সা। হরে—

শ। কের শালা? ছি সারদা—তোমারও এই ব্যাভার?

(হরের প্রবেশ)

ব্র। বাবা হরি।

শ। মেরে ফেলব শালাকে আজ। (ব্রজর দিকে অগ্রসরণ) আজ শালাকে খুন করব। (সারদার শম্ভু-ধারণ) ছাড় সারু—ছাড় আজ ব্যাটাকে মেরে ফেলব।

সা। তুমি কি "হরি" বলে চটে যাও শম্ভু।

শ। আমি ব্রাহ্মণ বলছি সারু—বদ্যের মত একটা মনান্তর কোরো না। আমি চল্লুম।

সা। ছি ছি শম্ভু। তুমি এত ছেলে মানুষ? একটা কাজের কথা হচ্ছে—

শ। আমায় এখন ছেড়ে দাও ভাই—আমার পা হাতের ভেতর কেমন করছে।

(জনৈক ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভি। বাবুদের জয় হোক। কিঞ্চিৎ ভিক্ষা।

(গান)

"হরিবোল হরিবোল বলে কে যায় মদের বাজার দিয়ে"—

শ। (উচ্চৈঃস্বরে) ছেড়ে দাও—হাত ছেড়ে দাও আমার। জ্ঞান বলছি—আমার এখন জ্ঞান নেই। ছাড় সারদা, আমার পা হাত কাঁপছে—ছাড়।

ব। হরি বল ভাই—হরিবোল—হরিবোল। (চীৎকার শব্দে হাঁড়ি ছাড়াইয়া শম্ভুর, ও তৎসঙ্গে সকলের, প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কিশোরীর কক্ষ।

কিশোরী আসীনা—মণীন্দ্রের প্রবেশ।

ম। মনু এখন কেমন আছে গা ?

কি। ভাল আছে।

ম। সকালকার চেয়ে জ্বর একটু কমেছে? গার তাত কেমন?

কি। সেই রকমই।

ম। তবে আর বিশেষ ভাল আছে কি বল?

কি। (নিরুত্তর)।

ম। কখন Temperature নিয়েছিল?

কি। জানি না।

ম। আচ্ছা কিশোরি! এও জানি না? ছেলেটার এই অসুখ—আমার প্রাণটা বেরিয়ে গেল ভেবে ভেবে—হাহা করে—আর তুমি নির্ভাবনার মত কি না জানি না। কি জানি ভাই—তুমি পাথর কি মানুষ—কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলুম না। 'হাঁ' 'না' 'দেখিনি' 'জানিনি' সকল সময়েই সেই, বাঁধা কথা; পৃথিবীতে প্রলয় হলেও তার নড়চড় নেই। তোমার মনের একটানার বাঁধন খসেও

একটু তরঙ্গ ওঠে না, ধন্যি। বলবার যো নেই—দুকথা একত্রে বল্লেই কাঁদবে।

ক। কি বলব বল না? কমল সে নিয়েছে কি না আমাকে কই বলেনি—

ম। যাক, তুমি একটু ঠাণ্ডা হও, এক নিশ্বেসে অনেক কথা কয়ে ফেলেছ। কমল কোথায়?

কি। ও ঘরে। ডাক্তার এয়েছে—

ম। ডাক্তার এয়েছে? তবে তুমি রান্নাঘরে যাও। তারা এখনই এ ঘরে আসবে। আমি বড় ঘুরে এইছি, ঘামটা মুছি।

(কিশোরীর প্রস্থান)

ম। (কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া) কখন ভাবি নির্ম্মম, কখন দেখি মমতার মানস-সরোবর, ভেবে বুঝে উঠ্‌তে পারিনে না। কিছুতেই নেই, কিছুই জানে না, জগতের নয় বলেই যেন অতি সঙ্কোচে জগতে বাস করে। কি বলতে চায় বলতে পারে না, কি ভাবে বোঝে না, কখন আকুল হয়ে, কখন অবাক হয়ে, কেবল মুখের পানে চেয়ে থাকে। যেন পথ ভুলে লোকালয়ে এসে পড়েছে, লোকের ভাষা বোঝে না—যেন লোকেও ওর ভাষা বোঝে না। চক্ষের দৃষ্টি করুণার নিশ্বাসে পরিপূর্ণ—ছি ছি! আমি মহাপাতকী, সময়ে সময়ে ও দেবরূপিনীকে পাষাণ-প্রতিমা ভাবি। বড্ড সজীব থাকে, নিজেকের যত্নের ত্রুটিতে মলিন হয়ে পড়ে, বলতে জানেনা, চাইতে জানেনা, আপনা আপনি শুকিয়ে যায়। হায় হায়! ওই নবীন লতা অবলা, অচতুর, অজ্ঞান, ওর উপরেও মাঝে মাঝে রাগ করি? রাগ আসেও তো, ধিক!

(কমলাকান্তের প্রবেশ)

ম। ডাক্তার বাবু এসেছিলেন না?

ক। বাইরে হাত ধুচ্চেন্ আসচেন। কিছু করে আসতে পারে বাবা?

খ। সে করে আসাত পরে—এখন আজকে বোধ হয় আর হাঁড়ি চড়ল না। আজকের খরচের মত একটা টাকা এ সহর ঘুরে কারও ঠেঁয় পেলুম না। কমল! আর আমি পারি না।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডা। এই যে আপনি এসেছেন। বড় obstinate বুঝলেন? এ সব তড়িঘড়ির অসুখ নয়। তবে এখন যে বিশেষ ভয়ের কারণ তা ত আমি কিছু দেখতে পাই না। তিন বৎসর কেটেছে, আরও এই রকম করে কোন রকমে দুটো বৎসর কাটাতে পারে, একবার ছেলে পাঁচ বৎসরের হলে, আর Liverএর ভয় বড় নেই। আজকের Prescription Smithএর বাড়ী থেকে serve করিয়ে আনাব। দুটো ওষুধ দেবে, আর একটা—Liniment। ওষুধ দুটো দামী, আট টাকার কমে দেবে না—Linimentটাও টাকাটাক। গোটা দু'এক ভাল Mellins food আনান। পরশু যে দুটো আনিয়েছেন ও বাজারে, ও আমি reject করেছি। খবরদার ও খাওয়ান যেন না হয়। আর আমি advice করি আপনার ছেলের জন্যে একটা separate bedding করুন। ওই যে Whiteawayরা Iron-bed stead বিক্রী করে সে গুলো মন্দ নয়। দুজন শুতে পারে, Say, 7 by 5, হলেই হবে। তাই একখানা নিয়ে আসুন, আর তার বিছানা বালিস সব featherএর করুন। ছেলে এখন হাতের বালা হয়েছে, শেষ ঘট করে কোন দিন পাশ ফিরতে একবার হাড় dislocated হয়ে পড়বে? এ গুলোর একটু শিগ্‌গির বন্দোবস্ত করুন। আমি বলি আজই আপনি খেয়ে দেয়ে নিজে বেরিয়ে যান। আপনার একটা বিশেষ সুবিধে হচ্চে—

ম। কি বলুন দেখি ?

ডা। Whiteawayদের ওখানে সবই পাওয়া যেতে পার্ব্বে।

ম। আচ্ছা।

ডা। All right—good-morning, ওষুধটা এখুনই আনতে পাঠান।

ম। যে আজ্ঞে। আপনার কি কটা খুচরো খুচরো আর দিয়ে কি করব, গোটা কতক জমুক, কি বলেন ? আপনার নিতেও হাতে ঠেকবে, আমার দিতেও হাতে ঠেকবে।

ডা। তাতে কি ? আপনি পরশু দিন দিলেও ক্ষতি নেই।

Ta-ta (ডাক্তারের প্রস্থান)

ম। কমল !

ক। কি বাবা !

ম। কি হবে ?

ক। ভগবান্ রক্ষা করবেন, আমাদের ভাবলে ত কিছু হবে না।

ম। আসবার সময় গঙ্গার ধারদে আসছিলুম। নিমতলায় দেখলুম মড়া ধরে না। আমি ভাবি যারা মরে তারা কোন দিকে থাকে বল দেখি ? আমরা চিরকালত মড়া দেখেই আসচি—নিজে হব কবে কমল ?

ক। বালাই—বালাই—বাবা আমার সুমুকে আর অমন কথাগুলো কয়ো না।

ম। জগদীশের সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল ?

ক। হয়েছিল—তুমি এখন একটু মাথায় জল দাওগে, তার পর এ সব কথা হবে এখন।

এ মাথার আগুন আমার জলে নেবার নয়—কি হল বল না

ক। তিনি কাল একবার তাঁর সঙ্গে তোমাকে দেখা কত্তে বলেছেন। মতলবটা নালিশের।

ম। অপরাধ কি, টাকা কি যোগাব দুটি ?

ক। তুমি গিয়ে একটু ভাল করে বল্লে দুদিন এখন থামতে পারেন বোধ হয়।

ম। তার পর—দুদিনের পর ?

ক। যা ভগবানের মনে আছে তাই হবে, তুমি অত ভেবোনা বাবা। ভেবে ভেবে তুমি যে কালি হয়ে গেলে। একবার আরশীতে চেহারাটা দেখো দেখি ? তোমার মুখে যে হাসি লেগে থাকতো, খেতে শুতে, জেগে ঘুমিয়ে, তুমি যে হাসি ছাড়া থাকতে না, কাঁদতে কাঁদতে তুমি যে ফুলে হেসে ফেলতে, বাবা তোমার মলিন মুখ যে বুকে শেল মারে।

ম। ছেলেটার ওষুধেরই বা কি করি ? ও সব ত পরে, এ যে হাতে পাঁজী। আর একবার বেরুই, বেরুই বা কোথায় ? উনুনে এখনও আগুন পড়েনি।

ক। আমার একটু বাইরে দরকার আছে, বেশী দেরী হবে না, আমি যতক্ষণ না আসি তুমি বেরিও না বাবা। বাড়ীতে রোগা ছেলে একলা।

ম। শিগ্‌গির এস।

(কমলাকান্তের প্রস্থান ও কিশোরীর প্রবেশ)

কি। বসে রইলে, নাইবে না ?

ম। (অন্যমনস্কে) অ্যাঁ—নাইব ?

কি। (মণির হস্ত ধরিয়া) ভেবো না, নাওগে, বেলা হয়েছে।

ম। আজ যে বড় আদর কচ্ছ কিশোরি ? তোমার আদর বড় ভাল

লাগে বলেই, ইচ্ছে হয় এমনি একটু একটু আদর কর, তাই মাঝে মাঝে একটু আদরের আবদার করি। যারে বড় ভালবাসি, ইচ্ছা হয় সে দিন রাত্তির আমায় বলে "তোমায় বড় ভালবাসি"। মানব চরিত্রের ধর্ম্মই এই—

কি। তেল আনি—

ম। না—একটু কথা কও। তেল নুনের কথা আর যেন শুনতে পারি না, আর যেন ভাবতে পারি না। (বিলম্বে) না যাই বেরুই—দেখ, কত সরস প্রাণ আমার—দুপুর হতে যায় বেলা—উনুনে এখনও আগুন পড়েনি—সারা সকাল ঘুরে একটা পয়সা সংগ্রহ কত্তে প্যারেম না—ছেলে মানুষ তুমি, এত বেলা দাঁতে কুটো কাটনি, আমি এখন একটু প্রণয় কত্তে চাচ্ছি। আমার চাদর খানা দাও, আর একবার ঘুরে আসি।

কি। রান্না হয়ে গেছে—তুমি নাও।

ম। কোত্থেকে হল ?

কি। আমার কাছে বার আনা পয়সা ছেল।

ম। একটা করে টাকা মাসে মাসে তোমায় খাবারের দেব মনে করি—তা অই মনেই করি। যদি ছমাস বাদে একটা টাকা কখন হল, দিলুম—তাও তোমার এইতেই যায়। এমন অন্নপূর্ণা আমার সংসারে থাকতে, আমি কি হতভাগা, আমার সংসার অচল। কিশোরি ! দুঃখে, ক্লেশে, ভাবনায়, চিন্তায় আমার মাথার ঠিক নেই, নইলে তোমার ওপরও মাঝে মাঝে রেগে উঠি। হায় হায়, আমার কপালে তুমি আমার হাতে পড়েছিলে। চখের ওপর ওমুখ তোমার ঝিঝাঝিশি মলিন দেখা তার চেয়ে আর সাজা কি ?

(পিসিমার প্রবেশ)

পি। তেরাত্তির কাটবে না—তেরাত্তিরের ভেতর রক্ত উঠে মরবে—তবে আমি হরিশ রায়ের মেয়ে।

কি। (দূরে অপসারণ)

ম। কি হয়েছে পিসি? কে কি করেছে?

পি। যে করেছে তার সর্বনাশ হবে—তার ইহকাল পরকাল যাবে—ক্যারকাশে মরবে। এখনও চন্দ্র সূর্য্যি ওঠে, এত তেজ তার থাকবেনা—থাকবেনা—তার মাথায় বজ্রাঘাত পড়বে, তবে আমার নাম।

ম। কে—কে পিসি—কে কি করেছে?

পি। কে? আর কে? ওই ঘোষেদের কাল বেরালটা। এত তেজ আর কার? তেরাত্তির কাটবেনা—ক্যারকাশে মরবে। চখের সমুখ থেকে খেয়ে যাওয়া? এত দেমাক—এত দম্ভ—এত বুকের বল? সবে দুধের কড়াটি নাবিয়ে রেখেছি—

ম। অ্যাঁ? সব দুধটা গেছে? উপায়—রোগা ছেলের কি হবে—এত বেলায় দুধ পাওয়া যাবে কোথায়? সমস্তটা খেয়ে গেছে?

পি। হ্যাঁ সমস্তটাই (গেছে—তার হবে কি? বেশ করেছে খেয়ে গেছে—কেন বাড়ীর কি আর সব হারামজাদীরা মরেছে? আমার চখের উপর থেকে দুধটা খেয়ে গেল—সব হারামজাদিদের চোখে আগুন লেগেছেল কি—কোন হারামজাদী তা দেখতে পেলে না? যাবে না কেন—সে অবলা জন্তু বইত নয়—তার অপরাধ কি—এ সর্বনেশে বাড়ীর এই দশাই ত হবে। আমার পায়ের কাছে গো—আধ হাতও নয়—সে দুধ খেয়ে গেল—কোন আবাগীর পোড়া চোখে তা পড়ল না? কেউ তাড়াতে পারে না? আবাগীরা

কি কানা হয়েছে? হোক, জন্ম জন্ম হোক—দু' চক্ষের মাথা খাক—তাতে হাত দিতে নরকে হাত দিক—আমি দেখি—তবে আমার মনের কালী ঘোচে।

য। কি পিসি পাগলের মত হাউ হাউ কচ্চ? তোমার কোলের গোড়া থেকে খেয়ে গেল তুমি দেখলে না দোষ হল পাড়াপড়সীর? ছিঃ দুধটা নষ্ট করে—তার ওপর মিছিমিছি কতকগুলো চীৎকার।

পি। তা ত বলবিই রে—তোতে কি আর পদার্থ আছে—তোকে যে রাক্ষসে খেয়েছে। আমার যেন একটু ঘুমই এসেছেল—তোর ভাল বাবা সে আবাগীরা ত জেগে ছেল—কেন, তারা দেখতে পেলে না? দূর একচোকো—এই পাপেই তোর এত হচ্চে—নইলে কি আর ভিটে মাটী চাটী হয়। বেশ ত আমাকে তাড়িয়ে দে না—দিয়ে চার হাতে খা না। আমি যেখানে গতর খাটাব সেইখানেই খেতে পাব—তোর পাঁচ কণ্ঠার কি ধার ধারি রে ছোঁড়া? অই হারামজাদী রাঁধতে পারে না? অই রাক্ষুসী, ভাতখাকী, কাল থেকে যেন রাঁধতে যায়। আমি আর পারব না—আমি বলে রাখছি। অই ঝাঁটা-খাকী সর্ব্বনাশী ওমুক, আমি আর পার্ব্ব না। আমি রইছি তাই বুকে শেল বিঁধছে? আমি মুখুজ্জেদের বাড়ী চল্লুম, তাদের পায়ে জড়িয়ে কেঁদে বলব, তারা পাঁচজনে একটা ব্যবস্থা করুক। লঘুপাপে গুরুদণ্ড? বিনি ভখিরে আমাকে এই যাচ্ছে-তাই বলা? আচ্ছা, ভগবান আছেন।

(প্রস্থান)

য। হা ভগবান! (কিশোরীর প্রতি) কেন কাঁদচ, কতবার তোমায় কাঁদতে বারণ করিছি—পাগলের কথায় রাগ কর কেন ভাই? ওকি সহজ মানুষ, সহজ মানুষে কি এই রকম কথা কয়?

কিশোরি! আমি তোমার আপনার, না পিসি তোমার বেশী আপনার? আমি যখন তোমা-গত প্রাণ, তখন পাঁচজনের কথায় তুমি কাণ দেও কেন? পরের কথায় আসে যায় কি? হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান হয়? একটা পাগল হয়েছে বলে কি করব? আর পাগলের কথায় হাসি পাওয়া ছাড়া কি রাগ হয়? কেঁদনা আমার মাথা খাও। তুমি একবার রান্না ঘরে যাও—হয় ত পিসি সব আছড় ফেলে চলে গেল—সেগুলোর ঢাকাঢাকা দেওগে। আমি খোকার জন্তে একটু দুধের চেষ্টা দেখি।

(কিশোরীর প্রস্থান)

ম। বাবা! মানুষের চামড়া ত,—কত সয়—চব্বিশ ঘণ্টা। কি কপাল আমার!

(কমলের প্রবেশ)

ক। আবার কোথা যাচ্চ—আমি ওষুধ আনতে গিএছি। এখনও যাওনি বাবা?

ম। ওষুধের টাকা পেলে কোথা?

ক। উমেশ পোদ্দারের হাতে পায়ে ধরে চেয়ে নিএলুম—আর এই দুপুর রোদ্দুরে যাই কোথায়? যাক, একে সন্ধ্যার দিলেই হবে—আর রবিবারের ভেতর আমাদের পাইতাড়ার জমি বিক্রীর বাকী টাকা পঁহুছুবে।

ম। বাবা! তুমি আমার বাবারও অধিক—তুমি না থাকলে আমার কি হত তাই ভাবি। এতদিন এ ঘূর্ণীপাকে কোথায় ভাসিয়ে যেতুম।

ক। যার কেউ নেই তার ভগবান আছে বাবা—মঙ্গলময় নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন—এ দুঃখ তোমার থাকবে না। তুমি অত করে ভেবো না বাবা।

ম। আমি দু'মিনিটের ভেতর আঁসচি—তুমি স্নানটান করগে।

(উভয়ের উত্তর দিক দিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

সারদার বৈঠকখানা।

শম্ভু।

শ। ইচ্ছে করে যে চুলোয় কেউ নেই সেইখানে চলে যাই। এত দুর্ভাবনায় মানুষ বাঁচে? জ্বালাতন করেছে। তাই কি একটা? আজ একধারের চুলগুলো সাদা হচ্চে, কাল কসের দাঁত গুলো নড়চে, কোন কূল রাখি? আমি খুব শক্ত ছেলে তাই এখনও এ ভাঙ্গা ঠাট রাঙ দিয়ে মানিয়ে রেখিছি। ছি ছি এমন কপাল নিয়েও এসেছিলুম। সকাল বেলা বিছেনা থেকে উঠে যে মূর্ত্তি হয়, নিজেকে নিজের ঘেন্না করে। সেই সময় সেই অবস্থায়, যদি কোন দিন সারদার সুমুখে পড়ি—উঃ ভাবলে গা শিউরে ওঠে। তারও দূরে তা হলে ঢাক বেজে যাবে যে আমি বুড়ো। এত কষ্টে এত যত্নে, যা লুকিয়ে আসছিলুম, তা একেবারে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা হবে। সে দিন সারদা সন্ধ্যার পর যে রকম্ খেলবার জন্যে পেড়াপীড়ি করে মনে করুন যত্নে—আর থাকে না। আমি যে সন্ধ্যার পর মোটে চখে দেখ্‌তে পাই না—দূর হোক কাজ নেই—কে কোথাথেকে শুনতে পাবে। আর সে আবাগী মাগীটাই আমার সর্ব্বনাশ করে। বরবার বৃষ্টির মত দাঁত পড়চে, তার

বিয়ের নেই। মুখে আগুন, মাথা যেন ঝুন-ঝুনঝুন্। মারে ভয় নেই, বকুনিতে ভয় নেই, ক্রমাগত চুল পাকাচ্ছে, আর দাঁত পড়ছে—তাইতেই আরও সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। মাগ যেন পিত্তোমুই। মেয়ে মানুষকে গোড়ায় আত্মারা বোঝবার জন্য, আমি যেমন হাড়ে হাড়ে পেলুম এমন আর কেউ পায়নি। একটু যদি প্রাণে ভয় থাকত তা হ'লে কি আমার মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারত?

(সারদা ও উমেশের প্রবেশ)

সা। এই যে শম্ভুচাঁদ! ঘর আলো করে বসেছ—বাহবা! কি চেহারার চটক ভাই। এমন মিশ্ কালো চুল আমি কম দেখিছি। উঃ আমার যদি অমন চেহারা হত, কাটিয়ে দিতুম বাবা।

শ। (সন্তোষে) যাক যাক—তোরই কি কম রূপ রে—আমার বোধ হয় আমার চেয়েও তোর চেহারায় চং বেশী—কি বল উমেশ খুড়ো—

উ। পাগল নাকি—তবে সারদাও কিছু কুচ্ছিত নয়। আর আমি বলি ও রূপ টুপ্ বাজে কথা, সব বয়সে করে, শম্ভুর বয়সে আমাদেরও ঐ ছেল।

শ। আহা হা! যাও উমেশ খুড়ো তুমি বাবা বড় দুষ্টু। একেবারে আমি যেন কচি খোকা, আর তুমি যেন আশী বছরের বুড়ো। আমার চেয়ে তুমি কত বড় হবে গা, জিজ্ঞেস করি। বাস্তবিক আমি ঠিকঠিক করে বলতে পারি, তোমাদের দুজনকে আমি কি চক্ষে দেখি তা বলতে পারি না। যাক! কর্ত্তার কাছে গিছলুম, কি কতকগুলো কাগজ পত্তর নে তিনি আজ ব্যস্ত রয়েছেন, বলে এলুম পরশু সকালে আবার আমি আসব, কতকগুলো কথা আছে। লগ্নের আসতে এখনও তো পাঁচ ছ দিন।

সা। এটী তোমায় কত্তেই হবে শম্ভু। কর্ত্তা তোমায় ভালবাসেন, তোমার কথায় তাঁর বড় বিশ্বাস। এ বিষয়ে আমার তোমার ওপরেই নির্ভর।

শ। তোদের জন্যে তাই আমি সব কত্তে পারি। তোদের দরকার হয় আমার প্রাণ নিস্, আমি তাতেও কুণ্ঠিত নয়।

(ব্রজর প্রবেশ)

ব্র। তোমার প্রাণ নিয়ে, বুড়ো মেরে খুনের দায়ে, কে পড়বে ঠাকুর দা?

শ। (সাগ্রহে) সাক্! এখন তবে আমি চল্লুম।

ব্র। বিলক্ষণ ওকি কথা হল? তুমি একজন প্রাচীন লোক, তোমার সঙ্গে দুটো শাস্ত্রর আলোচনা করব বলে এলুম।

(শম্ভুর প্রস্থানোদ্যোগ, ব্রজ হস্ত ধরিয়া)

আঃ দাঁড়াও কেন গা?

শ। ছেড়ে দিতে বল সাক্! আমি ভদ্দর লোক ও অসুরের সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ী আমার কাজ নয়।

ব্র। বড় সামলেছ দাদু—ভদ্দর লোক না বলে বুড়ো লোক বল্লে, অসাবধানে একটা সত্যি কথা বলে ফেল্‌তে।

শ। তুই অতি ইতর, অতি অসভ্য, ভদ্রলোকের সহিত বেত্তাব তোর নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ছাড় বলছি—

ব্র। বলনা কেন আমি অতিশয় বুড়া, বংশয়োনাস্তি দাঁতনড়া, অতীব চুলপাকা; বালকদিগের সহিত পরিভ্রমণ আমার একান্ত অনুচিত। আমি কি ছাপার অক্ষরে কথা কইতে পারি না দাদু!

শ। তোমার বাড়ীতে আমার এক বেটা ছোটলোক অপমান কচ্চে আর তুমি হাসছ সারদা? বুঝিছি। দেখ বেজা, হাত ছাড় বলছি, রাগলে আমার জ্ঞান থাকবে না। তুই তাল জানিস আমি কে—

র। ও বাবা তা জানি না? খুব জানি তুমি কে। তুমি আমার বাবার জ্যাঠা, আমার ঠাকুর দাদা। (শশুরের হস্ত ছাড়াইবার পুনশ্চেষ্টা) আঃ একি দা! Amateur তামাক খাচ? না বড় বাড়াকে— মাথাটা আমার কাপড়ে ঠেকালে দেখচি—চুলের রঙে আমার খোয়া কাপড় খানা কালি কোরো না দাদা। (জোরে বসাইয়া) দাদু, একটু স্থির হয়ে বস দেখি, তোমার চুলের কলপে কলম ডুবিয়ে একখান চিঠি লিখে ফেলি। আহাহা! ঠাকুরদাদার মাথার চুল যখন কাচা হয় দাদা! তুমি দেখনি, সে যে কি শোভা তা বলতে পারি না। মাথায় যেন কে একখানি দোবরা চিনির আজিম পেতে দেয় এমনি সাদা।

মা। বেজাটা বড় পাগল—আমোদে ভালবাসে—শম্ভু। তুমি পরিহাস বোঝ না? বেজা তোমায় বড় ভালবাসে বলে তোমায় সে একটু রং করে—তুমি তাতে রাগ কর? ছি! তুমি বড় ছেলে-মানুষ।

র। বজ্জ—বয়স বাড়েও না কমেও না, একভাব—সত্তর আশী বছর ঐ রং মেখেই কাটছে। আমার পিতামহ ওঁকে দাদা বলতেন, বাবার হচ্চেন জ্যাঠামশায়, আমার হন ঠাকুরদাদা, আমার ছেলের কে হবেন অভিধান দেখে একদিন স্থির করা আবশ্যক। চার পুরুষ ধরে একাদিক্রমে তোমার সঙ্গে আমাদের প্রণয় চলে আসচে, আর তুমি একটা বার চোক রাঙিয়ে সে সমস্তটা বরবাদ করতে চাও বাবা—

শ। তেরাত্রি কাটবে না—আমার মনে যেমন জ্বালা দিচ্চ—।

র। (ব্যঙ্গস্বরে) আমার অবলা পেয়ে যেমন নাকেহাল করচ—মা যদি মর্তে থাকেন—

জ। বাবা! এক গাছা বেত নিএস—নিএসে আমায় যা কতক তার বাড়ী দাও—দিয়ে দুটো কাণ মল—শেষে আমার বাপান্ত করে চলে যাও। '

তি। মহাভারত—মহাভারত!! কার সঙ্গে কি কথা কন? আমি আপনার চাকর—

জ। আমি ত তাই ভাবতুম গো—কিন্তু কথাবার্ত্তা কইছ যেন আমার শ্বশুর কি আসশ্বশুর যে বাবা। দিতে হবে, দেওয়া চাই, এ কি চাওয়া না হুকুম করা?

তি। আজ্ঞে বাবার ব্যাম, নইলে ছুটি চাইতুম না। এটুকু অনুগ্রহ আপনাকে কত্তেই হবে।

জ। অমনি ভোঁ করে একটা 'অনুগ্রহ' ঢুকিয়ে ফেল্লে, বলিহারি! তোমার বয়স হল ৬৫, তোমার বাবা—তার আবার ব্যাম কি বাবা—সে ত মরেই রয়েছে। আগে তোমার মত গুণধর ছেলেকে নিয়ে ভুগেছে, এখন বয়সে ভুগছে, কবেই বা সে সুখে ছেল বল? তার ত মলেই ভাল।

তি। না মশায়, সকাল বেলা আর অনর্থক কতকগুলো গালাগাল দেবেন না। যাই, আমি খাতাটা সারি গে—

জ। না না, বোঝাও না। যে দিন থেকে তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছ সে দিন থেকেই ত সে মরণ প্রার্থনা কচ্চে। তা এত দিন য হোক কুঁতিয়ে কাঁতিয়ে লেগে পড়ে থেকে বেচারা মরণটিকে হাত করবার জোগাড় করেছে, একটু সুখে মরুকই না কেন। কেন আর এ সময়টা তুমি গিয়ে তাকে হাড়ে নাড়ে জ্বালাবে বাবা?

তি। বেশ মশায়! আপনার যুক্তিকে ধন্যি। টাকা ৫০০৲ অই মেজের ওপর রইল, ভুলে ফেলে রেখে যাবেন না। (তিনকড়ির প্রস্থান।

(মণীন্দ্রের প্রবেশ)

জ। কোথেকে আসচেন আপনি ?

ম। (হাসিয়া) কোলকেথেকেই—

জ। কার কাছে প্রয়োজন ?

ম। আপনার কাছে—

জ। আমি এখন ব্যস্ত আছি—সময়ান্তরে আসবেন।

ম। (চৌকিতে বসিয়া) যে আজ্ঞে, তবে চল্লেম।

জ। তিনকড়ে! (তিনকড়ির প্রবেশ)

তি। আজ্ঞে—

জ। এই বাবুটীর গলা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নেবাও—নে গিয়ে আমার বাড়ীর বার করে ছেড়ে দিয়ে এস।

ম। ও কি পারবে ?

তি। মণিবাবু যে—অনেক কালের পর মশায়! আমাদের কি একেবারে এমনি করে ভুলে যেতেই হয়। কতক্ষণ আসা হল ?

ম। এই আসচি, ভাল আছ তিনকড়ি ?

তি। আজ্ঞে হাঁ, আপনি কেমন আছেন ?

জ। আমোলো, ও কেমন আছে না আছে তোর বাবার কি ? ওকে বল্লুম গলাধাক্কা দে বার করে দিতে, ও ওর সঙ্গে একেবারে এক সুমুদ্দুর কুটুম্বিতে সুরু করে। দূর হ !

তি। কত কাল বাদে আজ মণি বাবু এয়েছেন মশায় !

জ। একেবারে কৃতার্থ হলে যে, মণিবাবু প্রায় তোমার শ্বশুর যে, তোমায় দেখতে এসেছেন—

তি। আপনারা থাকতে আমার শ্বশুরেরও অভাব নেই, শাশুড়ীরও অভাব নেই।

জ (মণির প্রতি) তা ও জোব্বা জুব্বিগুলো খুলে ফেল হে। (তিনকড়ির প্রতি) তোমার শ্বশুর মশায়কে একটু তামাক খাওয়াও।

তি। আনি।

(তিনকড়ির প্রস্থান)

ম। তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ দরকার আছে ভাই—

জ তা কি বুঝিনি? মহা ইতর লোক তুমি, বিনি দরকারে কি তুমি পথ চল? আবার বলা হয় প্রতাপাদিত্যের বংশ—মুখে আগুণ!

ম। তা বংতে পার বটে—অনেক দিন তো র এখানে আসি নি দেখ সত্যি—সময় পাই না।

আগে ত ২৪ ঘণ্টা এখানে পড়ে থাকবার সময় পেতে। কদিনের ভেতর• একেবারে কি কেষ্টদাস পাল হয়ে পড়লে, যে সময় হয় না?

ম। দেখ, তখন আর এখনে ঢের তফাত। তখনকার তখন আর এখনকার এখনে স্বর্গ মর্ত্ত তফাত। ভাব দেখি যখন ইস্কুলে পড়তুম, সে কি দিন গিয়েছে। ভাবনা, চিন্তা, তখন কোন দেশে থাকত জানতুম কি? না, হাসা, খেলা করা, ফুল তোলা, ভাল বাসা, এ সব ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু কখন কত্তে হবে, ভেবে ছিলুম? তখন রেতে ঘুমুতে হত বলে কাতর হতুম; আনন্দ মন্ডীর কতকটা ভগ্নাংশ অজ্ঞান অবস্থায় কাটিবে কেন? প্রভাতে, প্রভাত বায়ুর স্পর্শে, পাখীদের সঙ্গে একত্রে জেগে উঠতুম, নবীন প্রাণে অপরিমেয় সন্তোষের চক্ষে পৃথিবীর পানে চাইতুম, করুণাময়ী প্রকৃতির স্নেহের যেন পরিমাণ কত্তে না পেরে প্রাণের আবেগে

তাঁর কোলে ছুটোছুটী করে বেড়াতুম। এখন রজনীতে শান্তির আশা করি, নিদ্রায় সংসার সমর-ক্লান্তির ক্ষণিক বিরাম সম্ভব, কল্পনা করি। তখনকার জীবন এখনকার স্বপ্ন, এখনকার জীবন ছিল তখনকার স্বপ্নাতীত।

(তিনকড়ির তামাক লইয়া প্রবেশ)

ক। তিনকড়ে! সেই আগেকার মত ধরেছিল বাবা—যেই তুই বেরুলি, অম্নি সেই "পাখী সব করে রব" সুরু করে। আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলুম, আর তুই কতক্ষণে আসিস ভাবছিলুম। (মণির প্রতি) তা এখনও কবিতে টবিতে লেখা চলচে?

ম। (তামাক খাইতে খাইতে) তুমি পাগল, প্রাণে কি আর কবিতা আছে, না কোমলতা আছে দাদা? প্রাণ এখন ঝামা হয়ে গেছে, রোদ জল খেয়ে ঝামা হয়ে দাঁড়িয়েছে, as hard as steel, আর তাতে দাগ বসে না। তখনকার প্রাণ কি আর আছে—সে মরে গিয়েছে।

ক। তা এখনকার প্রাণ কি তার ভূত হয়ে রয়েছে?

ম। কথাটা নেহাত মন্দ বলনি—প্রায় তাই।

ক। সে আজ প্রায় ছ'সাত বছরের কথা হল। একদিন দুপুর বেলা কি কাজে ওদের উদিকে গিয়েছিলুম। বোশেখ কি জষ্টিমাস, বুঝলি তিনকড়ে! বিস্তর ঘুরিছি, ফিরে আসবার সময় মনে করুম এদিকে এসেছি ত একবার মণির সঙ্গে দেখা করে যাই। ওর বাড়ীতে যেতে ও ত মহাখুসী। বল্লে, তুমি এয়েছ তোমাকে আর কি দিয়ে সন্তোষ করব, তা আমি এইমাত্র একটা কবিতে লিখিছি সেইটে তোমায় পড়ে শোনাই এস। আমার একে ত ঘাম হচ্ছিল, ঐ শুনে

বাবা! ভয়ে যেন সরদী-গর্ম্মির মত হল; আমি বিনয় করে বল্লুম ভাই! তোমার ও কবিতে খুব ভাল জিনিস সন্দেহ কি, কিন্তু আমার বোধ হয় একটু বরফ হলে এখন আরও ভাল হয়; তাই যদি আনাও। ঐ শুনে মুখটা যে কি কল্লে তা আর কি বলব তোকে, আমার গরু কি গাধা যাহোক একটা ভেবে বরফ ত আনালে, আমি সেই একটু বরফ জল না খেয়ে দৌড়। রাস্তার লোকগুলো সব আমার দিকে চেয়ে হাঁ করে থাকে—একটা বুড়ো মিনসে দৌড়ুচ্চে আমি কি তাদের ভ্রুক্ষেপ করি, একবার করে পেছু পানে চাই আর দৌড়ুই, আমার বোধ হতে লাগল, ওও যেন আমার পেছু পেছু সেই কবিতে নিয়ে দৌড়ে আসচে, পড়ে শোনাবে।

ম। দেখ তুমি মহাপাপী মিথ্যাবাদী, এত মিথ্যা কথা জান।

জ। ও বাবা! আবার তিনকড়ে ব্যাটার কথা শোন, বলছে মশায়! এখনও চুল ফেরাবার ঢংটা দেখছেন!

তি। আবার আমার পেছনে লাগলেন? আমি চল্লুম মশায়!

(তিনকড়ির প্রস্থান)

জ। তোমার ছেলে এখন কেমন আছে হে? আর শুনেছ, তুমি আমার ভাগ্নী-জামাই হও। প্রকৃত কথা বলছি, আমি এই মাস ছয়েক হল শুনিছি, অন্নদা বাবু তোমার শ্বশুর, আমার এক জ্ঞাতি ভগ্নীকে বিবাহ কর্ত্তেন, তাঁরই কন্যাকে তুমি বিবাহ কর।

ম। চেপে যাও দাদা! শ্বশুর আমার ওপরে বড় সদয় নন—একবার মত্তে মলে উদ্দেশ নেন না। তুমি সেই Categoryর ভেতর পড়ে আবার সেই রকম হয়ে দাঁড়াবে?

জ। সে এক অদ্ভুত লোক শুনিছি। কারও সঙ্গে ত প্রথম কথাই কয় না। নিজে যা বোঝে তাই বোঝ। ছেলেটা বড় ভোগাচ্চে, অ্যাঁ?

ম। সে কথা আর বোলো না। ধনে প্রাণে গেলুম—গেলুম কি, গেছি। তা যাক তার ত আর চারা নেই, এখন হাড় ক'খানা পাই ত বেঁচে যাই।

ক। কিসে চলছে এখন ?

ম। তুমি পাওনাদার তোমাকে তা বলতে ভয় করে। চলছে বিক্রীতে —তাও বিক্রীর list প্রায় সাবাড় হয়ে এল। আর আমার পৈতৃক ছেলই বা কি ? জান ত।

ক। তা যা ছেল এর মধ্যে সব গেল ?

ম। ছেলের দরুণ—আমার সর্ব্বনাশ কল্লে আঁটকুড়ির বাটা জন্মেছিল।

ক। দোষ ছেলের নয়, দোষ তোমার। ছেলের ব্যাম কার না হয়, তা বলে তোমার মত বড়মানষী কান। ব্যাম হয়েছে, একজন সাধাসিধে ডাক্তার ডাক, তার হাতে রাখ, নেওত থাকে বাঁচবে। তা নয় প্রতি হাতে L. L. D., E. F. G. দের ডাকলে টাকা খরচ হবেনা ত কি জমবে ? বড়লোকদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁদের ছোট ডাক্তার যেন ডাকবার জো নেই, লোকে দেখলে ভাববে অত বড় বড়মানষের বাড়ী হলে কি হয়, ব্যায়রাম কিন্তু বড় হয় না, তা হলে কি ঐ টুকু টুকু ডাক্তার আসে ? আমরা সামান্য লোক, কাযেই আমাদের ব্যায়রাম, জ্বরটা, আমাশাটা, পাঁচড়াটা, ফোড়াটা, বস্ ! এখন বড়মানের রাজবাড়ীতে কি এসব ব্যায়রাম ভাল দেখাবে ? সেখানে প্লুরিসির, Carbuncle, Albumenoria ইত্যাদি—সেখানকার যা। এখন-যদি হঠাৎ সেখানে জ্বরটা জাড়ীটা কারও হয়, ডাক্তার আনতে হয় বড় ; পাছে লোকে টের পায় রাজবাড়ীতে জ্বরও হয়ে থাকে।

ম। ধন্যি তোমার Philosophy !

জ। তোমার সে দিন সেই বামুনটি এসেছিলেন, তার ঠেন তোমাদের ব সব শুনলুম ; মাতামোর দোরে ত তোমার ঢোকবার জো নাই— বে করে সে পথ খুইয়েছ।

ম। ৬।৭ বছর যাইনি। একবার আজকালের ভেতর সেখানে বেড়িয়ে আসব ভাবছি।

জ। অন্নদার মেয়েটী কেমন—তোমার wife ? সে যখন খুব ছোট মানুষ তখন একবার আমাদের বাড়ীতে এসেছিল, তা আমার মনে পড়ে না।

ম। সে এক অদ্ভুত জীব—as unimpressionable as a statue কথা কারও সঙ্গে কখন কয় না। তুমি হাজার কথা কও জবাবটা এক ঘাড় নেড়ে সারবার চেষ্টা করবে, নেহাত তাতে না হয় ত 'হাঁ' কি 'না'। পৃথিবীতে প্রলয় হোক তার কিছু এসে যায় না। তবে অভিমানটুকু আছে আঠার আনা। একটী কড়া কথা বল্লেই চক্ষের জলের Pacific Ocean—সুতরাং unimpressionable একেবারে বলি কি করে। কখনও কখনও বড় বিরক্ত বোধ হয়। আবার কখনও ভাবি তার উপর মিছে বিরক্ত হওয়া। আর হয় কি জান, wife হলেও একটু demonstrative হওয়া চাই, অত icy cool নে ঘর চলে না, তবে as artless as a child। আর পিসী ঠাকরুণের hotness এর দরুণ এর coolness তত feel কর্ত্তে হয় না, সেই যা বল। যার জন্যে আমার বাড়ীতে কাক চিল বসবার জো নেই, ২৪ ঘণ্টা কিচ-কিচ-কিচ। যত রাগ আমার পরিবারের ওপর, অথচ সে কথাটীও কয় না, কথা কইতে সে ত জানেই না।

জ। তা হলে তোমার পিসি তার ওপর অতটা চটা কেন ? তোমার

কথা শুনে ত বুঝচি তার ওপর্ কারুরই রাগ হওয়া সম্ভব নয়।

ম। অকারণ-দ্বেষ! আর খানিকটা বোধ হয় পাড়ায় লোকে আমার পরিবারকে সুখ্যাতি করে বলে, আর খানিকটা আমি এদের ভালবাসি। পরশু দিন থেকে আগুন জ্বলে আছে। বেরালে দুধ খেয়ে গেছে তাঁর চক্ষের ওপর থেকে, পাঁচ আবাগীরা তা দেখেনি কেন, এই রাগ। এ তিন দিন দিনরাত বাড়ীতে টেঁকবার জো নেই, গোরা বাজনা বাজ্‌চে। তোমায় বলব কি জগদীশ! আমার চতুর্দ্দিকে সুখ। সুখের সমুদ্রে, ফুলের তরণীতে, স্বর্গের সমীরণে, আমি ভাসচি। যাক্, তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি।

জ। কি বল দিকি।

ম। আর একটা মাস দয়া করে তোমায় অপেক্ষা কর্‌তে হবে। পরের মাসে মায় সুদ আমি তোমার ৫০০৲ টাকা পরিশোধ করব। ও বাবা! টাকার কথা হতেই তুমি যে মুখখানা একেবারে ভয়ানক গম্ভীর করে ফেল্লে দাদা!

জ। ও যে বড় শক্ত ব্যাপার, ওত আর হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। ইহকাল, পরকাল, ধর্ম্ম, মোক্ষ, সব টাকার আয়ত্ত যে ভাই! আর আমরা ব্যবসা করে খাই—টাকাটা বদ্ধ হয়ে থাক্‌লে আমাদের চলে না। দেখ দেখি, এ নোট খানা কতদিনের হল?

ম। (নোট দেখিয়া) যতদিনেরই হোক, আর একটা মাস আমায় মাপ কত্তেই হবে, তোমার দুটো হাতে ধরে বলছি।

জ। অই যে বল্লুম, টাকা ছাড়া আর সব কথা রাখতে পারি দাদা। আমাকে বিশেষ ছোটলোক ভাবছ বুঝতে পাচ্ছি, কি করব বল,

আর এক হপ্তা বড় জোর অপেক্ষা করব, তার বেশী নয়, তার পর আমায় আদালতে যেতে হবে। তোমার কি, তুমি পালিয়ে থাক্‌বে, সুমুখে না পড়লেও ত চক্ষুলজ্জা নেই।

ম। চক্ষুলজ্জার ভয়ে পালিয়ে থাক্‌তে হয় বটে, কি করব বল– তা আদালতে গেলেও ত তোমার টাকা আদায় হতে এক মাস লাগবে— নালিশ কল্লেই কোন সেই দিন আদালত তোমায় টাকা আদায় করে দেবে?

জ। তবু কাযটা এগিয়ে থাক্‌বে! তুমি ত এক মাস আজ বলে গেলে, তারপর ছ মাস আর দেখা দেবে না। আমার তোমার কথা মত একমাস দেখে নালিশ কর্ত্তে হলে, টাকাটা ঘরে আসতে আরও একমাস দেরী হয়ে পড়বে, কেন তা হয়?

ম। ওর ওপর আর কি বলব? টাকাটা এত চিনেছ জগদীশ!

জ। কেন চিনব না? কে না চেনে? সবাই ত রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশ নয়!

ম। বংশের নাড়া দেওয়াটা বড় রুচি-সঙ্গত হল না। নয় তোমার নিকটে ঋণীই আছি, তা বলে কি তুমি আমায় নীচ-প্রকৃতি ভাব?

জ। (দাঁড়াইয়া) হাঁ ভাবি—নিশ্চয় ভাবি। (নোট ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে) এই ব্যাপারের জন্য যে আমার কাছে আসে না, শৈশব যৌবনের অচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব যে এর জন্যে ভুলতে পারে, তারে কেমন করে উচ্চ-প্রকৃতি ভাবব? রাস্কেল! আমার কি টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা—সুদ খাওয়া কি আমার পেশা? যে তুমি তোমার লোক পাঠিয়ে আমায় অপমান কর। আমার কি আর কোন কায নেই, যে তোমার কাছে আমার পাঁচশো টাকা পড়ে আছে তাই আমি দিন রাত্তির মনে করে বসে আছি? তাই তোমার লোক, তুমি,

দিনরাত্তির আমায় সেই কথাটা মনে করে দিতে আস, যাতে দিন-রাত্তির আমি তোমাদের ঐ ধ্যানেই থাকি। সেই টাকা কটার জন্যে আমি আদালতে গিয়ে তোমার নামে নালিশ করব ভেবে তুমি আজ আমার হাত ধরতে এসেছ—নীচ-প্রকৃতি তুমি নয়,আমি? ধিক তোমায়! সংসারে ঢুকে অনেকে নষ্ট হয়, কিন্তু এত নীচ তোমার মত নষ্ট হতে কাকেও দেখিনি। তুমি আমাদের ক্লাসে আদর্শ ছেলে ছিলে—তোমার মন, তোমার প্রাণ, তোমার চালচলন, আমরা অনুকরণ কত্তে পারে আপনাদের ধন্য ভাবতুম—একি সেই তুমি? ধিক তোমায়!! আর কি বলব। অর্থে লোকের প্রাণকে সঙ্কুচিত করে জানি, কিন্তু আজ জানচি অর্থের অনাটন লোককে একেবারে অপদার্থ করে, তার উজ্জ্বল প্রমাণ তুমি।

জ। জগদীশ। আমায় মাপ কর—আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমাকে জেনেও তোমায় সন্দেহ করেছিলুম। কিছু মনে কোরো না—হীনাবস্থায় আমি হীন-প্রকৃতি হয়েছি বটে।

জ। কই এতদিন যে ছেলেটা ভুগছে তার দরুণ ত একদিন লোক পাঠাওনি? একদিন ত আমায় ডেকে পরামর্শ করবার দরকার ভাবনি? যে তুমি আমার বাড়ীতে বই থাকতে না, আমার সঙ্গে বই বেড়াতে না, যে দিন থেকে টাকা কটা নিয়েছ আর তোমার চুলের টিকি দেখবার জো নেই। ছিঃ! শেষ নালিশের ভয়ে আমার হাতে ধরতে এসেছ—তাও লোক পাঠিয়ে সারবার চেষ্টায় ছেলে, যখন তাতে হল না, তখন নিজে। মণি! ধিক তোমায়! তোমার কাছে থেকে আমি যদি টাকা নিই, তা হলে আমায় টাকা ধার করেছি ভাবতে হবে। যখন টাকা নিয়ে

জোর করে তুমি Hand-note লেখ, তখনই আমি হেসেছিলুম—বুঝেছিলুম তুমি অধঃপাতে গেছ।

ম। (নিরুত্তর)

জ। তুমি খবর না দিলেও, তুমি খবর না নিলেও আমি সব খবর তোমার রাখি। (বিলম্বে) চল বাড়ীর ভেতর চল, মা তোমায় দেখবার জন্যে পাগল। আর দেখ, ঐ টেবিলের ওপর টাকা কটা তিনকড়ে রেখে গেছে, নে যাও; আমার নাম করে কমলাকান্ত ঠাকুরকে দিও, বোলো আমার প্রণামী, সে দিন আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। ব্রাহ্মণ সাঁচা লোক, খাঁটী আকর।

ম। আমায় মাপ কর দাদা। টাকার কোন কথা আর আমার সঙ্গে পেড়ো না, তা হলে আমি ম'লুম। আমাকে সামলাবার একটু সময় দাও—

জ। আচ্ছা আমি এখন নিচ্ছি, যাবার সময় তুমি নে যাবে। এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম দৃশ্য।

তারক বাবুর শয়ন-গৃহ।

তারক বাবু, সারদা, নব।

তা। আমরা যা ভেবেছিলুম তা নয়—কবিরাজ বল্লেন এ ব্যাধির অপেক্ষা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আর নাই। এর উৎপত্তি অন্তঃকরণে—ঐ যে বেদনা ধরা, ঐ সর্ব্বনাশের মূল, ঐ বেদনাতেই আমার মৃত্যু হবে। আরোগ্য এ যাত্রা আমার অদৃষ্টে নাই, তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলেম। তবে তিনি একটা ঔষধ দিয়ে গেলেন, বেদনা ধরবা মাত্র ঐ ঔষধ এক কাঁচ্চা পরিমাণে সেবনীয়। যেই বেদনা ধরবে, তৎক্ষণাৎ ঐ ঔষধ প্রয়োগ করা চাই, অন্যথা তৎক্ষণাৎ মৃত্যু সম্ভব। নবই আমার কাছে ২৪ ঘণ্টা থাকে, ওকে ত বলে রেখেইছি, আর তুমিও কচিৎ কখন আমার নিকটে থাক, তাই তোমাকেও বলে রাখলেম। ঐ সুমুখের দেরাজটা খুলে, ওর ওপর তাকে ঔষধের বোতল আছে, বার কর দেখি।

সা। (ঔষধের বোতল লইয়া) এই ত ?

তা। হাঁ, বেদনা ধরলে আমার বাক্‌রোধ হয় জান ? ধর এই তোমাতে আমাতে কথা কইতে কইতে আমার বেদনা ধরল, আর আমি মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারব না। তোমার অবিলম্বে ঐ ঔষধ

কাঁচ্চা পরিমাণ আমায় সেবন করান চাই—মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হলে আমার মৃত্যু সম্ভব ; কবিরাজের মতে মৃত্যু সম্ভব নয়, অবধারিত। যে কটাদিন রাখলেন, এতটা পরিমাণে তোমাদের অধীন করেই ভগবান আমায় রাখলেন। তোমাদের হাতেই আমার প্রাণ রইল। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—

সা। খাবার দাবার বিষয়ে কোন রকম সাবধান হতে বল্লেন কি ?

তা। কিছু না, ও সমস্ত বিষয়ে সাবধানতা নিষ্প্রয়োজন। তবে এক মহা সাবধানতার কথা বলে গেলেন, কোন প্রকারেই কোন বিবাদ বিসম্বাদে, কোন বাদানুবাদে, যে কোন কারণেই হোক, অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য, বা শোণিতের উষ্ণতা, না জন্মে। তা হলে বেদনা ত ধরবেই, অধিকন্তু বেদনার সবিশেষ উগ্রতা সম্ভব। নবা ! তুই একবার পুরুত মহাশয়কে আমার কাছে ডেকে নে আয়, ঠাকুর পূজায় কদিন বেবন্দোবস্ত হচ্ছে কেন, জান তুমি সারদাপ্রসাদ ?

(নবর প্রস্থান)

সা। আজ্ঞে—আমি ত বল্‌তে পাল্লেম না।

তা। বল্‌তে পারবে কে—মাজের গাঁর নফর পোদ্দার ? উপযুক্ত হয়েছ, যদি সংসারের কোন খবরই রাখবে না, তবে সংসারে থাকারই বা প্রয়োজন কি ? হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—

সা। আজ কালের ভেতর মণি এখানে আসবে বোধ হয়।

তা। কে মণি ?

সা। আমাদের মণীন্দ্র—

তা। কেন ?

সা। বলতে পারি না। আমাকে চিঠি লিখেছে, অনেক দিন আমাদের দেখেনি, দেখ্‌তে আসবে। কিন্তু মূলে তা নয়, আমি শুনেছি—

তা। কি শুনেছ ?

সা। শুনিছি আজ কাল কল্‌কেতায়, অর্থাৎ কল্‌কেতায় যে রকম এখন, অর্থাৎ তার মতলব বা, অর্থাৎ, তার এখন ছেলে পুলে হওয়ার রকম—

তা। অর্থাৎ, আমি দুল বুঝলেম সারদাপ্রসাদ শাখামৃগের ভাবা আবার তার মনুষ্যের ছর্বোধ্য—অর্থাৎ, যদি পরিষ্কার করে সাদা কথায় কি বল্‌তে যাচ্ছ বল্‌তে পার ত বল, নচেৎ আমাকে রেহাই দাও। অর্থাৎ, তোমার আর ও গোল গোল বড় বড় কথায় দরকার নেই।

সা। অর্থাৎ,

তা। কের ?

সা। অর্থাৎ, সে এখন ষাঁড়ে মদে উন্মত্ত হয়েছে কিনা—বা যৎকিঞ্চিৎ ছেল সব ত ফুঁকে গেছে—দেনায় মাথা বিক্রী, ছেলে পুলে হয়েছে, সংসার চলেনা, আর ধারও মেলে না, কাজেই এখন এখান থেকে কিছু গাঁফা দেবার মৎলব। অর্থাৎ, তজ্জন্যই আপনিকার নিকট আগমন, অথবা অনুসন্ধান—

তা। ওঃ, শেষটা একেবারে মুগ্ধবোধ হয়ে পড়ল যে। আচ্ছা যাও—

সা। যে আজ্ঞে।

তা। ও পাড়ার শম্ভু বাবুকে একবার বলে পাঠিও আমার কাছে আস্‌তে। সে দিন আমায় কি বলবার জন্য এসেছিলেন শুন্‌তে পারিনি, অবকাশ ছিল না।

সা। যে আজ্ঞা।　　(প্রস্থান)

তা। একবার ঠাকুর বাড়ীর দিকে যাই, দেখি পুরুত মশায় এলেন কি না। হরিবোল, হরিবোল, নারায়ণ হে!　　(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলাকান্ত ও মণি।

ক। তবে আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে ?

ম। কাজেই। কিন্তু এখনও আমার মন নিচ্ছে না। অন্যায় কাজ—ছিছি !

ক। ও সব ভাববেন না। দুর্গা বলে যান। তার পর মার মনে যা আছে, ঘটবে। ভাল মন্দ তাঁর হাত। আর তাঁদের দেখ্‌তে যাচ্ছেন, অনেক দিন দেখেননি, এর ভেতর অন্যায়ই বা কি, ছিছিই বা কি ?

ম। দেখতে যাচ্ছি কি কি জন্যে যাচ্ছি, তা ত জানি। মনের অগোচর ত পাপ নেই।

ক। মনে কি আছে তা ত আর বাইরের লোক দেখ্‌তে আসছে না।

ম। বাইরেরই লোকের ধার ধারি কি কমল ? তারা একটু হাসলেই কি, একটু কাঁদলেই কি ? হীনতা ত আপনার মনের কাছে, লজ্জা ত আপনার মনের কাছে। পরের হাসি, পরের বিদ্রূপ সয়, মনের তাচ্ছিল্য, মনের হাসি, যে দুঃসহ। হায় হায় ! সংসারে দরিদ্রের এত কষ্ট ? কই মাতামহ ত একদিন ডাকলেন না ? এতদিনের ভেতর কই তাঁর ত একদিন আমায় দেখবার ইচ্ছে হল না ? তাড়াবার পর রইলুম কি গেলুম, এই সাত আট বৎসর কই একবার কি তিনি সন্ধান করেছিলেন ? যতটা ডাকাডাকি; যতটা কুটুম্বিতে, আমার ঘাড়ে বটে ? আমি দরিদ্র, তিনি ধনী। ভাবলে বিষ খেতে ইচ্ছে করে। কেবল মধুর জন্যে, কেবল মধুর জন্যে, কমল ! কেবল মধুর জন্যে, আমি গেলুম। আমার বড় অহঙ্কার, বড় অভিমান

ছিল—আমার সমস্ত সবাই ছিল। আমার অভিমান, অহ-ঙ্কার—আমি নির্ভীক হৃদয়ে সংসারে প্রবেশ করেছিলাম, জানতেম হীনতা আমাতে অসাধ্য, অসম্ভব, আমি নির্জীবন হবার পূর্ব্বে নিরহঙ্কার হতে পার্ব্ব না। কি দুর্দ্দম শত্রু সংসার! স্ত্রী পুত্র কি বিষম শত্রু! সে সব আমার কোথায় গেল? জলের তোড়ে কুটোর মত সে সব আমার কোথায় গেল? আমি কি হয়ে গেলুম? নীচতায় ভ্রূক্ষেপ করি না, হীনতা গণনা করি না, স্বার্থের দাস—অধোগমনে আমা অপেক্ষা সাহসী বীর কজন আছে? স্বার্থের জন্য তোমার বুকেও ছুরী মারতে পারি, তুমি তা জান? অর্থের জন্য, শৃগাল কুক্কুরের মত যে দূর করে দিয়েছে, তার কাছে আত্মীয়তা কত্তে যাচ্ছি। যদি কিছু ভিক্ষা পাই—পদাঘাতে কুণ্ঠিত নই, যদি ভিক্ষা পাই। হা অর্থ!! হা সংসার!!

ক। ভেবো না বাবা ভেবো না। মা সুদিন দিলে আবার তোমার দোরে হাতি বাঁধা হবে, তুমি দেখো। যখন যেমন তখন তেমন কত্তে হয়।

দ। যেতে দাও, আমার সব কথা তুমি বোঝো না। পাইতাড়ার বিষয় বিক্রীর কি হল? কাল চিঠি পাবার কথা ছিল না?

ক। পেয়েছি। বড় জোর পনর দিন। সব ঠিক হয়েছে, হতে কত্তে আর ১৫টা দিন। তা আর ছাড়াবে না। তার ভেতরই তুমি টাকা পাবে।

দ। টাকা পেলেই আগে জগদীশের টাকা শোধ করা চাই। বড় উঁচু লোক, বড় জাতি। ৫০০৲ টাকার খত খানা টুকরো টুকরো করে আমার মুখে ছিঁড়ে ফেলে। আবার ৫০০৲ টাকা দিতে চায়।

ক। বল কি ?

য। হাঁ, এখনও টাকায় আমাকে বিশ্বাস করে এমন লোক আছে। মঙ্গল হোক। কি আর বলব সে রাজা লোক অমন লোকের ঋণ কিন্তু আমি রাখতে পার্ব্ব না, কমল। পাই-ভাড়ার টাকা এলেই আগে জগদীশের টাকা দেওয়া চাই।

ক। তার পর ? মাড়োয়ারী শিবদাস আগরওয়ালা, হরিশ মুকুন্দ ছিদাম কলু, উমেশে বেনে, ওদের উপায় কি ? ওদের ওই টাল দেখিয়ে রেখেছি যে। তারা ত আর থামে না বিশেষ শিবদাস আগরওয়ালা ব্যাটা পিচেশ।

য। চুলোয় যাক্। ছারপোকার বেন আর আমার মহাজন, পশ্চি আসবে না। আগে জগদীশের টাকা দেওয়া চাই।

ক। সে যাহোক হবে এখন, এখন তা ভেবে তুমি মাথা বকিও না মা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল করুন,যাতে যাচ্ছ তা সফল হোক। ফিরতে

য। অঙ্গ দিন বড় জোর। মনুকে দেখো। ডাক্তারকে রোজ খবর দিও। হাতে যৎকিঞ্চিৎ আছে ত, তাতেই কোন রকমে চালিও

ক। সে ভার আমার—তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বেরোও, কোন চি নাই। আমি একবার রাস্তায় যাব।

য। যাও। যাবার আগে একটীবার দেখা কোরো, যদি আর কিছু বলবার থাকে।

ক। আচ্ছা। [প্রস্থান]

য। ও ঘরে কে, কিশোরী ?

কি। কেন ? (কিশোরীর প্রবেশ)

য। এই যান হল নাকি ?

কি। হাঁ—

ম। স্নানের পর তোমায় বড় সুন্দর দেখায়। প্রভাতের শিশির-সিক্ত পদ্মফুলের মত দলে দলে তুমি যেন বিকশিত হয়ে ওঠ। এক-বার আমার কাছে এস না ভাই! তোমার মুখখানি ভাল করে দেখি। (কিশোরীর নিকটস্থ হইয়া) আমি গরীব? তুমি আমার—আমি গরীব? সাত রাজার ধন আমার ঘরে, আমি তার অধিপতি, আমি গরীব? এতটা খাঁটী সোনা আর কার ঘর আলো করে আছে? যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন—আমারও তেমি কিছু নেই—ধন নেই, মান নেই, সুখ নেই, শক্তি নেই, কেবল তুমি আছ—সব না থাকার ক্ষতি পূরিয়েও তুমি আমার অচেল হয়ে আছ। দুঃখে শোকে শান্তি, আক্ষেপে আত্মীয়, খেদে বিস্মৃতি, অভিমানে অশ্রুজল, বিপদে বন্ধু, অনাটনে লক্ষ্মী, সুখে সন্তোষ, একাই তুমি আমার অগণ্য। এ পাঁকের অন্ধকার সংসারে সহস্র দল বিস্তার করে আলো করে আছ তুমি, কি পুণ্যে আমার?

কি। আজকেই যাবে কি?

ম। যাব, যেতেই হবে।

কি কাল আসবে?

ম। কাল হবে না, পরশু সন্ধ্যা নাগাত যদি পারি।

কি। প-র-শু?

ম। তোমায় ছেড়ে যেতে মন চায় না—কখন তোমায় রেখে কোথাও যাইনি, কি করি—

কি। কাল এস।

ম। চেষ্টা করব—কাল আসা কিন্তু সম্ভব নয়। সাবধানে থেকো—পিসী যদি ঝগড়া ঝাটী করে, আমার মাথা খাও কেঁদো কেটো

আমি তোমায় আর কি বলব বল বাবা! ভগবান বিচার করবেন।

(প্রস্থান)

ম। সমাজ বলেন, শাস্ত্র বলেন, গুরুজনকে মান্য কর। কিন্তু এক এক জন পাহাড়ে গুরুজনকে মান্য করে ওঠা কি দুরূহ, তা' যে আমার পিসিকে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। এই অগ্নির কবলে সে কোমল কুসুম কতদিন বাঁচবে? এত দিন বেঁচেছে, তাই আশ্চর্য্য!!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

তারক বাবুর কক্ষ।

তারক বাবু ও শম্ভু।

তা। সে দিন বলছিলে কথা আছে—কথাটা কি গা শম্ভু বাবু! বল না?

শ। (উপবেশনান্তে) বিশেষ কিছু নয়—মণির ব্যাপার। মণি বড় বিগড়েছে শুনলুম।

তা। কোথেকে শুনলে?

শ। এই সাঙ্গ বলছিল, আর আমিও জানি। আর আমরা কি জানেন আজকালকার ছোকরালোক, আমাদের কাছে কি ও সব থাকবার যো আছে, কি বলেন?

তা। হুঁ, তা ত বটেই। তবে আমার বাড়ীর বাইরে কে বেগড়াল

না বেগড়াল, তাতে কি আসে যায় গো? বাড়ীর ভেতর যে বড় বেয়াড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার কথা কি? সেই কথা বলবার জন্যেই তোমায় ডেকেছিলুম। আমাদের সারদাবাবু নাকি আজকাল রোজ টান্‌ছেন?

শ। আমি টানি, সারু নয়। আমি রোজ বিকেলবেলা গায়ে খুব ধূলো কাদা মাখি কি না, ডন কসি, আর এক এক দিন গায়ে কত জোর হ'ল দেখ্‌বার জন্যে, বোসেদের বড় রথখানা টেনে দেখি, নাড়তে পারি কি না। সারুকে দু' এক দিন টান্‌তে বলেছিলুম, সে ত টানে নি।

তা। হুঁ; শম্ভু বাবুর কত বয়েস হল গো?

শ। (স্বগত) দূর হোক্‌গে, কোত্থেকে কিসের কথা পাড়লে দেখ। (প্রকাশ্যে) কি বল্‌ছেন?

তা। বলি তোমার বয়স কত হলো শম্ভু বাবু!

শ। তা ত বলতে পারি না। আমি ও কথা বল্‌ছি না। তা মণির বিষয় একটু আপনাকে মনোযোগ কত্তে হবে।

তা। তা করব। তবু আন্দাজ? নিজের বয়সের লোকের ত একটা আঁচ থাকে গো!

শ। তা সে হিসেব ক'রে আর একদিন আপনাকে এসে বলব। এখন তবে উঠি।

তা। বস বস। নব!　　(নবর প্রবেশ)

তবু? একটা আন্দাজ করেই বল না।

শ। (স্বগত) না এলেই হত, এসে কি বিপদে পড়লুম। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে তা হবে—বয়েস কি কম হলো মশায়? আন্দাজ বোধ হয় ৩০।৩৫, এর দশ বিশ বছর কমও হ'তে পারে, আর—

তা। (স্বগত) লোকটা খেপেছে। (প্রকাশ্যে) আর কি ?

শ। আপনার সে অসুখটা এখন কেমন আছে ? আমি উঠি তবে। সকাল সকাল নাইতে হবে, আজ একটু ডুবসাঁতার কাটব ভাবছি।

তা। বটে ? বেশ। শম্ভু বাবুর সাঁতার দেওয়া বেশ আসে ?

স। তা জানেন না বুঝি, একদিন আপনাকে দেখাব। চিতসাঁতার দে এমন মড়া ভাসতে পারি, হুবহু !! দেখ্‌লে আপনি অবাক্ হয়ে যাবেন !

নব। (স্বগত) দূর বুড়ো বাঁদর !!

তা। বাঃ! তা শুনিছি, আমাদের সারদা বাবুর সঙ্গে শম্ভু বাবুর বড় বন্ধুত্ব।

স। (সানন্দে) হাঁ-আ-আ। এই একটু বিকেলে তাস টাস খেলা যায়, গান টান গাওয়া—না ও কথা নয়, এই আর কি। আবার সন্ধ্যের আগেই আমি বাড়ী চলে যাই। সন্ধ্যের পর আমায় বাড়ীর বাইরে কেউ রাখ্‌তে পারবে না, সে যে যতই করুক।

তা। উত্তম। তা তুমি সারদা বাবুকে বলো শম্ভুবাবু—, যে ছোকরা বড় হলেই বুড়োয় দাঁড়ায়। বুড়োরা যে ভুঁইভোড়, তা নয়। আমিও এক সময় ছোকরা ছিলুম, বরাবরই এমন বুড়ো নয়। আজকালকার ছোকরা বাবুরা বুড়োদের যত আহাম্মক ঠাওরান, বুড়োদের ঠকান যত সহজ ভাবেন, বস্তুতঃ ততটা নয়। তুমি বোলো সারদা বাবুকে, আমার পিঠে তিনটে চোক। তিনি যা লুকিয়ে চালাচ্ছেন ভাবচেন, তা লুকিয়ে চল্‌চে না ; আমি অক্ষরে অক্ষরে তা জান্‌তে পাচ্ছি ! যত শক্ত, যত বড় গাছই হোক, যদি ফলের আশা না থাকে, পোকা ধরা সার হয়, ত আমি মিছিমিছি

বাড়ী আওলা করে রাখব না। আমার এখনও হাতে জোর আছে, আমি এখনও কুড়ুল ধরতে পারি। বোলো, একটা গাছ যে কুড়ুলে কেটেছি—সে গাছটায়ও পোকা ধরেছিল—যদি পোকা ধরে, আর একটা গাছও সেই কুড়ুলের ঘায়ে ভূমিশায়ী কত্তে কুণ্ঠিত হব না। একই ত গাছ, সেটাও যা এটাও তা, ফলের আশা থাকে ত যত্নের বটে, নইলে আগাছা বই ত নয়। বুঝেছ শম্ভুবাবু! তুমি বোলো। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—তুমি বোলো সারদা বাবুকে।

স। (ত্রস্তভাবে উঠিয়া) ছিঃ মশায়! আপনি ও বেজা ব্যাটাছেলের মতন—না—তা নয়, তা বলব—এখন চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যম)

তা। আঃ, বোস ভাই! বোস বোস। এখনও বেলা হয়নি, তোমার সাঁতার দেওয়া আটকাবে না। নব! আমার হরিনামের মালা আন। হরি হে—

শ। না মশায়! আমাকে আর বসতে বলবেন না, আমি বুঝিছি, আমি বোকা আর আপনারা সকলেই সেয়ানা, না?

ন। হরিনামের মালা আনব?

শ। হাঁ রে ব্যাটাছেলে আনবি, তা আবার চ্যাঁচাচ্চিস কি কাণের গোড়ায়? ব্যাটা পাজি—

ন। কি মশায় তুমি মিছিমিছি গাল দাও আমায়? তোমার নিজের চাকর থাকে ত তাকে গাল দাওগে, আমি তোমার কি ধার ধারি? হরিনামের মালা?

শ। তোর বাবাকে গাল দেব ব্যাটা! চাকরগুলোকে আপনি মাথায় তুলেছেন আস্কারা দিয়ে দিয়ে। ও আমার চাকর হলে আমি ওকে জুতিয়ে সোজা কত্তুম।

তা। ছি ছি শম্ভুবাবু! কি এ? ও কি করেছে তোমার? কেন ও বেচারাকে গাল দাও—ও ত তোমায় কোন কথাই বলেনি। আমাকেই জিজ্ঞেস কচ্চে যে হরিনামের মালা আনবে?

ন। উনি যত বুড়ো হচ্চে তত সং হচ্চে, বাবু! কেবল ছোকরা বাবুদের সঙ্গে বেড়াবে, আর এত বড় পাপী যে ওঁর সুমুখে কারও হরি বলবার যো নেই, হিরণ্যকশ্যপ মশায়! হরি বলেছে ত রেগে লাল—

শ। দেখ দেখ, ব্যাটার কথা শোন—

ন। না বলবে না? আমি বেশ করব বল্‌ব—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—

শ। (লাফাইয়া) তবে রে শুখোর ব্যাটা!

তা। (শম্ভুকে বসাইয়া) বোস, বোস, শম্ভুবাবু বোস। আমার কথা শোন, রেগো না।

শ। (কম্পিতাবস্থায়) আমি রাগিনি। যে দিন থেকে সারু আমার ঐ কথা শুনে রাগ করতে মানা করেছে, আর আমি রাগ করি না। তারক বাবু! আপনি ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথা শুনুন—বেশ করে স্থির হয়ে আমার কথা শুনুন—

ন। না রাগেনি—রেগে থর থর করে কেঁপে মচ্চেন, আবার বল্‌ছে রাগিনি—

শ। দেখুন হারামজাদা ব্যাটার কথাগুলো শুনুন। আপনাকে প্রমাণ কত্তে হবে যে আমি রেগিছি, নইলে আমি ছাড়ব না, ওর মুণ্ডু লাথিয়ে চুরমার করব। ও বল্লেও হবে না, আমি বল্লেও হবে না। আচ্ছা দশজন ভদ্দর লোককে জিজ্ঞেস করুন,—তারা যদি প্রমাণ কত্তে পারে যে আমি রেগিছি, তা হলে গোঁ ভরে আমি বাড়ী চলে যাব। আর নইলে ওকে আজ মারব, মারব, মারব। মেরে ফাঁসী যাব। আচ্ছা,

আপনার ওপরই ভার, আপনি ঠাণ্ডা হয়ে বুঝুন। বলুন আমার রাগের কি লক্ষণ পেলেন?

তা। বোস, বোস। আমাকে ঠাণ্ডা হবার একটু সময় দাও শম্ভুবাবু! নইলে আমি কি করে ঠিক করি তুমি রেগেছ কি না।

শ। আচ্ছা, আপনি স্থির হোন, যত ইচ্ছে সময় নিন, আপনাকে কিন্তু তার পর সত্যি করে বলতে হবে। তার পর ওকে বুঝব আমি—ওরই একদিন, কি আমারই একদিন।

তা। নবা! তুই যা।

ন। হরিনামের মালা আনব? (নবর প্রস্থান)

শ। (বেগে নবর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া) আমায় রাগালে তবে ছাড়লে, দাঁড়া ব্যাটা দেখি তোকে। বলে রাগে কেন? এতেও রাগবে না—পূজো করবে— (প্রস্থান)

তা। শম্ভু বাবু! থাম থাম, কোথায় যাও? ও দিকে যে বাড়ীর ভেতর। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

মোক্ষদার শয়নগৃহের বারান্দা।

পুস্তক হস্তে মোক্ষদা।

মো। কত আস্তে আস্তে আস্তে দিন পাঁচটা যদি কাট্‌ল, ত আজকের এ ঘণ্টা কটা আর যেন কাটে না। ২টা বেজেছে কি এখন, সেই সকাল বেলা, এখনও আড়াইটে হল না।

তার আসতে বোধ হয় সন্ধ্যে। কলকেতার লোক এখানে আসতে গেলে বাড়ীতে এসে পঁউছোয় কখন? দুপুর বেলা না সন্ধ্যে বেলা? কি জানি। বোধ হয় সন্ধ্যা বেলা। আসবে কি না, তাই বা কে জানে? চিঠিতে লেখা ছেল আজ আসবার কথা। চুলোয় যাক, আমার ভাবনা কেন? যাদের আপনার তারা ত ভাবচে না—ভাবা দূরের কথা, তার আসবার কথা কারও মনেও নেই। হায় হায়! এ বাড়ীতে তার আপনারই বা কে—এ ত তার শত্রুপুরী। (বিলম্বে)

এত দিন মণিদাদা কত বড় হয়েছে! কত দিন দেখিনি। আমি যেন আজ পাগলের মত হয়েছি, এক একবার যখন আসবে ভাবচি, এমনি আহ্লাদ হচ্চে, আবার আসবে না ভেবে, যেন কিছু ভাল লাগচে না। কিছুতেই অন্যমনস্ক হতে পাচ্ছি না। যে বই বড় ভালবাসি, তাতেও আজ মন বসচে না।

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। হ্যাঁ মা! তোমার হাতে ও কি পাজির বই?

মো। না, ভালমানুষের।

ঝী। বলি, ওতে পয়লা, দোসরা, সংক্রান্তি, এই সব আছে ত?

মো। না, এতে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, প্রতাপ, আছে—

ঝী। তারা কে গো?

মো। তেরস্পর্শ!

ঝী। আমি ত তারির কথাই বলছি—ওইত পাজির বই।

ম। বঙ্কিম বাবুর বই।

ঝী। ওগো সেই সেই,—পাজির বই। হ্যাঁ মা! আজকের দিনটা কেমন দেখ ত।

মো। বড্ড গরম।

ঝী। তা নয়—তা নয়—আজকের দি-ন-টা কেমন দেখ না।

মো। দেখ্‌চি তা রদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে—খুব খটখটে।

ঝী। দূর বাবু—এ দিন আজকের কেমন? কোথাও যাওয়া আসা যায়?

মো। কেন যাবে না—আমি ত ঘাটে গিছলুম, এই এলুম।

ঝী। তুমি এক এক সময় যেন কেমন হয়ে যাও, কথা বুঝতে পার না। বলি সেজেগুজে কোথাও যাত্রা করা যায়?

মো। পাঁচালী, কবি, থিয়েটার, সব করা যায়, কেবল যাত্রা কেন?

ঝী। অবাক কল্লে বাবু! বলি কৈবত্তদের সেজো বউ বল্লে, তার মেয়েকে একজন নিতে এয়েছে। আজ বিকেলা যাবে?

মো। ওমা সে মেয়েটার যে বে' হয়েছে লো, :আবার কার সঙ্গে যাবে?

ঝী। না বাবু, তোমার সঙ্গে কে বকে পাগল হবে বল। বলি তুমি পাজি দেখ না—আজ দিন আছে?

মো। যতক্ষণ না সন্ধ্যে হয়, আছে ;ক—

ঝী। কি বালাই গা—একটা সোজা কথা বুঝতে পার না? বলি পাজিতে বলে আজ শ্বশুরবাড়ী যাওয়া যায়?

মো। পাজিতেও বলে—ভদ্দর লোকেও বলে—কেন বল্‌বে না?

ঝী। হ্যাঁগা, তুমি কেমন মেয়ে গা?

মো। শ্যামবর্ণ, দোহারা, দেখ্‌তে মন্দ নয়।

ঝী। ধন্যি! আর কথায় কাজ নেই, আমি চল্লুম। কে তোমার সঙ্গে মিছিমিছি বক্‌বে বাছা? আমার কাজ পড়ে রয়েছে, দেখিগে—

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া)

আহা! এত করে সেজো বউ জিজ্ঞেস কল্লে গো। তুমি ও সব

জান বলেই জিজ্ঞেস কচ্চি। আচ্ছা, আজ তিথিটে কি বল দেখি? আজ কখন থেকে পূর্ণিমে পড়বে মা?

মো। কাল কি তিথি গেছে বল দেখি?

ঝী। (চিন্তার পর) কাল বুঝি একাদশী গেছে, না মা?

মো। তবে কাল রাত্তির থেকেই পূর্ণিমে পড়েছে।

ঝী। তবে তাকে কি বলব, নে যাবে? আহা একটী মেয়ে—আবার কি ভালমন্দ হবে—বল না? নে যাবে কি বল?

মো। নে যাক না।

ঝী। না, নেযাবে না?

মো। নাই নে গেল?

ঝী। তোমায় দণ্ডবৎ। সাবাস্ মেয়ে তুমি! আমার যেমন মরণ, তোমায় এইছি জিগেস কত্তে—আর ত লোক পেলুম না। এতক্ষণ আমার বাসন মাজা হয়ে যেত—যাই।

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া)।

তোমার পায়ে পড়ি মা বল না—আহা সেজো বউ আমার পথ চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, এখন কি বারবেলা?

মো। না।

ঝী। তবে বারবেলা পড়বে কখন?

মো। শেষ রাত্রে।

ঝী। (মোক্ষদাকে প্রণাম করিয়া) তোমায় নমস্কার মা!

(প্রস্থান)

(কালীর প্রবেশ)

কা। হিঁ হিঁ হি দিদিবাবু। মা বেরিয়ে গেল, না?

মো। নয় ত এমন আর কে? কালি, একটা গান গা' ত—

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, যদি দাদাবাবু এসে পড়ে,।

মো। তারই ত ভাল, প্যালা দেবে।

কা। হিঁ হিঁ হিঁ যাও। তুমি যে গান শিখিয়েছ, তারই একটা গাই।

গান।

আজ কত দিন পরে দেখা,
বোস—বোস—মাথা খাও—
ব্যাধি মম ঘুচিয়াছে,
নির্ভয়ে ফিরিয়া চাও!
যৌবনে ধরিয়া পায়
না পেলাম যে জনায়,
জীবনের অবেলায়
সে দুরাশা ? ছি ছি! যাও!!

মো ? আমি যাই, একটু শুইগে।

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, চল আমিও তোমার ঘরে মেজেয় শুয়ে থাকি গে—

মো। চল।   (উভয়ের গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান)

(ঝীর দ্রুত প্রবেশ)

ঝী। (ত্রস্তভাবে) ওমা—শিগ্‌গির দোর খোল মা—কাকা এয়েছেন। দোর খোল গো!

মো। (গৃহাভ্যন্তর হইতে) আ মর মাগি! যত বড় মুখ তত বড় কথা! তোর কাকা এয়েছে তা আমি দোর খুলব কেন না ? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব, তবে টের পাবি।

(মোক্ষদা ও কালীর বহির্গমন)

ঝী। মণি কাকা গো—তোমারিই কাকা গো—আমার কাকা নাই হল।

মো। তবে না পোড়ারমুখি!   (ঝীর দ্রুত প্রস্থান)

(সারদা ও মণীন্দ্রের প্রবেশ)

(মোক্ষদার অবগুণ্ঠনাবরণে প্রস্থানোদ্যম)

সা। আহা, মণির সুমুখে আবার এত লজ্জা ? মণি ত আর তোমায় চেনে না.গো ? ঢং দেখ মণি! সাধ করে চটে যাই বাবা ? বলে "জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ বলে ডান!!"

ম। কে গান গাচ্ছিল ? চমৎকার—

সা। অই কালী গাচ্ছিল। কালি! আর একটী গান গাওতো। মণি শুনতে চাচ্চে। বেশ গায়, কি বল মণি!

ম। বড় সুন্দর গলা।

সা। গাও না কালি—গাও না। মণি একদিনের তরে এয়েছে, গাও না। মণি আমাদের আপনার লোক, ওর:সুমুখে লজ্জা কি ? গাও না।

কা। হিঁ হিঁ হিঁ দিদিবাবু! গাইব ?

মো। (জনান্তিকে) গা' না—

গান।

কেন ভাবি—ভাবি তাই,
ভাবি—আর ভাবি কত—
ভেবেছি—ভাবিতে আছি—
(আমার) এ ভাবা জনমের মত।
ভাবি—যদি প্রাণ যায়,
ত্রাণ পাই ভাবনায়,
কারে ভাবি—কে ভাবায় ?
(আমার) মিছে ভাবা অবিরত।

কভু ভাবি—ভাবনার
প্রিয় আমি—সে আমার—
এ জীবনে সেই সার,
(আমার) সেই শুধু অনুগত!

ম। বাঃ চমৎকার! এমন মধুর গান ত শুনিনি। গানটি কি সুরের, কি কথার, কবিত্বে যেন মাখামাখি।

সা। না? তবে তুমি পা হাত ধোও—আমি বাইরে যাই।

ম। আমি বাইরেই পা হাত ধোব—চল একত্তরেই যাওয়া যাক। আমি ভাবছিলেম মোক্ষদাকে কি মোক্ষদা বলব, না বউদিদি বলব? বউদিদি বলাই ভাল, কি বল বউদিদি? চল।

(সারদা ও মণির প্রস্থান)

ম। (হস্তস্থিত পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করনান্তর গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান, ও দ্বার রুদ্ধ করণ)

কা। হিঁ হিঁ হিঁ দিদিবাবু! রাগ কল্লে? আর একটা গাইব? দিদিবাবু! দিদিবাবু! দোর খুলবে না? হিঁ হিঁ হিঁ, আমি পেছনদিকের দোর দে গিয়ে ডাকচি, দাঁড়াও। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

তারকবাবুর কক্ষ।

তারকবাবু ও নব।

তা। কখন এল?

ন। ঘণ্টা দুএক হল এসেছেন।

তা। সেরো আছে ?

ন। তার সঙ্গেই কথাবাত্রা কচ্চেন।

তা। আমার কাছে আজ আসবে নাকি ?

ন। এখুনি আসবেন, আমায় বল্লেন।

তা। এলে বলিস আমার বড় অসুখ, আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

ন। আমি যে এই মাত্তর বলে এলুম, আপনি ভাল আছ।

তা। আমায় না জিগ্যেস করে, কেন বল্‌তে গেলি ?

ন। তা কি জানি—বাবু আমায় জিজ্ঞাস কল্লে আপনি কেমন আছ. আমি বল্লুম ভাল আছ।

তা। এলে বলবি বাবুর এখ্‌খুনি অসুখ করেছে।

ন। আজ্ঞে।

তা। খবদ্দার আমায় ডাকাডাকি করে কেউ না ব্যাজার করে।

ন। আজ্ঞে।

(তারকবাবুর প্রস্থান।

ন। কদ্দিনের পর ছোট বাবু এল, তা একবার দেখা কল্লে না গো ! বড় বাবুলোকদের রকমই আলাদা।

(সারদা ও মণীন্দ্রের প্রবেশ)

সা। দাদা ভেতরে নবা ?

বাবুর অসুখ করেছে।

ম। এই না তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন ? আমরা আসবার সময় যেন তাঁর আওয়াজ পাচ্ছিলুম না, দাদা ?

সা। মণি এসেছে বলিছিস ?

ম। বাবু তা শুনেছে।

সা। (মণির প্রতি) তা' চল ঘরের ভেতরই যাই।

ম। চল। দাদার কি অসুখ করেছে নব?

ন। কি জানি বাবু, জানি না। বাবু আজ ডাকাডাকি কত্তে বারণ করেছে।

ম। আচ্ছা, তুমি একবার বলগে যে আমি একবার কেমন আছেন, দেখব।

ন: সে বলেছিলুম ছোটবাবু! তা বাবু বল্লে আমার বড় অসুখ, আমায় কেউ না ডাকে।

ম। বড় অসুখ? তবে এইমাত্র দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিল কি করে?

ন। কি জানি, বাবু এই ত বল্লে।

ম। (স্বগত) এই পুরস্কার!! এতটা শ্রম, অর্থব্যয়, অনর্থক হীনতা, তার পুরস্কার এই। যার সঙ্গে আত্মীয়তা কত্তে এলেম, সে তাচ্ছিল্য করে একবার দেখাও কল্লে না। বাড়ীতে পরম শত্রুও যদি আসে, তা হলে লোকে একবার অন্ততঃ তাকে মৌখিক আপ্যায়িতও করে, আমার ভাগ্যে সেটুকু পর্য্যন্তও নয়। এই লোক আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে আমাকে সাহায্য করবে, কমলাকান্তের আশা। এতটা পরিশ্রম করে, এই সময়ে দশ টাকা ব্যয় করে, এই অপমানটা কিনতে এসেছিলুম—এখন কায ত হল? আর এখানে কেন, এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান বিধি। কাল থেকে পেটে অন্ন নেই, রেলের কয়লার ধোঁয়ায় মাথা ঝন্‌ঝন্ কচ্চে। এতটা নির্ব্বোধ নই, আমি কখনই এখান থেকে আর কিছু প্রত্যাশা করিনি, তবে অন্ততঃ দুটো মিষ্ট কথারও আশা করেছিলেম বটে; তার পর খাওয়া দাওয়া চুলোয় যাক, স্নানটা করে, ঠাণ্ডা হয়ে, রাতটা কাটিয়ে, কাল সকালে আবার চলে যাব এই ঠিক করে রেখেছিলুম। সেটুকুও মানা—ধূল পায়েই দাম কত্তে হল। ষ্টেসনও দুক্রোশ; সন্ধ্যার সময় গাড়ীও

পাব না ; আর খরচেও তা হলে কুলুবে না। হাঁটা বই উপায় নেই। সারা রাত্তিরটা আবার ষ্টেসন প্ল্যাটফর্মে পড়ে কাটাতে হবে কাল ৭টার আগে গাড়ীও নেই। বেশ বেশ!! জয় ভগবান!! (প্রকাশ্যে সারদার প্রতি) তা আর কি হবে, চল যাওয়া যাক্।

সা। চল, কাপড় চোপড় ছেড়ে খাওয়া দাওয়া কর—কাল তখন দাদার সঙ্গে দেখা কোরো।

ম।— সব ব্যবস্থা বাইরে গে করা যাক না, এখানে দাঁড়িয়ে আর ফল কি?

সা (স্বগত) বাবা! কেমন কল টিপিছি! হুঁ হুঁ! এ বড় সোজা ছেলে নয়। দেখাটী পর্য্যন্ত কল্লে না—কালও দেখার নামে অষ্টরম্ভা—দেখা করবার হলে আজই কত্ত। হুর্‌রে! এ জন্মে আর মুখটী পর্য্যন্ত দেখবে না। কি মজা! (প্রকাশ্যে) চল, বাইরেই যাওয়া যাক।

(সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মোক্ষদার কক্ষ।

মোক্ষদা ও ঝীর প্রবেশ।

মো। বলিস কি?

ঝী। বেরুচ্ছিলেন, এমন সময় আমি গে তোমার কথা বল্লুম যে, মা তুমি খেতে আপনাকে বাড়ীর ভেতরে ডাকচেন।

মো। এই ত এল—এর মধ্যে চলে যাচ্চে? তার পর কি বল্লে?

ঝী। জলখাবার কথা শুনে ত হাসতে লাগলেন। তোমার নাম করে বল্লেন, তাকে বোলো ঝি, আর একদিন এসে খাব। তা আমিত কিছুতেই সে কথা শুনলুম না—শেষে বল্লুম, বেশ খাওয়া দাওয়া করুন, একবার বাড়ীর ভেতর এসে দেখা করে যান, বিশেষ একটা কথা আছে। জানি একবার এলে তুমি না খাইয়ে ছাড়বে না।

মো। আসবে?

ঝী। আসবেন—এলেন বলে। বলেন, আমায় শিগ্‌গির যেতে হবে—আবার বাড়ীর ভেতর যাব, দেরী হয়ে যাবে—আচ্ছা চল। তাই আমি চলে আস্‌চি। অই যে পায়ের শব্দ হচ্চে—আমি ও ঘরে খাবার উজ্জুগ করিগে।

(ঝীর প্রস্থান)

(মণীন্দ্রের প্রবেশ)

ম। মোক্ষদা! আমায় ডাকলে?

মো। তুমি এখুনি যাচ্চ?

ম। হঁ—বিশেষ দরকার। ছেলেটার সেখানে বড় অসুখ দেখে এইচি—

মো। তা বলে এই এতটা পথ এলে, মুখে জল দেওয়া নেই—

ম। তা হোক, এত আর কুটুম্ব বাড়ী নয়। এইবার এসে খাব।

মো। আসছ তো রোজ—আজ কদ্দিন বাদে আমাদের দেশ মাড়িয়েছ, জান কি?

ম। তিন চার বছর আসা নেই বটে—

মো। তিন চার বছর? আজ সাত বৎসর, চার মাস—প্রায় আট বৎসর—

ম। তবে আর দেরী করব না, এখন যাই।

মো। তোমার পায়ে পড়ি, বোস।

ম। ছি ছি! পাগলের মত কথা কোয়ো না। তুমি আমার প্রণম্য, আমি অন্যমনস্কে আগের মোক্ষদার সঙ্গেই যেন কথা কচ্ছিলুম।

মো। আমিও সেই অভ্যাসেই ও কথা বলে ফেলিছি, কিছু মনে কোরো না। আজই যাবে, দাদাকে বলেছ?

ম। দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি।

মো। দেখা হয় নি—কেন?

ম। দাদা দেখা কল্লেন না

মো। (স্বগত) তা বুঝিছি, একটা কথাতেই বুঝিছি। সেই মানুষ, সেই উঁচু, সেই অভিমানী, সব সমান দেখ্‌তে পাচ্চি। (প্রকাশ্যে) তা হোক, আজ যাওয়া হবে না, কাল সকালে যেও। আমার মাথা খাও, জলটল খাও।

ম। আমায় অনুরোধ কোরো না মিথু—দেরী হয়ে যাবে, গাড়ী পাব না। নিজের কথাই কচ্ছি। মা কেমন আছেন?

মো। মা নেই।

ম। অঁ্যা? তোমার মা?

মো। গেল বৎসর গিয়েছেন।

ম। তোমাদের বাড়ীতে তবে এখন কে আছে?

মো। চাবী দেওয়া। ত্রিকুলে আমার আর কে আছে, থাক্‌বে?

ম। যাক, চিরকাল কেউ থাকে না। তুমি ভাল, তোমার ভাল হয়েছে। ভাগ্যবানের হাতে পড়েছ। এত বড় সংসারের কর্ত্রী তুমি, পাঁচ জনকে হাতে তুলে দিচ্ছ, এর চেয়ে আর সুখ কি আছে?

মো। আমার বউকে দেখবার বড় ইচ্ছে করে—

ম। কখন না কখন দেখা হবে।

মো। কবে যে হবে—

ম। মোক্ষদা! আমি যাই।

মো। না। না খেয়ে গেলে আমি বড় দুঃখিত হব। এতদিন বাদে এলে—নিজের ঘর, একটা দিন কি আমাদের ভেতর থাকতে ইচ্ছে কচ্চে না? কলকেতায় ত রোজই আছ, আমরা ত আর সেখান থেকে অন্য দিন ডাকৃতে যাই না। ও ঘরে খাবার জায়গা হয়েছে, চল।

ম। মোক্ষদা! এ বাড়ীতে আমি জল খাব না। নিজের বাড়ীতে কুকুর বেড়ালটা এলেও লোকে তাকে তাড়ায় না, আমি এত দূর থেকে এতদূর এলেম, দাদা আমায় তাড়ালে। না হয় আমি কু, না হয় আমি গরীব, না হয় আমি অপদার্থ; তবু দাদার ত আমি সেই, দাদাত আর কু নয়। আসল কথা তা নয় মোক্ষদা! বড় অভাগ্য আমি—তোমায় বড় ভালবাসি বলে বলছি—বিনা চক্ষের জলে আমার এখন দিন যায় না। দাদার দোষ কি? আজ দাদা না তাড়ালে, হয় ত আজকের দিনটা শুকনো চোখে যেত—কাজেই ভাগ্য আমায় তাড়ালে, দাদা নয়। তবে একটা কথা এই, এ সব আমার নতুন নয়, অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। তাচ্ছিল্য, অপমান, অপ্রতিষ্ঠা, তোমাদের এখন যতটা লাগবে, আমার তত লাগ্‌বে না, আমার গা সওয়া। আর ভগবান করুন জন্মজন্মান্তরেও যেন আমার হাওয়া তোমাদের গায়ে না লাগে, পরম শত্রুরও না লাগে। মোক্ষদা! আর আমায় অনুরোধ কোরো না, অনুরোধে ফল হবে না, আমি খাব না, আমি চল্লুম।   (প্রস্থান)

(বিলম্বে ঝীর প্রবেশ)

ঝী। কি ভাবচ মা! কাকা বাবু কোথায়?

মো। (ঈষৎ চমকিত ভাবে) অ্যাঁ—চলে গেছে?

ঝী। বামুন মা যে ও ঘরে খাবার দিয়েছে।

মো। তুলে রাখ্‌তে বল।

ঝী। তুমি খেতে বলেছিলেত?

মো। যাও—আর তোমার দাদা বাবুকে একবার এ ঘরে আস্‌তে বোলো।

ঝী। আচ্ছা।

(ঝীর প্রস্থান)

(সারদার প্রবেশ)

সা। ডাকবার আগেই এসিছি। মদে গেছে?

মো। গেছে বুঝি।

সা। খেলে দেলে না?

মো। না।

সা। বলিছিলুম কলকাটী টিপ্‌ব। বাবা! দাদা দেখা পর্য্যন্ত কল্লে না। নবাকে বলছে—আমরা যাবার সময় শুনতে পাচ্ছি—মণে এলে বলিস আমার অসুখ করেছে, খবদ্দার আমায় না ডাকে।—তা চাবীটা দাও, বোতলটা বার করি। (চাবী লইয়া) ও বাবা! এমন ত এক দিনও দেখিনি। অন্য দিন চাবী দিতে হাজার কথা কও, আজ যে বিনি কথায় চাবীর তোড়াটী ফেলে দিলে?

(দেরাজ হইতে বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া)

ঢালি?

মো। ঢাল।

স। মাইরি! আজ কি হলে? যা বলছি তাইতেই রাজী, এমনটা ত প্রায় দেখিনি। আজ দাদার রকমটা দেখে, আমারও বড় ফূর্ত্তি হয়েছে। দাদা যে এতটা কর্বে, তা আমি পর্য্যন্ত ভাবিনি। (মদ ঢালিয়া) নাও—

মো। (মদ্যপান)

স। বাহবা! যে দিন ভাল যায়, সে দিন সব্ব রকমে ভাল যায়। (নিজে মদ ঢালিয়া পান) বাবা! আমার চেয়ে আজ সুখী কে? তুমি আজ মদ খেলে যেন বাতাসার পানা, একবার নাকটাও সেঁটকালে না। অইত চাই। কিন্তু গুরু বলে মেনো, ভেবো কি অমর্ত্ত খেতে শিখিয়িছি। আমার এর মধ্যেই যেন একটু চম্ চম্ কচ্চে। (পুনর্ব্বার ঢালিয়া মোক্ষদাকে প্রদান ও মোক্ষদার পুনর্ব্বার পান) সাবাস! সাবাস! আজ যে একেবারে কল্পতরু বাবা!! (পুনরায় পান) জিনিসও বেশ। ৩২ টাকা ডজন। আহা কালীটা যদি থাকত! তোফা গায়। এইবার তুমি ঢাল না ভাই! (পুনর্ব্বার উভয়ের মদ্যপান) একটা কথা কও না, এখন কি চুপ করে ভাল লাগে? একটু হ্যাকা হ্যাকা হোক, কালীটা বেশ। এবার এতটা দিয়েছ? বড্ড বেশী, তা হোক। কালী ঘুমিয়েছে? এই সময় একটা গান। (পুনর্ব্বার উভয়ের মদ্যপান) আঃ! ডাক না, একটা গেয়ে যাক না, আমি টাকা দেব তার কি। নয় একবার আমিই ডাকচি, আসবে না, হঃ? তার বাবা যে সে আসবে, টাকা বড় শক্ত জিনিস। (উঠিতে যাইয়া পতন ও নিদ্রা)

মো। কিছুই পারে না, ভালতেও শক্তি নেই, মন্দতেও শক্তি নেই। একটু খেতে না খেতেই হাঁ করে পড়ল। আমি ওর স্ত্রী, গৃহস্থের

কন্যা, গৃহস্থের বাড়ী, মদ খাচ্ছি,!! শিখিয়েছে ও স্বামী, শিখিছি ও আমি হিঁদুর মেয়ে। (পুনর্ব্বার পান) মণি দাদা এতক্ষণ কত ধুর যাচ্চে। কদ্দিন বাদে এল—বুকের ভেতর কি রকম কচ্চে। আজ ৫।৬ দিন রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি, আজ নিচ্চিন্দি হয়ে ঘুমুব। আর একটু নইলে ঘুম হবে না। (পুনর্ব্বার পান) কালি—কালি!

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। মা! কালীকে ডাক্‌চ?

মো। হাঁ ডেকে দে।

ঝী। আবার আজ দুজনে সেই ওসুধ খেয়েছ? ও ওষুধ খেয়ে যখন অমন ধারা হও, তখন কেন খাও বাবু?

মো। তোর বাবার কি? তুই কালীকে ডাক, একটা গান গাইবে।

ঝী। এত রাত্তিরে গান গাইবে? না, তুমি শোওগে।

মো। হাঁ গাইবে—কেন আমি কাকেও ভয় করি? ঘরের ভেতর গাইবে, শুনতে পাবে কে?

(ঝীর প্রস্থান)

আমার বুকের ভেতর জ্বলে যাচ্চে—এ বুকের জ্বালা এড়াব বলে এ ওষুধ খাই—কিন্তু খেলে আরও জ্বলে ওঠে। আঃ দূর! কি বকচি? কালীকে ডাকবিনি? কই গেছিস?

(কালীর প্রবেশ)

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, দিদিবাবু ডাকচ?

মো। কালি! একটা গান গা।

গান।

হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে
আসন পেতেছি—এস হে! এস হে!
সাজায়ে ডালি প্রাণ মন ঢালি,
তুলে দিব করে—ধর হে! ধর হে!
পারাবার ভারি—মাঝে তরি তারি—
কেবা কাণ্ডারী—যে বহে—সে বহে—
লহ কর্ণ তার ভব কর্ণ-ধার!
এ তুফানে পার—কর হে! কর হে!
কত নিশি জাগি—তোমা-অনুরাগী,
আঁখি-জল-ভাগী—বুক বাহি' বহে;—
দীনতা, হীনতা,—তুমি না জান তা'—
তুমি কি বুঝিবে—বিরহে কি দহে!!

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, ওমা দাদা বাবু রয়েছে যে?

মো। দাদা বাবুর স্বর্গলাভ হয়েছে। তুই আর একটা গান গা, তার পর তোর সহ-মরণের বন্দোবস্ত করব।

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, আমার নজ্জা করে দিদিবাবু—

মো। নজ্জা করে মুখ লুক্কায়িত কর, মোদ্দা কথা একটা গা'। সেই গানটা—সেই "তোমারই লাগিয়া"

গান।

আমি
তোমার লাগিয়া কলঙ্ক কিনেছি,
জগতে হ'ল না ঠাঁই;

তোমারই প্রেমে সন্ন্যাসিনী আমি,
তোমা বিনা আমি নাই।
অবলার প্রাণে ছিলনা ত গোল,
রূপে যে তোমার করেছে পাগল ;—
প্রাণে দিবানিশি বাজিতেছে বাঁশী,
উদাসে ডুবিয়া যাই।
তোমারই ধ্যানে পূর্ণ সদা প্রাণ—
ঘরে দোরে ছাই কিসে রহে টান?
বসন্তের হাসি—যৌবন পিপাসী—
তোমা অভিলাষী তাই ;—
যে রূপে আমার এনেছ উন্মাদ,
ভুলাও সবারে সেই রূপে নাথ!
বুঝাও সাপিনী ননদিনী-কূলে
কেন কলঙ্কিনী রাই!!

কা। একি—দিদি বাবু কাঁদচ?

মো। তুই শুগে যা'।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

মণীন্দ্রের শয়ন-গৃহ।

(মণির প্রবেশ।)

একি—মনু কোথায়? বিছানায় ত দেখ্‌তে পাচ্চি না। দেখ দেখি, এই রোগা ছেলে—তাকে এ ঘর ও ঘর নাড়ানাড়ি করা কেন? সব কোথায়? বাড়ীতে যেন মানুষ নেই। কিশোরি! কিশোরি! কল্‌তলায় বুঝি? দেখ দেখি, সদর দোর খোলা, এ তল্লাটে লোক নেই—অক্লেশে কেউ ঢুকে ঘটটে বাটটে তুলে নে যেতে পারে। ছিছি! বাড়ীর সব জানোয়ার। পিসি! পিসি!

(সারোদনা পিসীর প্রবেশ ও ভূমিতে উপবেশন।)

পি। (ভগ্নস্বরে) ও বাবা—তুমি এসেছ বাবা—আমি বাঁচলুম্ বাবা—ও বাবা! সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বাবা!

ম। (সত্রাসে) কি? মনু কেমন আছে? কোথায় সে—অ্যাঁ?

পি। (ভগ্নস্বরে) মনু ভাল আছে বাবা—ভয় নেই বাবা—ও বাবা! সেই হতচ্ছেড়ে মিন্‌সে সে সোণার খুঁড়োকে আমায় ছোঁ মেরে তুলে নেগেছে বাবা—কদিন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছি বাবা—দুদিন আজ বাড়ীতে হাঁড়ি চড়েনি বাবা—(দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) বাবাগো!

ম। কি হয়েছে খুলে বল—ও রকম কল্লে বুঝ্‌বো কি? এরা সব কোথায়? কার কথা বল্‌চো—কে মিন্‌সে?

পি। (ভয়স্বরে) সেই মুদ্দত্তরাস্ মিন্‌সে বাবা—তোমার শ্বশুর বাবা—সেই আট-গত্তোর-খেকো বাবা—মিন্‌সে যেন যমদূত বাবা!

ম। তুমি উঠে দাঁড়াও দেখি—আমার শ্বশুর মশায় এয়েছিলেন? তার পর কি হয়েছে পরিষ্কার করে বল—তোমার ত একটা কথাও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

পি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ও বাবা! মিন্‌সে হঠাৎ এলো। এখন তুমিও সে দিন সেই বাড়ী থেকে বেরুলে, সে ছোট লোকের মেয়ে আবাগীতো আমায় দাঁতের কস ভেঙ্গে যাচ্ছেতাই বল্‌তে স্থরু কল্লে। তা করুক্—আমার বউ, আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমায় যাচ্ছেতাই বল্‌বে না তো কি পাড়াপড়সীদের ডেকে যাচ্ছেতাই বল্‌তে যাবে? হাঁা গা বলো না—আমি চুপটী করে বসে বসে রাঁধ্‌চি, কাঁদ্‌চি, আর ভগবানকে ডাকচি,—এমন সময় সেই ঝাঁ্যাটা-খেকো মিন্‌সে গট্ গট্ করে বাড়ীতে ঢুকলো। ঢুকেই বাবা! বল্লে না পিত্যয়ে যাবে—বাপে মেয়ে কি ফিস্ ফিস্ না করে, অমনি গাড়ী নে এলো; অমনি মেয়েকে গাড়ীতে তুল্লে—যেন এই মারে ত এই মারে—এই হুম্‌কে হুম্‌কে আসে—(ভয়স্বরে) সেই মাতাল মিন্‌সের ভয়ে আমি ঘরে দোর দিলুম্ বাবা!

ম। হুঁ—তখন কমল ছেল?

পি। (বর্দ্ধিত স্বরে) ছেল কি না ছেল্ বাবা জানি না গো! বাবা গো! ও বাবা! সেই রোগা মাণিককে হিঁচড়ে টেনে নে গেল গো! বাবা গো!—

ম। পিসি থাম—মরা কান্নাটা আগেই কেঁদে রাখ কেন বাবু! একটা যাকে হোক্ মন্তেই দাও—তার পর পা ছড়িয়ে বসে 'বাবাগো' কোরো। (কমলের প্রবেশ।)

ম। এ সব ব্যাপার কি—কমল!

ক। আপনি কি এই আস্‌চেন?

ম। এই ত সবে বাড়ীতে ঢুক্‌চি—আমার শ্বশুর এসে সব নেগেছেন নাকি?

পি। (বৰ্দ্ধিত-রোদনা) আমার ঘরের লক্ষ্মীকে কোথায় বিসর্জ্জন দিলে গো!—বাবাগো!—ও বাবা!—

ম। পিসি—একটু ও ঘরে যাও না—আমাকে কথাটা জান্‌তেই দাও।

পি। জান বাবা! জান; এর একটা বিহিত কর। সেই চামার মিন্‌সের নাকে দড়ি দিয়ে যদি এইখেনে টেনে আন্‌তে পারিস, তবেই আমার মনের কালি ঘোচে বাবা! বাবারে! এমন ছোট লোকের ঘরে করেছিলি বাবা!

(পিসীর প্রস্থান)।

ম। ব্যাপার কি কমল? আমি বাড়ী নেই, ছেলের অই ব্যাম, তিনি এসে হট্ করে নেগেলেন, কি রকম? এ দিকে ত কে রইল, মল, একবার উদ্দেশও নেন না—হঠাৎ এতটা অনুগ্রহের কারণ কি, বল দেখি?

ক। বোধ হয় তিনি এ দিকে কোথাও এসেছিলেন—ফেরত বেলায় বন্ধুকে দেখবার মতলবেই বাড়ীতে আসেন। আপনি যাওয়ার পর থেকেই আপনার পিসি ঠাকরুণ সপ্তমে উঠেছিলেন। মা চুপটী করে বন্ধুর কাছে বসে বসে কাঁদ্‌ছিল, তিনি ত এসে দেখ্‌লেন এই। কাজেই মানুষের চামড়া, পিসীর সঙ্গে তাঁর দু'এক

কথা হয়ে গেল। ফেন চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর মেয়েকে পিসি অমনটা করে বলেন—

ম। তিনি পিসীকে বল্‌বার কে ? আমি বল্‌বো, আমার পিসি—আমার পরিবার। তিনি এ বাড়ীর কে—বা আমার পিসীর কে—যে তিনি তাঁকে বল্‌তে আসেন ?

ক। এই রকম দুচার কথা হবার পর, তিনি কিছু না বলে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদেই দেখি, গাড়ী এনে উপস্থিত। মাকে বল্লেন, এস। মা আমার কাদায় গড়া, যে যা বলে তাইতেই 'যে আজ্ঞে'। আমি বল্লুম্, বাবু বাড়ী নেই, তিনি আসুন। এসে নয় পাঠিয়ে দেবেন—তাঁর অবর্ত্তমানে নেগেলে তিনি রাগ কর্‌তে পারেন। তাতে আপনার শ্বশুর উত্তর কল্লেন—রাগ করেন, আমার এমন ভাত আছে, আমি আমার মেয়েকে খাওয়াতে পার্‌বো, এখানে এ রকম ভাত যাতে আর ওকে না খেতে হয়, তার বিহিত করবার জন্যেই আমি মেয়ে নে চল্লুম। এর ওপর আমি আর কি বল্‌বো বলুন্ ?

ম। বটে,—তিনি সেই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এখন আছেন, না ?

ক। বোধ করি।

(পিসীর প্রবেশ)

পি। মিন্‌সে যেন দুগ্‌গো প্রীতিমের চোরা বাবা—এমন বদ্‌চেহারা দেখিনি বাবা !

ম। আমি আস্‌চি। (প্রস্থানোদ্যম।

ক। ঠাণ্ডা হোন্, খাওয়া দাওয়া করুন্। এই দু'তিন দিন তো খাওয়াই হয়নি, ও বেলা যাবেন। এই তেতে পুড়ে, শেষ একটা রাগারাগী করে আস্‌বেন।

ম। এসে খাব—আমি এখুনি ফির্‌বো।

(প্রস্থান)

ক। কি গ্রহের দশাই যাচ্চে—রোজ এক একটা নতুন হাঙ্গাম। তারপর সেখানে যে কি করে এলেন, তাও জান্‌তে পাল্লুম না।

(প্রস্থান)

পি। (কম্পিত স্বরে) ঘরের লক্ষ্মী বিনে ঘর যেন খাঁ খাঁ কচ্চে—মাকে আমার নে আয় বাবা—ওগো এমন বউ কি কারও হয় বাবা—মাকে আমার নেআয় বাবা!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তারক বাবুর অন্দর।

কালী ও সারদা।

সা। খানিক বাদে সব্বাই ঘুমুলে বারবাড়ীতে যাবি? দু'জনে বেশ একলাটী আমার ঘরে বসে বসে রামায়ণ পড়বো অখন—কেমন? সেখানে কেউ কোথাও নেই, সুর করে করে পড়বো অখন—যাবি?

কা। হিঁ হিঁ হিঁ—দিদি বাবুর সঙ্গে যাব দাদাবাবু! আমার রাত্তির বেলায় একলা যেতে ভয় করে।

সা। ভয় কি? আমি মাঝে মাঝে তোর দিদিবাবুর ঘরে আস্‌বার অছিলে করে দেখে যাব অখন, যেই ওরা ঘুমুবে গলা খাঁকরি দোব, অমি তুই আমার সঙ্গে যাবি—তুই যেন ঘুমুসনি! নয় ত

আমি মাঝের দোরে তোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো অখন, তুই পা টিপে টিপে রকটুকু পার হয়ে আমার কাছে এলেই, আমি তোকে হাত ধরে নেযাব অখন। বেশ ত দু'জনে কত ঠাকুরদের কথা কইব অখন, তার পর তোর যখন ঘুম পাবে, তখন তোকে আবার রেখে যাব।

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, বেশ ত দিদিবাবুও রামায়ণ শুন্‌বে?

সা। শোনালে ত শুন্‌বে—ওকে কি আমি ভালবাসি, যে ওর কাছে রামায়ণ পড়বো? তোকে আমি কত ভালবাসি, তুই যখন গান গাস্ আমার কত ভাল লাগে। নক্ষিটী যেও—যেন তোমার দিদিবাবুকে বোলো না। আচ্ছা, তোকে পুঁতি কিন্‌তে টাকা দোবো অখন। অই তোর দিদিবাবু আস্‌চে—যা ও ঘরে যা, আমিও যাই—খানিক বাদে আবার আস্‌বো অখন—যাস, নক্ষিটি!

(উভয়ের প্রস্থান)

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মো। ঝি!

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। কেনগা মা—তুমি বুঝি কত্তার ঘরে গিছলে ওপরে—হাঁগা, এখন কেমন আছে?

মো। ভাল আছে।

ঝী। তা হাঁগা, তা' কাকা বাবুর সঙ্গে দেখা কল্লেই না বা কেন।—নিজেই দেখা কল্লে না, আবার কাকা বাবু চলে যেতে, বরর ওপর কি রাগ! আচ্ছা তার দোষ কি? তাকে তুমিই স্মরণ করে দিয়েছ—সে আবার কি করে কাকা বাবুকে তোমার

কাছে নেযায়। সে মাথায় চুল ছেঁড়া, নবকে এই মারে ত এই মারে, তার পর ঐ ব্যথা ধরে কদিন পড়ে রয়েছে। সে যখন সবে ব্যথা ধল্লে বাবু, তুমি যদি দেখ্‌তে,—আমি ছিলুম কি না—আমি মনে কল্লুম কি হয়ে গেল। নব একেবারে ছুটেই দেরাজটা খুলে, কি একটা বোতল বার করে খাইয়ে দিলে—তবে আবার সহজে নিশ্বেস পড়্‌তে লাগ্‌লো, তা নইলে তখনই গিয়েছিল।

যো। মাঝের দোর বন্ধ করেছিস্‌?

ঝী। ওমা যদি দাদা বাবু আসে—দোর বন্ধ কর্‌বো কি? বাবা! এ বাড়ী যেন পাতাল-পুরী। বার বাড়ী যেন একটা পাড়া—মাঝের বাড়ী যেন একটা পাড়া—ভেতুরে কর্ত্তার মহল, সেও যেন একটা পাড়া। এ বাড়ীতে পাঁচ ছ' শো মানুষ ত হবে, তবে না? তা নয়, এত বড় হামারে বাড়ী, মানুষ ত সবে দুটী কি তিনটী। বাবা! সন্ধ্যা হল ত বাড়ী যেন গিলতে আস্‌চে। তুমি কর্ত্তার মহলে গিছলে, আমার গা ছম্‌ ছম্‌ কচ্ছিল। হ্যাঁগা! তুমি যে ছেলেবেলায় কল্‌কেতায় ছেলে, সেখানকার বাড়ী নাকি সব একরত্তি। আমি কল্‌কেতা কথ্‌খন দেখিনি বাবু। হ্যাঁগা! তোমার বাবা নাকি তোমায় ছেলেবেলা মেয়ে-ইস্কুলে পড়তে দিত?

যো। যা—তুই শুগেযা—বকাস্‌নি।

ঝী। ওমা তুমি খাও দাও—তবে ত?

যো। আমি একটু বাদে খাব—এখন পড়ব, তুই যা।

ঝী। তা আমি বসে থাকি, তুমি পড়ো না।

যো। যা না বাবু— আমায় বকাস্‌নি।

ঝী। তা এর মধ্যে শোবো—যদি তোমার দরকার হয়?

যো। আমার দরকার হবে না—তুই শুগেযা।

ঝী। তবে যাই শুইগে।

(ঝীর প্রস্থান)

মো। একটা দিন নয়, একটা সপ্তাহ নয়, একটা মাস নয়, একটা বছর নয়, একটা জন্ম নষ্ট হয় গেল। মিছিমিছি,অকাযে, আক্ষেপে, একটা জন্ম নষ্ট হয়ে গেল—একি কম পরিতাপ? কোন ভুলে—কার ভুলে—কার দোষে—এত বড় লোকসানটা হল? কই আমি ত চুকিনি, চুকলে খেলতে বসে, যার সঙ্গে বসেছিলুম সে—তার অপরাধে এ ভোগ আমার কেন? (বোতল ও গেলাস পাড়িয়া, পান) চুকলে সে—বড় চুক চুকলে, সুমুদ্দুরে জল নেই ভেবে, পুকুরে নাবলে; পুকুরের কতটুকু প্রাণ তা বুঝলে না,—বর্ষার পূর্ণতা দেখে ভুলে গেল, বৈশাখের কথা ভাবলে না, যখন শুকিয়ে যাবে। সুমুদ্দুর যে চিরকাল কোলে, সুমুদ্দুরে যে বর্ষা নিদাঘ নেই, তা ভাবলে না। আমার বুকের ভেতর ধরে না, আমার যে ভালবাসা এত—সে যে অফুরন্ত, অপরিমাণ—দিন রাত্তির, জেগে ঘুমিয়ে, তাকে ভালবেসে যে আমার শ্রান্তি হত না, তা সে দেখ্‌লে না ত। (পানান্তে) খেল্‌তে বসেই চুক্‌লে, পড়তা নষ্ট হল; সে উঠে গেল, খেলা ভাঙ্গল না, কাত-বদল হল। গোড়ায় মাছ খুলে গেলে আর কি ছিপে মাছ পড়ে? না গোড়ায় ভুলে আর খেলা শোধরায়? পড়তা জলে গেল। দুদশটা হারে আমার দুঃখ হত না, কিন্তু এক গড়ে আট-ভুরুপের ভোগ আর কত ভুগি? এখন তরুলার মধ্যে দান গুড়োনো—তা কখন হবে, কি জানি? (পানান্তে) তবে বড় মর্মান্তিক এই, তার চুকে ভুগলুম আমি—দোষ তার, সইতে হল আমায়—এল অবোধ বলে, আমার জন্মটা খালে-খারাপ হয়ে গেল। তাও একটা জন্ম কি

কটা জন্ম, তাই বা কে জানে? (পান) এ জীবন যখন গিয়েইছে তখন আর পরিতাপ কেন? বয়ে গেল!! গা ভাসান দিয়ে আছি, হাওয়া যেথায় ঠেকাবে সেথায় ঠেকব। হাওয়ায় চলচি—মন্দ কি?

(সারদার প্রবেশ)

সা। যেই মানুষ হলে, অমনি হাঁড়ি-ভেন্ন বাবা!

মো। তুমি ত আর আমার ভাই নও, যে ভেন্ন হব!

সা। (বসিয়া) হলে বৈকি—আপনি আনাচ্ছ, আপনি রাঁধচ, আপনি খাচ্ছ, কই যে খুঁটে খাওয়াতে শেখালে তার ত একবার খোঁজ নাও না।

মো। খাও না—আমি কি বারণ কচ্চি?

সা। (পান) মণে ব্যাটাচ্ছেলে গে পর্য্যন্ত তুমি যেন একেবারে বিরহিণীর ভাব হয়ে পড়েছ—ছেলে বেলার পিরীত ফুটে উঠেছে বুঝি—

মো। ভাইকে না হলে, ব্যাটাচ্ছেলে আর কাকে বলবে?

সা। (দাঁড়াইয়া) আলবোত বলব—অমন ভায়ের মাথায় মারি জুতো—আর যে ব্যাটা বেটীদের সে ভায়ের নামে মুখে নাল পড়ে, তাদের বাবার মাথায় মারি জুতো। কোন ব্যাটা বেটীর আমি তোয়াক্কা রাখি?

(প্রস্থান)

মো। (সারদার পথ চাহিয়া) কত ঋণে জড়াচ্ছ? আমায় যে আবার মায় সুদ পরিশোধ কত্তে হবে, সেটা ভাবচ না?

(পানান্তে)

লোকে ভগবানকে ডাকে, আমি পাপকে ডাকচি—এস পাপের অবতার! কে আছ, একবার নরক ছেড়ে আমার হৃদয়ে এস!

আমার নিমন্ত্রণ। দাসী হব, আজ্ঞাকারিণী হব, যে মন্ত্র দেবে সেই মন্ত্রই গ্রহণ কর্ব, আমার হৃদয়ে এস, আমার আপনার ধন! আগে পাছে আমার হাজার পথ পড়ে রয়েছে, আমায় কেবল দেখিয়ে দে যাও কোনটায় আগে যাব, কোনটায় পরে। আলস্যে আমার দিন যায়, আমায় কার্য্য করাও।

(গান)

মো। ও কে রে—কেও যায়—কালি না?

(কালীর প্রবেশ)

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, দিদিবাবু! তুমি ঘুমুচ্চ না?

মো। এত রাত্তিরে একলা কোথা যাচ্চিস?

কা। হিঁ হিঁ, পাইখানায়।

মো। সদরের পাইখানায়?

কা। হিঁ হিঁ, তুমি বড় ঠাট্টা কর দিদিবাবু!

মো। তুই ত বার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলি?

কা। হিঁ হিঁ, একটা বেরালের পেছু পেছু তাড়া করিছিলুম।

মো। সে বেরালটাও বুঝি পাইখানায় যাচ্ছিল? (উঠিয়া) চল দেখি, বেরালটা কোথা গেল দেখি? দোর খুলে শুলেই বেরালের উৎপাত হয়, আর রাত্তিরে দোর খুলে রাখিস নি।

কা। হিঁ হিঁ, আমি শুইগে তুমি যাও।

মো। পাইখানায় যাবি নি?

কা। হিঁ হিঁ, এখন যে আবার বড় ঘুম পাচ্চে, আমি যাই! (প্রস্থান)

মো। সংসার খেলার—কোথাও তাস, কোথাও পাশা, কোথাও লুকোচুরী, কোথাও আর কিছু। যাই বাবের দোরটা দি আসি।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—অন্নদা বাবুর বৈঠকখানা।

অন্নদা বাবু ও কিশোরী।

কি। কাকে চিঠি লিখচ বাবা?

অ। মামার ম্যানেজারকে।

কি। তোমার মামার বাড়ী ত কল্‌কেতাতেই?

অ। তা হলেও, যাওয়ার চেয়ে চিঠি ভাল। কে বড়লোকের বাড়ীতে ঢোকে? পঞ্চাশ বেটা অকর্ম্ম খোট্টা বন্দুক ঘাড়ে ঘুচ্চে—আমার দেখলে হাড় জলে যায়। এক এক ব্যাটার কুড়েমির দাম মাসে *১০।১৫ টাকা,; আর ব্যাটারা যেন সব সাজাহানের পৌত্তুর।

কি। কেন চিঠি লিখচ?

অ। মামার ছেলেটির বড় অসুখ, তাই লিখতে হয় লিখচি।

কি। আমি আসবার আগের দিন আমাদের পাড়ায় বড় আগুন লেগেছিল, তোমায় বলেছিলুম?

অ। বলেছিলি ত।

কি। তুমি সে দিকে গিয়েছিলে, তা হলে দেখতে পেতে—

অ। আমার কথা ছেড়ে দাও, ইহজন্মে আর তোমাকে কখন সেদিক-মুখো না হতে হয়, তার বন্দোবস্ত কর্ব্বো। একটা হাঘোরে ছোঁড়ার হাতে পড়ে মেয়েটার কি দশা না হয়েছে। ভাগ্যে সে দিন গিছলুম, আর দিন কতক না গেলে কি মেয়ে ফিরিয়ে পেতুম? (কিশোরীর প্রস্থান।

অ। কিশোরি!

(কিশোরীর পুনঃ প্রবেশ।)

কি। কেন বাবা!

অ। কাল রাত্রে তোর কি অসুখ করেছিল?

কি। না—

অ। হ্যাঁ, তোর ঝী বল্লে তুই রাত্রে কিছু খাস দাস নি।

কি। ভাল ক্ষিদে হয় নি।

অ। সকালেও তো শুনলুম খেতে বসেছিলি মাত্র। নাড়ী মরে গেছে—না খেতে পেয়ে নাড়ী মরে গেছে। কাল থেকে একটা ওষুধ খা, নইলে তোর শরীর সারবে না।

কি। ওষুধ কি হবে? অসুখ করেনি ত।

অ। সে আমি বুঝব। এখানে দু' একজন লোক আসবার কথা আছে, ঐ দোরের শেকলটা টেনে দিয়ে, তুই ভেতরে যা।

(কিশোরীর প্রস্থান।)

চিঠিখান সেরে ফেলি।

(পত্র শেষ করিয়া পাঠ।)

(মণীন্দ্রের প্রবেশ।

ম। মনু কেমন আছে?

অ। (পত্র পাঠ।)

ম। মনু কেমন আছে?

অ। (পত্র পাঠ।)

ম। (বিলম্বে) মনু কেমন আছে—আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

অ। কেমন আর থাকবে? ভালই আছে।

ন। এই কাহিল অবস্থায় নাড়ানাড়ী না করে, সে একটু সারলে সব আনলেই পারতেন।

শ্ব। ওই পরামর্শটুকু দেবার জন্যে তুমি যদি তোমার বাড়ী থেকে এতদূর এসে থাক, তা হলে ফিরে যেতে পার। কোনরূপ পরামর্শের আমার এখন বিশেষ অনাটন নাই।

ন। হতে পারে, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্চেন যে মনু আমার ছেলে—আমার অজ্ঞাতে তাকে স্থানান্তরিত করা আপনার অধিকার-ভুক্ত কার্য্য হয়নি।

শ্ব। আমার কন্যাকে স্থানান্তরিত করা আমার অধিকার-ভুক্ত।

ন। আপনার কন্যা আমার স্ত্রী; আমি বর্ত্তমানে তার ওপরই বা আপনার কিসের অধিকার, তাওতো ভাল বুঝতে পাচ্চি না।

শ্ব। বাবু! আমার অন্য কাজ আছে—অধিকার-বোধ শিক্ষার প্রয়োজন হলে তোমায় সংবাদ দেব, এখন আমায় অব্যাহতি দাও। কথা-বার্ত্তা ত বেশ চাণক্য পণ্ডিতের মত, এদিকে ত স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানে অক্ষম।

ন। আপনার ও আক্ষেপে এখন ফল কি—কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে পিতার অবিবেচনাশীলতার পরিচায়ক মাত্র। সুপাত্রে কন্যাদান করেননি কেন? যাক্, আমি আপনার বাড়ীতে আহারের জন্য আসিনি—আপনি কার্য্য করুন, আমি একবার বাড়ীর ভিতর মনুকে দেখে চলে যাচ্চি। বিহিত যা পরে ধার্য্য হবে!

শ্ব। মনু এখন একটু ঘুমুচ্চে, তাকে গিয়ে বিরক্ত কোরো না।

ন। তার বিরক্তি অবিরক্তি আপনা অপেক্ষা আমি কি ভাল বুঝি না?

শ্ব। তোমার বাড়ীতে তুমি ভাল বোঝ, আমার বাড়ীতে আমি ভাল বুঝব। অকর্ম্মা, অক্ষম, লোকগুলো মাত্রেই কাজিল হয়। আমার

৫০ বৎসর বয়স হতে যায়, ডেঁপো ছোকরার বক্তৃতা আমি বিস্তর শুনেছি—তোমার ও বক্তৃতা স্থানান্তরে বর্ষণ করগে। একটা হতভাগা বংশে পড়ে মেয়েটার হাড় কালী হয়ে গেছে—

ম। বটে ? আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করায় তোমার বংশ পবিত্র হয়েছে জান ? কে তুমি ? তোমায় জানে কে ? তোমায় চেনে কে ? সম্বন্ধে নম্য বলে অনেক সয়েছি। কোন্ অধিকারে তুমি আমার অজ্ঞাতসারে, আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে আমার স্ত্রী পুত্রকে নে আস ? দাও, এখনি এই মুহূর্ত্তে আমার স্ত্রী পুত্রকে আমার কাছে এনে দাও। কিশোরি ! কিশোরি ! বাইরে এস, মন্টুকে নে এস, এখনি আমার সঙ্গে বাড়ী চল।

অ। দূর হয়ে যা আমার বাড়ী থেকে—চেঁচামিচি করিস ত গলা ধাক্কা দে রাস্তায় বার করে দেব। এ তোর মত ছোটলোকের বাড়ী নয়, যে দিন রাত্তির চেঁচানিতে কাক চিলের তিষ্ঠোবার জো নেই। বেয়াদব ! পাজি !

ম। কিশোরি !—কিশোরি !

(ভিতরে প্রবেশোদ্যম)

অ। (বাধা প্রদান) তেওয়ারি ! তেওয়ারি !

(তেওয়ারীর প্রবেশ)

তে। হুকুম।

অ। হামকো পুছনা বেগর, কাহে তুম আদমী লোগকা ভিতর আনে দেতা ? এ মাতোয়ালাকো নিকাল দেও, আবি নিকাল দেও, কুঠিসে।

ম। কিশোরি ! কিশোরি ! কিশোরি ! আসবে না ? শুনবে না ?

তে। (মণীন্দ্রকে জোরে ধাক্কা প্রদান, ও মণীন্দ্রের পতন)

ম। চাই না—তোমার মেয়েকে চাই না—আমার ছেলেকে দাও, নইলে আমি পুলিস ডাকব—

অ। নিকাল দেও—হাম বোলতা হামারা জুতি লেও জুতি মারকে নিকাল দেও—শুয়ারকা বাচ্ছাকো—(মণির দিকে পশ্চাত ফিরিয়া অন্নদা বাবুর পাদচারণা)

তে। (মণিকে প্রহার করিতে করিতে বহিষ্করণোদ্যম)

ম। গেলুম! মনুকে দাও, তোমার কন্যাকে আমি ত্যাগ কল্লুম—জন্মের মত পরিত্যাগ কল্লুম—পাপিষ্ঠা রমণী আমার এই নির্য্যাতন উপভোগ কচ্চে। আমার মনুকে দাও—এ নরকে এক মূহূর্ত্তও আমি থাক্‌তে চাই না—আমার পুত্র আমায় ফিরে দাও।

তে। শালা মাতোয়ালা! চিল্লানেকো আউর. জায়গা মিলা নেই? নিকালো— (ধাক্কা প্রদান)

(মণির দ্বারবহির্ভাগে পতন)

হাম, মালুম কিয়া শালা আপকো কই তাঁবেদার হোগা, ও কোন হ্যায়?

অ। বয়ঠো বাহার—অন্দরমে ও আউর নেই ঘুসে, খবরদার।

তে। যো হুকুম। (ঝীর প্রবেশ)

ঝী। (সোৎকণ্ঠায়) বাবা! শিগ্‌গির বাড়ীর ভেতর আসুন। বাইরে গোলমালের সময় দিদিমণি তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে যেই নাব্বে, অমনি পড়ে গে অজ্ঞান হয়ে গেছে, দাঁতকপাটী লেগেছে; আমি মুখে মাথায় এত জল দিলুম জ্ঞান হচ্চে না। কেমন বোধ হচ্চে, শিগ্‌গির আসুন, ডাক্তার আনুন।

অ। অ্যাঁ! (উভয়ের বেগে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্যামপুর।

পথ।

সারদা ও ব্রজ।

ব্র। শম্ভু আসছে—

সা। তাই ত, তুই একটু সরে দাঁড়া—ওকে আমায় একটা কথা জিজ্ঞেস কত্তে হবে, তোকে দেখ্‌লে দাঁড়াবে না।

(ব্রজর বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)

শম্ভুর প্রবেশ

সা। আরে শম্ভুচাঁদ যে! এত দিন একেবারে গা ঢাকা দেছ কেন বল দেখি? আমি এই তোমারই বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলুম। চল, আমাদের বাড়ী চল।

শ। না। ভাই! আমি আর বাড়ী থেকে বেরোব না প্রতিজ্ঞা করিছি।

সা। আমাদের অপরাধ? মাইরি! তোমাকে ক'দিন না দেখে এমনি মনটার ভেতর হয়েছে। সে দিন ব্রজাও তোমার জন্যে দুঃখ কচ্ছিল।

শ। ঝাঁটা মার ব্যাটার মুখে। সেই ব্যাটাই ত আমার সর্ব্বনাশের গোড়া। এখন দেশ শুধ্‌ধু লোক আমার পেছনে লেগেছে। রাস্তায় বেরুলে সব ব্যাটারা, যেন বাঘের পেছনে ফেউ লাগে। এত দেশে মড়ক হয়, এ লক্ষ্মীছাড়া দেশে ত হবে না।

সা। সে দিন কর্ত্তার সঙ্গে অতক্ষণ ধরে কি কথাবার্ত্তা হল, তা আমাকে একবার বল্লেও না।

শ। ছাই কথা হল—কথা আবার কি? ককতগুলো গাছ কেটে ফেলবেন, বল্লেন। বুড়ো হয়ে তাঁর বাহাত্তুরে ধরেছে। সে দিন আমার সঙ্গে শেষে যে কীর্ত্তিটা কল্লেন! দুঃখের অবস্থায় পড়ে অনেককেই চিনে নিলুম।

সা। গাছ কাটবেন কি?

শ। তিনিই জানেন, কি বল্লেন একটা কেটেছেন, আর বাকীগুলোও কাট্‌বেন—পেছনের বাগানের বুঝি? চুলোয় যাকগে ভাই! আমি আর কারও কথায় থাকব না, আমার কথায়ও যেন কেউ থাকে না। গরীব লোক, দুঃখু চিন্তে করব, থাকব। কাজ কি পরের কথায় জড়িয়ে?

সা। এই ক'দিনের ভেতর যে তুমি একেবারে পরমহংস হয়ে গেছ, দেখচি। ছেলেমানষী কোরো না, আজ বিকেলে যেও। বড় দরকার আছে, যদি না যাও নবাকে দিয়ে তোমায় ডাকতে পাঠাব।

শ। খবরদার! খবরদার! তাকে পাঠিও না। কেন একটা খুনো-খুনি ঘটাবে? সে দিন সে ব্যাটা হড়কে পালিয়েছে বলে, আর আমার হাতে পড়লে রক্ষে থাকবে না। আমি তোমায় বলে দিচ্চি, সে ব্যাটা কখনও যেন আমার সুমুখে পড়ে না।

সা। আচ্ছা, তোমার এ হল কি? তুমি কি সত্যি সত্যিই খেপলে? ওদের কথায় রাগো বলেই তো ওরা রাগায়। দুদিন যদি না রাগো, যদি ওদের কথা হেসে উড়িয়ে দাও, তা হ'লে আর কি ওরা তোমায় রাগাতে আসবে? খ্যাপো বলেই খেপিয়ে সুখ পায়, না খেপলে খ্যাপায় কাকে?

শ। আমি-ও'কে দিন- রাগিনি, রেগেছে রেগেছে কোরে, আমাকে রাগালে।

সা। আচ্ছা, আমার হাতে হাত দাও দেখি। বল, আর মোটে রাগবে না, যে যা বলবে হেসে ওড়াবে, শুনেও শুনবে না, যেন কে কাকে বলছে—

শ। আচ্ছা, এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্বি কল্লুম, হেসে উড়িয়ে দোব—আমার গায়ে গণগণে আগুণ ছড়িয়ে দিলেও আর আমি রাগ করব না, হেসে উড়িয়ে দোব।

সা। দেখো?

শ। দেখো।

সা। দেখো?

শ। দেখো।

সা। দেখো?

শ। দেখো।

সা। বস্ তিন সত্যি। তবে বিকেলে আমাদের বাড়ীতে যাবে?

শ। কায কি ভাই? সেই বেজা ব্যাটাচ্ছেলে—আছে

সা। আবার সেই কথা? আর বেজা কোথায়? বেজাতো শয্যাগত—তার যে বড় ব্যাম—সে যায় যায়—জ্বর, বাত, উঠতে পারে না।

শ। অইদেখ, অত বাড়াবাড়ী সইবে কেন? বাড়লেন আর পড়লেন। এমনি মজাটি—আমার সঙ্গে বাদ করে ক'দিন বাঁচবে জাদু? তাকে কি আর উঠতে হবে? অই শোয়া শেষ শোয়া। তুমি দেখে নিও সারু! আমার কথা মিলিয়ে নিও।

সা। যাক, তা'হলে ও বেলা যাচ্চ।

শ। নিশ্চয়, যাবই। আমি কদিন যাব যাব ভাবছিলুম, হয়ে ওঠেনি। (সত্রাসে) সারু, এখন যাই। (দ্রুত গমনোদ্যম)

সা। কি হল আবার? শোন—শোন।

শ। না ভাই! ওই এক দঙ্গল ছেলে আসচে। ওই ছোট লোকের ব্যাটাদের জ্বালায় আমার পথ চলবার জো নেই।

(ব্রজের বৃক্ষান্তরাল হইতে নিষ্ক্রমণ)

ব্র। ওদের আগে ত আপাততঃ ব্রজবাবুর প্রবেশ। কোথায় যাবে ঠাকুরদা! এত দিনের পর দেখা। তুমি আমায় এতটা ভালবাস তা ত আগে জানতুম না, লুকিয়ে আজ তোমার প্রেমটা বুঝে নেওয়া গেল।

সা। (শম্ভুর প্রতি জনান্তিকে) হেসে ওড়াও, হেসে ওড়াও, বেশী কথা বলবার সময় নেই, হেসে ওড়াও।

শ। (মলিন হাস্যের সহিত) তবে যে শুনছিলুম তোর ব্যাম রে ব্যাটাচ্ছেলে! তুই যাস যাস—

ব্র। তোমাকে না যাইয়ে, আমাদের যাওয়াটা কি ভাল হয় ঠাকুর দা!

শ। (হাসিতে ২) তোর বাবাকেলে ঠাকুরদা'রে ব্যাটা!

ব্র। তোমাকে হরিবোল দে আগে জলসই করি, তবে ত?

শ। দেখ সারু! বাড়াবাড়ী কচ্চে।

সা। হেসে ওড়াও দাদা! খুব সাবধান, হেসে ওড়াও।

শ। (হাসিতে ২) সে দিন আর নেই, এখন আর আমি রাগি না। বয়ে গেছে রাগ কত্তে, কি বল সারু! বকে মরে মরুকগে না, শালার-বেটা-শালা। রাগলে এতক্ষণ ঐ মুখ ভুজিয়ে সোজা কত্তুম।

ব্র। আর রাগো না, তা কি যানি না? এখন ত নিজেই মালা জপ, আর হরিবোল—হরিবোল—কর।

শ। শালার কথা শোন সারু! তুমি যে বল, দেখ দেখি আমার দোষ আছে?

সা। খুব হুঁসিয়ার ভাই! হেসে ওড়াও, হেসে ওড়াও, হাস—হাস।

শ। (কষ্টে হাসিয়া) আমি যাই ভাই, পাঁচ শুধেকোর ব্যাটাদের মুখ না দেখাই ভাল। যে ছোটলোক ব্যাটারা হেসে উড়িয়ে দিলেও তবু বলে, তারা কি আবার মানুষ?

(বালকের দলের প্রবেশ)

বা দ। বল হরি, হরিবোল, বুড়ো মড়াকে খাটে তোল।

সা। (শম্ভুর প্রতি) ভ্যালা মোর দাদা! এই সময় হেসে

শ। হাসচি ত সারু! তবু ব্যাটারা ছাড়ে না কেন ভাই? তুমি একট বলে দেখ না।

সা। হেসে ওড়াও, হেসে ওড়াও, হুঁসিয়ার! রাগ কোরো না।

(শম্ভুকে বেষ্টন করিয়া)

বা দ। বল হরি, হরিবোল, বুড়ো মড়াকে খাটে তোল—

শ। আচ্ছা, না রেগে হাসতেই হাসতে ব্যাটাদের যমালয়ে পাঠাই দেখ সারু! পালাস কেন—ওরে ও ছোট লোকের ছেলে ব্যাটারা! পালাস কেন?

বা দ। বলহরি, হরিবোল, (ইত্যাদি)

(হাসিয়া উড়াইতে উড়াইতে শম্ভুর বালকগণের সহিত সম্মুখ সমর, পতন, উত্থান, পলায়ন এবং বালকগণের পশ্চাদ্ধাবন)

ব্র। হেসে ওড়ালে না, উড়ল।

সা। এ হল কি?

ব্র। কঠিন ব্যায়রাম।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

মণীন্দ্রের বৈঠকখানা।

কমলাকান্ত ও তিনকড়ি।

ক। কত দেরী হবে ?

তি। এলেন বলে। তবে এসেই আবার তাঁকে এখুনি যেতে হবে। আজ মেইল ডে, আজ সারাদিন তাঁর নিশ্বেস ফেলবার অবকাশ নেই। তবে সেই সন্ধ্যাবেলা একেবারে নিশ্চিন্দি হয়ে এসে, খানিক-ক্ষণ থাকতে পারবেন। আজ ক'দিন হল ?

ক। তিন দিন। পরশু দুপুরবেলা জ্বর হয়েছে, সেই দিন, রাত্তির থেকেই অজ্ঞান। জ্ঞান আর কিছুতেই হচ্চে না। দু'দিন দু'রাত্রি চোক চায়নি। কি হবে তিনকড়ি বাবু ?

তি। ভয় কি ? মা রক্ষা করবেন। কিছু ভয় নেই।

ক। বাবু কি বিরক্ত হলেন ?

তি। মহাভারত! বাবু কি বিরক্ত হবার লোক ? এ কালে অমন মানুষ জন্মায় না মশায় ! বিশেষ মণিবাবুর ওপর তাঁর প্রাণ ঢালা। এই যে গাড়ী লাগল।

(জগদীশবাবুর প্রবেশ।)

জ। (কমলাকান্তকে প্রণাম করিয়া) তার পর—ব্যাপার কি ? বিছেন থেকে উঠতে পাচ্ছে না ?

ক। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কি হবে বাবু—কি হবে। বাবা দু'দিন দু'রাত্রি চোক চায়নি, অজ্ঞান, ডাকলে সাড়া নেই। বাবু! রক্ষা করুন।

জ। চুপ কর, ঠাকুর! বিপদের সময় ব্যস্ত হতে নেই। কোথাও চোট টোট বেশী লেগেছে।

ক। চোট দু' তিন জায়গায় লেগেছে, তবে কতটা লেগেছে তা আমি কেমন করে বলব।

জ। তুমি যখন গেলে, তখনও রাস্তায় পড়ে রয়েছে?

ক। ওঁর এখান থেকে যাবার রকম দেখেই আমার কেমন মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভেবে চিন্তে আমিও বেরুলুম। ওঁর শ্বশুর-বাড়ীর সুমুখোসুমুখী হয়ে দেখি, দু'জন ভদ্রলোকের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে ২ আসচেন, কপাল দে রক্ত পড়চে। আমাকে দেখেই কেঁদে উঠে বল্লেন, কমল! আমায় নিদ্দম মেরেছে, বলেই শ্বশুর-বাড়ীর দিকে দেখিয়ে দিলেন। আমি রাগে অন্ধকার দেখলুম। সেইখান থেকে এক লাফে ওঁর শ্বশুর-বাড়ীর রকে উঠে, দরজায় ঢুকতেই এক বেটা দরওয়ান আমায় দেখে তেড়ে উঠল, অমনি তাকে এক লাঠি। ব্যাটা চেঁচিয়ে উঠে ভুঁই নিলে; এমন সময় রাস্তার কতকগুলি ভদ্রলোক এসে, আমাকে ধরে বাড়ীর বার করে নিএসে বুঝুতে লাগল। আমার যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গ্‌ল। পাশে একখানা ভাড়াটে গাড়ী যাচ্ছিল, তাইতে বাবুকে তুলে বাড়ীতে নিএলুম। এই ঘটনার তিন দিন আগে থেকে বাবুর স্নানাহার বন্ধ, শ্যামপুর গিছলেন।

জ। হুঁ লাঠি গাছটা ওর শ্বশুরের মাথায় পড়লেই ঠিক হত।

ক। কি হবে বাবা! বাবুর কবে জ্ঞান হবে?

জ। ভয় কি তোমার? ব্যাম কি আর হয় না—ভাল হবে চিন্তা কি? ডাক্তার এয়েছেল?

ক। ডাক্তার বাবুকে কাল খবর দেওয়া হয়েছিল, আসবেন বলেছিলেন,

আসেননি। আজ আবার এখুনি আসবার কথা আছে—বলেছেন ৯টার সময় আসবেন—তা ৯টা ত প্রায় হল। তাঁরও কিছু পাওনা হওয়ার দরুণ, এখনী ততটা চাড় নেই।

জ। সেই ত মণির ছেলেকে দেখে ?

ক। আজ্ঞা হাঁ।

জ। তবে আর কি, সে ত অনেক পয়সা খেয়েছে ?

ক। তা ওষুধে, ভিজিটে, গেল তিন বছরে আট দশ হাজার টাকা খেয়েছেন। বিলেত ফেরত বড় ডাক্তার, ভিজিটই ত আট টাকা।

জ। হুঁ।

ক। আপনি বই বাবুর আমার ত্রিকুলে এখন কেউ নেই। যে স্ত্রী পুত্রের জন্যে বাবু আজ পথের ভিখিরী, তাদের হতেই বাবুর আমার আজ এই অবস্থা হল। নইলে মাতামর চক্ষের তারা ছেলেন, সে মাতামোই বা পর হবে কেন, আর নিজের পৈতৃক যা খুদ কুঁড়ো ছেল, তাই বা ঘুচবে কেন ? (সরোদনে) বাবা ! আমার বাবুকে বাঁচাও ; বড় দুঃখী মণি বাবু, তাকে তুমি বাঁচাও বাবা !

জগদীশ্বর তোমায় রাজ-রাজেশ্বর কর্ব্বেন।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

এই যে ডাক্তার বাবু এয়েছেন ?

ডা। কি হয়েছে মণি বাবুর ?

ক। বড্ড ব্যারাম, ডাক্তার বাবু !

ডা। কাল আমার আসবার খবর না দিয়ে, তিনি আমার ডাক্তারখানায় গেলেন না কেন ?

ক। আজ তিন দিন তিনি শয্যাগত, অজ্ঞান।

ডা। আজ সকালে পাল্কী করে নেগেলে না কেন?

জ। সে ব্যায়রামী—তার ওপর পাল্কী আনিয়ে তাকে তুলে আপনার কাছে নেযান—তার চেয়ে আপনি সুস্থ শরীর, নিজের গাড়ী ঘোঁড়াও আছে, রোজ সকালে সারা সহরটা ঘুরেও বেড়াতে হয়, সেই ঘোরার মাথায় একবার নয় এসে দেখেই গেলেন, তাতে আর মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েছে কি? মোকদ্দমা ত গোটাকতক টাকার, তা হবে অখন, আপনি ঠাণ্ডা হোন। আর গরীবের আট দশ-হাজার ত খেয়েওচেন—

ডা। You are a fine chicky fellow! কে তুমি?

জ। বাবা! তোমার সঙ্গে এখন চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ কত্তে পারি না। এক দেখ্‌বে ত দেখ, নইলে পাতলা হও, আমরা অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করি।

ড। You may please yourself any way you like.

জ। সেই ভাল। তিনকড়ে!

তি। আজ্ঞে।

জ। গাড়ী নিয়ে ডাক্তার হরিশ বাবুর কাছেগে মণির অবস্থাটা বলে আমার নাম করে বলবি, আধ ঘণ্টার ভেতর যেন তিনি আর এক-জন কি দুজন বড় সাহেব ডাক্তার সঙ্গে, এইখানে আসেন। যা খরচ লাগে। আর বাড়ীতে গে চাকর, একটা বামুন, পাঠিয়ে দিবি। তিনচার্ দিন, যে ক'দিন মণির অসুখ সারে, অন্ততঃ কমে, আমি এখান থেকে নড়তে পার্ব্ব না। কোন বিশেষ দরকার হলে, বা দরকারী কাগজ পত্র এলে, বাবুদের এখানে নি' আসতে বলবি, বুঝলি? আর তুই বিকালে আসবি।

তি। যে আজ্ঞে—আজ মেল ডে—

জ। আমি যখন এই রকম অজ্ঞান হব, তখন কে যেন ডে দেখ বাবা! যা।

(তিনকড়ির প্রস্থান)

জ। ঠাকুর! চল দেখি, মণির ঘরে যাই, দেখি। মণির সে পিসি ঠাকরুণ গেলেন কোথায়?

ক। হরি হরি! তিনি কাল তল্পি তল্পা বেঁধে, কোথায় কে এক তাঁর দ্যাওর-পো আছে, তার বাড়ীতে যাত্রা করেছেন।

জ। বাঃ! ছোকরা ভাগ্যবান!!

(উভয়ের অন্দরাভিমুখে প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম দৃশ্য।

শ্যামপুর—তারক বাবুর কক্ষ।

বিকাশ বাবু, তারক বাবু, ও শম্ভু।

বি। চার বৎসর—

তা। চার বৎসর?

বি। তিন বৎসর, দশমাস, তা হলেই চার বৎসর বল্‌তে হবে।

তা। কেউ কিছু বল্‌তে পাল্লে তা—কোথায় আছে, কি কোথায় গেছে? কি এমন কোন বন্ধুবান্ধব পেলেন না, যার কাছে চিঠি পত্র পাঠায়?

বি। জনপ্রাণী না—সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। আছেন কি না আছেন, সে বিষয়েও অনেকের দারুণ সন্দেহ।

তা। বটে আপনি স্বয়ং সন্ধান করেছিলেন?

বি। কলিকাতায় আমি স্বয়ং করেছিলাম। যে তারিখে আপনার পত্র আমাদের আফিসে পঁহুছায় তার পর দিন থেকে আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করি। মণীন্দ্র বাবু ইদানী বাগবাজারে থাক্‌তেন, সেখানে তাঁর বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়াদি সকলের কাছে পৃথক পৃথক গিয়ে জিজ্ঞাসা করি; সকলের কাছেই প্রায় শেষ ঐ কথা—নিরুদ্দেশ—কোথায় বল্‌তে পারেন না।

তা। তার সংসারে কে কে ছিল?

বি। স্ত্রী, এক রুগ্ন পুত্র, পিসীমা, এবং তাঁর পিতার আমলের তাঁদের গমস্তা এক ব্রাহ্মণ, নাম কমলাকান্ত।

তা। কমলাকান্ত—কমলাকান্ত—হঁ, ছিল বটে। তা এদের সঙ্গে দেখা কত্তে পেরেছিলেন ?

বি। চেষ্টার ত্রুটী করিনি। স্ত্রী পুত্র তাঁর শ্বশুরালয়ে। সেখানে যাই, তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাত করি, তিনি তাঁর মাতুলের উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে আজকাল কলকেতার একজন চৌধুরীওলা মস্ত আমীর। দরওয়ানদের ভিড় ঠেলে কষ্টে দেখা কল্লেম বটে, কিন্তু কোন কায হল না—মণীন্দ্র বাবুর নাম উচ্চারণ করবামাত্র আমাকে স্বস্থানে প্রস্থানের উপযোগিতা জ্ঞাপন করে বল্লেন, সে নাম তাঁর গৃহে নিষিদ্ধ।

তা। যাক্, আপনি উইলের খসড়া এনেছেন ?

বি। এনেছি, পড়ি শুনুন।

তা। সময়ান্তরে—মোটের উপর বলুন।

বি। মোটের ওপর আপনি যেমন যেমন বলেছিলেন। আপনার অবর্ত্তমানে আপনার সমস্ত ভূসম্পত্তির অর্দ্ধেক আপনি আপনার দৌহিত্র শ্রীমান মণীন্দ্রনাথ রায়কে, বা উক্ত মণীন্দ্রনাথের অবর্ত্তমানে, তাঁহার স্ত্রী অথবা পুত্র বা পৌত্র যে কোন ওয়ারেশ জীবিত থাকিবে তাহাকে, দান করিলেন। বক্রী অর্দ্ধেকের, আপনার অবর্ত্তমানে আপনার অন্য দৌহিত্র শ্রীমান্ সারদাপ্রসাদ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দাসীকে পৃথক এবং সমান ভাবে, উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিলেন। উক্ত সারদাপ্রসাদ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মোক্ষদাসুন্দরী ইচ্ছানুসারে একত্রে, অথবা পৃথকভাবে, তাঁহাদের প্রাপ্ত সম্পত্তির মালিকানী-সত্ব যাবজ্জীবন ভোগদখল করিতে পারিবেন ; দান বিক্রয়ের ক্ষমতা থাকিবে না ; তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের ওয়ারেশগণ ঐ সম্পত্তির অধিকারী থাকিবেন।

পরন্তু তাঁহাদের ওয়ারেশ অবর্ত্তমানে, তাঁহাদিগের অধিকার-সত্ব উক্ত মণীন্দ্রনাথকে বা তাঁহার ওয়ারেশগণকে পঁহুছিবে। আপনার সঞ্চিত নগদ টাকার ৫০০,০০০ আপনি আপনার গৃহস্থ পৈতৃক বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিলেন, ঐ টাকার সুদে তাঁহার সেবাদি সম্পন্ন হইবে। বক্রী সমস্ত টাকার মধ্যে দাস দাসী এবং অন্যান্য দুই এক জনকে আপনার ইচ্ছানুযায়ী দান বাদে অবশিষ্ট, আপনার প্রথমোক্ত দৌহিত্র মণীন্দ্রনাথ, বা তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার ওয়ারেশগণ, সম্পূর্ণ অধিকারী। আপনার স্থাবর সম্পত্তি—

তা। আচ্ছা, ঐ হলেই হবে। রেজেষ্টারী হবার আগে আমাকে একবার আপনারা দেখাবেন ত, না দেখে ত আর আমি সই কচ্ছি না।

বি। তার আর সন্দেহ আছে? কুড়িবার যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তো কুড়িবারই আমাদের বদল কত্তে হবে।

তা। তা বড় আশ্চর্য্য নয়, কত দিন যে এমন করে আমাকে বাঁচতে হবে, তা কিছুই বলতে পারি না। নবা! বাবুর স্নানাহারের উজ্জুগ কর।

ন। যে আজ্ঞে। বাবু আপনি বাইরে আসুন।

বি। চল। (তারক বাবুর প্রতি) যাবার আগে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত হবে?

তা। হবে বৈ কি।

(বিকাশ বাবুর ও নবার প্রস্থান)

তা। শ্রীহরি! শ্রীহরি! শ্রীহরি!

শ। ছি ছি ছি আপনার—আমি এখন তবে যাই মশায়!

তা। আচ্ছা শঙ্কু বাবু! এখন যাও। আমি তোমায় ডেকেছিলাম,

তোমাকে আমার উইলের একজন সাক্ষী হতে হবে। তা আজ হল না, যেদিন দরকার হবে তোমায় খবর দেব।

শ। আচ্ছা, এখন তবে আসি।

(প্রস্থান)

তা। হতভাগা আমাকে ছুরী মেরে, নিজে মল। ভগবান! ভুলের মাশুল যে ভয়ানক বুক-শূল দেখছি।

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। কর্ত্তাবাবু গো! আমার কি কল্লে গো! ওগো তুমি কুইল কচ্চ গো! ওগো আমার কালীর কি কচ্চ গো! ওগো আমরা যে জন্মের মত গিইচি গো!

তা। রাম রাম! আমি চমকে উঠিছি। আমি কুইলই নয় কচ্চি, আমি ত এখনও মরিনি বাছা! তুমি অত চীৎকার করে কাঁদচ কেন?

ঝী। কেন কাঁদচি তা কি বলব। ওগো মাথার ভেতর যে আগুন জলচে। ওগো কুইলে আমাদের মা ঝীর একটা বন্দোবস্ত কর। আমরা কোথায় দাঁড়াব গো, আমাদের ভিক্ষে চাইলে, ভিক্ষেও যে কেউ দেবে না গো!

তা। তুমি আমার বাড়ীতে বিস্তর দিন দাসীবৃত্তি করেছ, কচ্চও। যে রকম উচিত বুঝিছি সেই রকম বন্দোবস্ত তোমাদেরও করিচি। আর এক কথা, আমার মৃত্যুই যদি হয়, তো সারদা বাবুর কাছে থাকিবে, তোমাদের ত কেউ তাড়ায় নি।

ঝী। বাবু! সেদিন যেন না হয়! তাহলে এ বাড়ীতে আর জল ছোঁব না। আমরা দুঃখী গরীব, ছোটলোক; তা বলে কি আমাদের ঘেন্না নেই? নদীতে ডুবে মর্ব্ব, না খেতে পাই দাঁতে দাঁতে টিপে

পড়ে থাকব, তবু বড় বাবুর মুখ দেখ্‌তে পার্ব্ব না বাবু। বাবু! আমাদের একটা সুবন্দোবস্ত আপনি কর। ওগো! শুঁড়োটুকুর কি হবে গো!

তা। তুমি কি বলচ আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্চি না—কি, হয়েছে কি? খুলে বল দেখি—

ঝী। আপনার সুমুখে কি বলব বাবু! তা বলতে পার্ব্ব না, কর্ত্তাবাবু! আপনি একটা যা হোক আমাদের কিছু কর। যখন হয়েছে তখন তাকে তো মেরে ফেলতে পার্ব্ব না। শুঁড়োটুকুর একটা কিনারা কর বাবু!

তা। কার শুঁড়োটুকুর?

ঝী। কোন মুখে বলি—আমার কালামুখী মেয়ের—

তা। তোমার মেয়ের কি ছেলেপুলে আছে?

ঝী। এখনও হয়নি—তবে ও মাস আর কাটবে না—

তা। সে কি? তোমার মেয়ে গর্ভবতী?

ঝী। (নিরুত্তর)।

তা। সে না বিধবা?

ঝী। ওগো বড় বাবু সে বিধবার সর্ব্বনাশ করেছেন। সে সর্ব্বনাশী বড় বোকা, ভাল মানুষ, তাই বুঝে বড় বাবু তার মাথায় বজ্রাঘাত করেছেন—তার ধর্ম্মের পথে জন্মের মত কাঁটা দিয়েছেন।

তা। (মৌনান্তে) ঝি! সকলে তোমার এ কথা বিশ্বাস করবে কি?

ঝী। বাবু! আমার মিথ্যে বলে লাভ কি? এ পাপ কথায় আমার মুখে কালি পড়া বই, আমার কি গৌরব আছে? বাবু! আমি বামুনের পায়ে হাত দে বলব, গঙ্গাজলে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে বলব, কালীঘাটের কালীর মন্দির ছুঁয়ে বলব—

তা। ঝি! তুমি এখন যাও। আমি তোমার বিষয় বিবেচনা কর্‌ব।

ঝী। বাবু!

তা। আর কথা কয়ো না—এখন যাও। (ঝীর প্রস্থান)

নবা!

(নবার প্রবেশ)

তা। শিগ্‌গির আমার কাছে একবার মোক্ষদাকে ডেকে দে, বল্‌বি এথ্‌খুনি আসে। তোর আস্‌বার দরকার নেই।

(নবার প্রস্থান)

(কিয়ৎক্ষণ পরে মোক্ষদার প্রবেশ)

মো। আমাকে ডাকচেন?

তা। হাঁ বোস। (মোক্ষদার উপবেশন) মোক্ষদা! তুমি সম্পর্কে আমার নাত্‌-বৌ, কিন্তু আমি তোমাকে দাদা-শশুরের চক্ষে কখন দেখিনি। তোমার বাপের মত বন্ধু সংসারে আমি কখন পাইনি, আর পাবার দিনও নেই। তোমার বাপ তোমায় যে চক্ষে দেখ্‌তেন, আমি তোমায় সেই চক্ষেই বরাবর দেখে এসেছি, এখনও দেখি। তুমিও আমার স্নেহের যথেষ্ট প্রতিদান দিয়েছ। বল্‌তে কি, হাজার অসুখের মধ্যে, তোমার সেবা যত্নের সুখেই আমার এ বয়সের এ ক'টা দিন সচ্ছন্দে কাটচে। মোক্ষদা! আমি আজ তোমার কাছ থেকে একটা গুরু ব্যাপারের তত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ব; তুমি জ্ঞানবতী, বিদূষী, অকারণ-লজ্জা পরিত্যাগ করে, বালিকা কন্যা পিতার নিকট যেমন অবাধে মনোভাব প্রকাশ করে, তুমি তেমনি করবে কি?

মো। কর্ব্ব। কি বলুন?

তা। আমি উইল কচ্চি শুনে, আমাদের বাড়ীর ঝী আমার কাছে এই-

মাত্র কেঁদে এসে পড়েছিল, এবং তোমার স্বামীর নাম তার কন্যার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে, একটা কুৎসিত অভিযোগ কচ্ছিল। তোমার জ্ঞানতঃ সে অভিযোগ কি প্রকৃত ?

মো। আমার জ্ঞানতঃ প্রকৃত।

তা। প্রকৃত ?

মো। আমার জ্ঞানতঃ প্রকৃত।

তা। তুমি সত্য বল্‌ছ ?

মো। আপনার সুমুখে আমি কখন মিথ্যা বলিনি, আর অকারণে মিথ্যা বলাও আমার অভ্যাস নয় ; আর এ মিথ্যায় আমার গৌরব নেই—বরং—

তা। তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার সদ্ভাব নাই ?

মো। আজ তিন বৎসর আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিনি।

তা। কারণ জিজ্ঞাসা কত্তে পারি ?

মো। জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে আপনি আমার পরম শত্রু যে—তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন—আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন, তিনি ভিন্ন আমার অন্য শত্রু নাই—এ অসদ্ভাবের কারণের লোকাচার-অনুযায়ী অপরাধ, আমার ভাগে নয়।

তা। তোমাকে অবিশ্বাস করি না ! যাও।

মো। আপনি এখনও স্নান করেন নি ?

তা। করি। আর এক কথা, সপ্তাহ মধ্যে আমি কল্‌কেতায় যাব স্থির করেছি, তুমি প্রস্তুত হয়ো।

মো। (সচকিতে—স্বগত) পরমেশ্বর ! এ কি শুন্‌লেম ! (প্রকাশ্যে) হব। (মোক্ষদার প্রস্থান

তা। নবা!

(নবর প্রবেশ)

উকিল বাবু স্নান কচ্চেন ?

ন। এইবার তেল মাখ্‌বেন।

তা। যদি এখনও না মেখে থাকেন, তো একবার বল্ আমার সঙ্গে দেখা করে যান।

ন। যাই।

(নবর প্রস্থান ও বিকাশ বাবুকে লইয়া প্রবেশ)

তা। (নবর প্রতি) তুই যা।

(নবর প্রস্থান)

(বিকাশ বাবুর প্রতি সহাস্যে) আপনি এই কতক্ষণ হল কুড়ি-বার উইল বদলের কথা বলছিলেন; এত শিগ্‌গির যে তার আরম্ভ হবে, তা তখন ভাবিনি।

বি। কি বদলাবেন আজ্ঞা করুন। আমি নোট করে নিচ্চি। (নোট করিতে আরম্ভ)

তা। সবই ঠিক থাকবে; কেবল আমার বড় দৌহিত্র সারদাচরণকে যে আমার ভূসম্পত্তির সিকি অংশের মালিক নির্ণয় করেছিলাম, সেটা কোন কারণ বশতঃ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা কত্তে পাচ্চি না। তার পরিবর্ত্তে তার স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরীকে সারদাচরণের ঐ সিকি অংশের, অর্থাৎ মোক্ষদার নিজের সিকি অংশ আমার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশের, (মণীন্দ্রনাথের অর্দ্ধেক বাদে) একমাত্র উত্তরাধিকারিণী স্থির কল্লেম। সারদাচরণ ইচ্ছা কর্‌লে মোক্ষদা-সুন্দরীর প্রসাদ-ভোজী মাত্র হয়ে তার সংসারে থাকতে পার্ব্বে; কিন্তু সেটা প্রধানতঃ মোক্ষদার ইচ্ছা-সাপেক্ষ। নচেৎ বিগ্রহের

ভোগ থেকে দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছ মাত্র পাবে। আর মণীন্দ্রনাথকে যে নগদ টাকা সমস্ত আমি দিয়েছি, তাতে এই কড়ার প্রকাশ থাকে, যে মণীন্দ্রনাথ বা তার ওয়ারেশগণ আমার বাড়ীর পুরাতন পরিচারিকা মঙ্গলাদাসী, ও তার কন্যা কালীদাসী, বা তাদের অবর্ত্তমানে তাদের যদি কোন ওয়ারেশ বিদ্যমান থাকে, তাদের মাসিক পঞ্চাশ টাকা হারে বরাবর সাহায্য করতে থাক্‌বে।

বি। (বিস্মিত ভাবে) যে আজ্ঞে আমি নোট করে নিইচি।

তা। আর আপনাকে কষ্ট দেব না। আপনি স্নানাহার করুন গে। আজ বিকালেই রওনা হবেন ?

বি। আজ বিকালেই রওনা হব।

তা। আর একটা ভার দিই। আপনি কল্‌কেতায় পঁউছেই আমার বাড়িটী পরিষ্কার করিয়ে রাখ্‌বেন। আমি এই সপ্তাহের মধ্যেই বোধ হয় কল্‌কেতায় যাত্রা কর্ব্ব। আর উইলের সব ঠিক করে রাখবেন, গিয়েই যেন রেজিষ্টারী করা হয়।

বি। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

তা। নবা ! তেল নে আয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জগদীশ বাবুর আপিস।

জগদীশবাবু ও তিনকড়ি।

তি। কাল বিকালে অন্নদা বাবু এসেছিলেন, আপনি তখন বেড়াতে গিছলেন।

জ। কিছু বলে গেল ?

তি। বিশেষ এমন কিছু নয়, তবে দেখা হল না বলে দুঃখিত হলেন— আর আপনি অনেক দিন তাঁর বাড়ীতে যাননি কেন, জিজ্ঞাসা কল্লেন ?

জ। প্রায় আমায় নেযাবার জন্যে রোজ চৌঘুড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আমার ত আর সে শালার মত একটা দিগ্‌গজ মামা নেই, যে নিচ্চিন্দি হয়ে কেবল কুটুম্বিতে কর্ব্ব। আমাদের খেটে খেতে হয়।

তি। তা যাই হোক, আপনাকে বড় ভাল বাসেন। আপনার সঙ্গে অন্নদা বাবুর সঙ্গে, কি অনেক দিনের আলাপ ?

জ। রাম! অন্নদাকে আমি চিন্‌তুমও না। মণির সঙ্গে এদানী এক দিন কথায় কথায় পরিচয়ে বুঝতে পারুম, একটু দূর সম্পর্কে অন্নদা আমার ভগ্নীপতি হয়। তার পর সে ছোকরা ত সেই পালাল। এদিকে অন্নদা মামার সিংহাসন পেলে। পেয়ে এক দিন বাড়ীতে অনেককে নেমন্তন্ন করে, উপলক্ষটা সকলের সঙ্গে চেনা পরিচয় করা। অন্নদার মামার বাড়ীতে আমাদের কর্ত্তাদের যাওয়া আসা ছেল, সেই কারণে আমাকেও চিঠি পাঠায়। ভদ্রস্থের অনুরোধে অবশ্য আমাকে যেতে হল, নইলে সে ছোকরার সেই ঘটনায় আমার লোকটার উপর একটা বিষম বিতৃষ্ণা ছিল। সেই আলাপের সূত্রপাত। তার পর পরিচয়ে আমাদের সম্পর্কটা বেরিয়ে পড়ে, সেই পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। তা এ দিকে লোক ভাল, আমি মাঝে মাঝে কথায় কথায় এমন ত গাল দিই না—

তি। কাকেই বা রেয়াত করেন ?

জ। তা হাসে, বড় জোর তো বল্লে তুমি বড় মূর্খ। এক রকম বিকৃত-

কিমাকার লোক। মহা পণ্ডিত, আবার সময় সময় এমন কথা কইবে, যে ছোট ছেলেরা সে কথা শুন্‌লে হাসে।

তি। আমাদের সঙ্গেও অতি যত্নে করে, ঠাণ্ডা হয়ে কথা ক'ন। লোক বেশ বই কি। তবে মণি বাবুর বরাত—

জ। সে হতভাগাটার নাম করিসনি। নেমখারাম!—এ দিকে সেটার সেই ব্যায়রাম, ও দিকে তার স্ত্রী, অন্নদার মেয়ে কিশোরী, সেই সময় অন্নদার বাড়ীতেও যায় যায়। সেই মণের সঙ্গে যখন অন্নদার মারামারী হয়, সেই সময় কোত্থেকে পড়ে গিছল, না কি হয়েছিল। বাঁচবার কোনই আশা ছেল না, নেহাত পেরমাই ছেল কাযেই। তার পর তাকে নে অন্নদা এ দেশ সে দেশ ক'রে তিন বৎসর বেড়ালে। এই গেল বছর থেকে কলকেতা এসে আছে। আমাকে বড়ই যত্ন আত্তি করে, না গেলে দুঃখ করে, কাযেই প্রায় যাই। আর ঐ অন্নদার মেয়েটীও আমার এই আত্মীয়তাটা বজায় রাখবার এক প্রধান কারণ।

তি। তিনি কি আপনার সুমুখে বেরোন?

জ। বেরোয় বই কি। অন্নদার হুকুম, মামার সুমুখে বেরোবে তাতে লজ্জাটা কি? বাপের হুকুম, কাজেই বেরোয়। প্রথম প্রথম একটু আড়ষ্ট হয়ে বেরুত, তার পর অভ্যাসে দাঁড়াল, এখন বেশ কথাবার্ত্তা কয়! এমন মেয়ে দেখিস্‌নি তিনকড়ে! দেবতা— সাক্ষাৎ দেবতা। তাই বল্‌ছিলুম, আমার হামেসা অন্নদার বাড়ীতে যাবার একটা মহা কারণ সেই কিশোরী। অন্নদা বুঝতে পারুক না পারুক, তার মেয়ে বেশী দিন বাঁচবে না। দিন রাত্তির সে শুমে-শুমে মরচে। আমি বেশ বল্‌তে পারি, এক নিমেষের জন্যে তার জীবনে সুখ নেই। সুখ চুলোয় যাক, এক নিমেষও সে

পুড়ুনি থেকে নিস্তার পায় না। বাপ খুব লেখাপড়া শিখিয়েছে, যত্নে স্নেহে ডুবিয়ে রেখেছে, সেই যত্ন স্নেহই যেন তার আরও কাল হয়ে উঠেছে। বাপকে বড় ভয় করে—কাকেই বা সে ভয় করে না—পাছে বাপের কষ্ট হয়, বাপের অভিশাপে পড়ে—তা নইলে এক এক দিন দেখিছি, অবাক অজ্ঞান হয়ে সন্ধ্যার সময় আকাশের দিকে চেয়ে আছে, ডেকেছি উত্তর পাইনি, বোধ হয়েছে যেন খালি দেহটা পড়ে আছে—প্রাণ তার কোথায়, কোন্ দেশে, উড়ে চলে গেছে। সেই পাজি স্বার্থপর ছোঁড়া নিজের জেদে নিজে ত মলই, আর এই নির্ম্মল সরল মেয়েটাকে খুঁচে খুঁচে মারে। তার ওপর বাপের এত বড় আক্রোশ, যদি কেউ কখন ভুলে মণের নাম করে তো একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি; সুতরাং তার কথা ভাবে, তাও ভয়ে, সঙ্কোচে; আড়ালে; যেন কেউ না জানতে পারে। কেবল ছেলেটার দিকে চেয়ে একটু হাঁপ ছাড়ে।

তি। ছেলেটা দেখ্‌তে কেমন?

জ। চাঁদ! তিনকড়ে! রাজপুত্তুর—এমন রূপ দেখিসনি—

তি। আহা! ঐ ছেলের জন্যে মণি বাবুর এই অবস্থা।

জ। সে মণে মারা গেছে নিশ্চয়। আমি আর খোঁজ কত্তে বাকি করিনি; থাকলে আমার জানা শুনো লক্ষ লোক বিদেশে রয়েছে, কারো না কারো চখে পড়তই। আর নয় তো কোন জঙ্গলে, ফঙ্গলে, পাহাড়ে কাহাড়ে, সন্নিসি হয়ে আছে।

তি। সন্নিসিও হননি, মারাও যাননি, তবে মারা যাবার চেষ্টায় আছেন। যেতেও বেশী দেরী হবে ব'লে বোধ হয় না।

জ। বলিহারি! বাপকা বেটা! তোর বাপ না তোদের গাঁয়ের একজন গণৎকার ছেল, বলতিস্। আধ সের চাল, পাঁচটা সুপুরি, পেলেই

কার কি চুরী গেছে, কে নিয়েছে, সব বলে দিতে পারো। পৈতৃক ব্যবসা তুইও ছাড়িসনি, দেখ্‌চি।

তি। আজ্ঞে, এ ক্ষেত্রে পৈতৃক ব্যবসা খাটাতে হয়নি, মণি বাবুর সঙ্গে কাল আমার দেখা হয়েছিল।

জ। কি ?

তি। মণিবাবুর সঙ্গে কা'ল আমার দেখা হয়েছিল।

জ। (ত্রাস্তভাবে) কোথায় ? কখন ? কি বল্লে ? এখানে এসেছে —থাক্‌বে ?

তি। কাল বিকেলে আমায় একবার খিদিরপুর যেতে হয়েছিল। ট্রামওয়ে যখন পোলের উপর এসেছে, দেখি পোলের দক্ষিণ ধারের রেলিং ধরে আমাদের গাড়ীর দিকে পেছন, কালীঘাটমুখো হয়ে একজন কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখেই আমার শরীরে যেন কেমন একটা চমক এল মশায়! মনে কল্লুম নাবি। আবার ভাবলুম, দূর। যা নয় তাই, কত লোকের সঙ্গে কত লোকের আদল আসে। এমন সময় গাড়ির শব্দে যেমন গাড়ীর দিকে ফিরেছেন অমনি আমার সঙ্গে চোখোচোখী। প্রথমেই আমাকে চিন্তে পারেন নি— চিন্তে পেরেই হন্ হন্ করে গড়ের মাঠ মুখো চল্‌তে লাগলেন; বোধ হয় ভেবেছিলেন, আমি তাঁকে ঠাওর পাইনি। আমি টকাং করে ট্রামওয়ে থেকে নেবে, এক ছুটে তাঁকে ধরে ফেল্লুম। আর পালাবেন কোথায় ?

জ। কেমন আছে ?

তি। সে কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না। আমার পায়ের বর্ণ হয়েছেন, গেলেই হয়। এখানে তিন দিন এসেছেন, আবার শিগ্‌গিরই যাবেন।

জ। কোথায় আছে?

তি। বল্লেন ও যেটেবুরুজে। কাল সারাদিন খাওয়া হয় নি, আর চেহারা বোধ হল, কেবল কাল নয়। আহা সেই মণি বাবু! যেটেবুরুজের কোন্ খানে থাকে সেটা জেনে নিতে পারলুম না। গাড়ী এসে পড়ল, ফোঁ করে উঠে পড়লেন। ভাবে বোধ হল পাছে সে কথা জিজ্ঞাসা করি, যেন তাই পালালেন। আপনি কেমন আছেন, ছেলেরা কেমন আছে, আগে জিজ্ঞেস করেন।

জ। নিজের স্ত্রী পুত্রের কথা?

তি। মহাভারত! সে প্রসঙ্গও না। আমি আজ যেটেবুরুজে যেতুম? তা অত বড় জায়গা, সেখানে কোথায় তাকে খুঁজে পাব বলুন?

জ। সকল বড় জায়গা? Americaর দেড়া। ভূগোলে পড়িসনি যেটেবুরুজ, রুসিয়া, আমেরিকা, এই তিন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মহা-প্রদেশ!! আবার বলা হয়, মশায়! আমাদের স্কুলের মাষ্টার মশাই আমার বুদ্ধি দেখে আমায় বড় ভালবাসত। বঁসটা যায়! ওরে এই ছেদি—

(ছেদীর প্রবেশ)

ছে। হুজুর!

জ। গাড়ী তৈয়ার হ্যায়?

ছে। হুজুর হ্যায়।

জ। ইবে লাঠ্‌ঠি লাও। আমি চল্লুম যে—

তি। বাড়ী?

জ। যেটেবুরুজ। (প্রথমে জগদীশ, পরে ছেদীর প্রস্থান)

তি। তা জানি, আর রক্ষা আছে? আমিও এ ভজো বন্ধ করে যাই।

(দ্বারাবরণ ও প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

চোরবাগান।

অন্নদা বাবুর বাটীর অন্দর—কিশোরীর কক্ষ।

কিশোরী আসীনা।

কি। মা গো! আজ যদি তুমি থাক্‌তে, তা হলে এ শ্রান্ত দেহ তোমার কোলে রেখে জুড়ুতে পাত্তুম। তা তোমাকে আগেই খেয়েছি। আহা রাক্ষসী—সব খেলুম, সব খেলুম। কি করি, কি করি—আমার বুকে যে নিশ্বাস বেধে যাচ্চে, দম বন্ধ হয়ে আসচে—একলা কোথাও নির্জ্জনে, ফাঁকায় গিয়ে প্রাণভরে খুব জোরে খানিক চীৎকার কত্তে পারি, তা হলে যেন বুকটা কতক খালি হয়। কি হবে—কি হবে? ভগবান! দয়াময়, আমাকে তোমার চরণে নাও, চিরদুঃখিনীকে শান্তি দাও ঠাকুর! আর যদি তিনি আমার তোমার দেশে গিয়ে থাকেন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। আমি সহজে, অনায়াসে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। দিবানিশি রুদ্ধশ্বাস হয়—ওঃ! মাগো! তুমি কোথায়?

(বিধুর মার প্রবেশ)

বী। হ্যাগা! গা হাত ধোবে না, বেড়াতে যাবার সময় হল যে? তোমার কলকেতার হাওয়া ভাল সইচে না, দিদিমণি! চেহারা ত ভাল নয়, খেতে ত একবার নামে বসতে হয় বস। হাতের সঙ্গে মুখের সম্পর্ক ত এক রকম উঠেই গিয়েছে। নাও ওঠ, গা ধুয়েনে কিছু খাবে চল দেখি? আজকের লুচিতে গন্ধ বোলো দেখি, 'একবার শুনব? কালকের সে সমস্ত ঘি ফেলে, আজ আস্ত মুড়ো মাখন বাড়ীতে

নে'এসে ঘি তয়ের হয়েছে। আজকের সন্দেশ বরফি, সে দোকানের নয়। বেদানা, আঙ্গুর, বাবু নিজে খেয়ে নিয়ে এসেছেন। আজ আজ আর কথাটী নয়। নাও ওঠো। (প্রস্থান)

কি। কাঙ্গালিনী জানকী অশোকবনে, শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করে মহা-দুঃখের লাঘবের চেষ্টা কত্তেন, চেড়ীরা যেন :তাই বুঝতে পেরে নিদারুণ• কশাঘাতে তাঁর সে ধ্যান ভঙ্গ করে দিত। তা আর, আমারও তাই ; এত দুঃখের উপর এই চেড়ীদের কশাঘাত আমার প্রাণান্ত কল্লে। কোথায় তুমি আমার! কোথায় তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা, প্রাণের আরাধ্য, বক্ষের অমূল্য রত্ন, তুমি আমার কোথায় ? আছ কি ? না এ মহাপাপের দেশ, এ মহাপাতকের রাজ্য থেকে পালিয়েছ। যদি থাক ত কোথায় ? কোথায় আমার প্রাণের নিধি! বলে দেখাও তুমি এখন কোথায় ? কোথায় কোন্ দেশে, অনশনে, অনিদ্রায়, ক্লান্ত হয়ে একাকী ধূলি-শয্যায় পড়ে আছ ? হেথা আমি তোমাকে বনবাস দিয়ে সুখের সপ্ত-সমুদ্রে সাঁতার দিচ্ছি। খাওয়ার ওপর খাওয়া ঘি দুধ মাখম মিছরি, আরও কত কি—দাসের পশ্চাতে দাস, দাসীর পশ্চাতে দাসী, যত্নের অট্টালিকার উপর, সোহাগের সুকোমল শয্যায় শুয়ে রইছি। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! আর শাস্তি যে সয় না। আজ চার বৎসর প্রতিমুহূর্ত্ত যে হাজার বৃশ্চিকে দংশন কচ্ছে। আজ চার বৎসর নিদ্রা কাকে বলে জানিনি, স্তূপীকৃত আহারের ভাণ্ডারে থেকেও অনাহারে ক্ষীণ হয়ে পড়িছি—এখনও কি আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয় নি ? আর কতদিন, আর কতদিনে আমার মহাপাপের মার্জ্জনা হবে ? (বিলাপ) হায়! আমি প্রকৃতই পাগল হয়েছি ; কাকে ডাকচি ? তিনি কোথায় ? তিনি এত উচ্চে, যে আমার পাপ

কণ্ঠ সেথায় পঁউছিবে না। অভিশপ্ত দেবতা, শাপ নিগ্রহে দুদিন জগতে এয়েছিলেন—কদিন থাকবেন? শাপান্তে স্বর্গে, স্বদেশে, স্বজন-সান্নিধ্যে, সানন্দে বিহার কচ্চেন। মাগো! মাগো! আমি বিধবা, আপনি আপনাকে বিধবা করেছি, স্বামী-হন্ত্রী, আমার কি হবে—আমার কি হবে?

(মনু ও অন্নদা বাবুর প্রবেশ)

ম। মা! তুমি কাল যখন জানালা গলিয়ে খাবার সব বাইয়ে ফেলে দাও আমি তখন কিছু ঘুমুইনি—সব দেখ্‌তে পেয়েছি, দাদাবাবুকে বলে দিইছি।

অ। কিশোরি, আমি তোমার পিতা, তুমি সুশীলা, সচ্চরিত্রা, অতএব তোমার চক্ষে আমি তোমার মহাগুরু। আর আমার মমতার স্নেহের, তোমার অংশী নাই। এ অবস্থায় আমার কাছে থেকে তোমার কিছু গোপন থাকা উচিত নয়। আমি শুনচি তুমি কিছুই খেতে পার না, দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়চ, পাছে আমি জান্‌তে পারি বলে খাবার বাইরে ফেলে দাও; ছি ছি! এসব কি? রোগ রয়েছে, আমার কাছে গোপন কচ্চ, সেটা কি ঠিক? তুমি যদি আমার মমতার এরূপ অবজ্ঞা কর; তা হলে আমাকে দেশান্তরী হতে হবে। কাল ডাক্তার আসবে, তুমি আবার ওষুধ খাও। ডাক্তার যদি বলে, তো নয় আবার সিমলা কি ডিরাডুনে তোমায় নেবাব। তোমার চেহারাও বড় দুর্ব্বল দেখচি। চল নিচে দত্ত সাহেব এয়েচেন, গাড়ী তৈয়ের, কিছু খেয়ে নাও, বেড়াতে যেতে হবে।

কি। বাবা! আমার অন্ত অসুখ কই আমি কিছু টের পাইনি, তবে আজ সকাল থেকে বড় মাথাটা ধরেছে। আজ আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আজ আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছা নাই।

অ। চুপ করে একলাটী ঘরের ভেতর বসে থাক্‌লে কি মাথা ধরা সারবে? তবে নয় আমি বেড়াতে যাই, তুমি দত্ত সাহেবের সঙ্গে নিচে দুদণ্ড কথাবার্ত্তায় থাকগে। তা হলে অন্যমনস্কে অনেকটা ভাল থাকবে।

কি। 'মহিলা বান্ধবের' সেই প্রবন্ধটা আজ শেষ করতে হবে, তাঁরা তাগদা করে পাঠিয়েছেন; আজ আর আমি নিচে নাব্‌ব না। আপনারা সকলে আজকের দিনটা আমায় ক্ষমা করুন।

অ। আচ্ছা, তবে জানালা টানালা গুলো সব খুলে দিতে বলো, হাওয়া আসুক। বেশীক্ষণ লিখো না, মাথাধরা বাড়তে পারে। যা পার কিছু খাও। মনু! আয়।

(প্রস্থান)

মনু। (উচ্চ হাস্যের সহিত) কেমন—কেমন—জব্দ? মনে করেছিলে আমি ঘুমিইছি? জব্দ—জব্দ? কেমন বকুনি খাইয়েছি?

(উচ্চ হাস্যের সহিত প্রস্থান।)

কি। (শয্যায় উপর পড়িয়া) সর্ব্বনেশে ছেলে! কি হাসি হাস্‌ছিস? তোর হাসি দেখে আমার প্রাণ যে কেঁপে ওঠে। মাথার ওপর বজ্র টাঙ্গান রয়েছে—কবে পড়বে—জন্মের মত হাসি আহ্লাদ ফুরিয়ে যাবে। যে দিন শুনবি—যে দিন বুঝবি—কি দেবতাকে তোতে আমাতে বিসর্জ্জন দিইছি, সে দিন থেকে আর হাসি কি বেরোবে? স্নেহের অবতার, মমতার মানস-সরোবর, প্রেমের উদ্বেল পারাবার—পেয়ে হারালুম! এস! একবার ফিরে এস! চরণে পড়ে কাঁদব, তুমি নিশ্চয় ক্ষমা করবে। এস! রাগ ভুলে যাও—আমি আদরের কথা জান্‌তেম না, সোহাগের কথা কইতেম না, তোমার দুঃখ ছিল—আজ এস! সোহাগের ক্ষীরোদ-সমুদ্রে তোমায় ভাসিয়ে রাখব—একবারও উঠতে দেব না। এস! তোমার মনু—

তোমার মনু—এখন নীরোগা ; মনুকে দেখ্‌বে এস, মনুকে কোলে নেবে এস। মনুর জন্যে যে—

(শয্যায় মুখ লুকাইয়া রোদন।)

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বিপ্রহর অবকাশে বালকগণ-সমাচ্ছন্ন কালেজ স্কোয়ার।

মণীন্দ্রনাথ আসীন—দরওয়ানের সহিত মনুর প্রবেশ।

দ। খোকাবাবু! খোকাবাবু!. এইখানে বইঠো, কোথাও যেইও না, আমি একবার বাহার থেকে 'আস্‌চে।

মনু। আচ্ছা, আচ্ছা। (একটী বালককে দেখাইয়া) আমি ঐ গণেশের কাছে বসিগে, তুমি যাও। (ছুটিয়া গণেশের নিকট গমন ও উপবেশন।)

(দরওয়ানের প্রস্থানোদ্যোগ।)

মণি। (সোদ্বেগে) দরওয়ানজি! তোমার সঙ্গে ও ছেলেটী কোন্ বাবুদের ?

দ। কাহে বাবুসাব ?

মণি। না এই জিজ্ঞেস কচ্ছি, দিব্বি ছেলেটী! ওটী কাদের ছেলে ?

দ। চোরবাগানকো অন্নদা বাবুকো বেটাকো লেড়কা, মনুবাবু।

মণি। ওঃ! (দরওয়ানের প্রস্থান।)

পরশু সারাদিন খুঁজে গেছি, কাল সারাদিন খুঁজিছি, আজও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরাশ হয়ে প্রায় ফিরে যাচ্ছিলুন।' মা মুখ তুলে চেয়েছেন, যার জন্যে কল্‌কেতায় আসা, এতক্ষণে তা হল।

আহা! মনু আমার অত বড় হয়েছে! পাপী আমি—একবার মনুকে না দেখে বোধ হয় প্রাণ আমার কিছুতেই দেহ থেকে বেরুত না, এখন নিশ্চিন্দি হয়ে মত্তে পার্ব।

(মনুর নিকট অগ্রসর হইয়া ও মনুকে সম্বোধন করিয়া।)

হ্যাঁ গা বাবু! তোমার বাড়ী কোথায়?

মনু। কেন,.চোরবাগানে—আপনার বাড়ী কোথায়?

মণি। আমার বাড়ী—আমার বাড়ী—আমি খিদিরপুরে থাকি। তোমার বাপের নাম কি বাবা?

মনু। শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়।

মণি। (স্বগত) ওঃ! শ্রীযুক্তই বটে। (প্রকাশ্যে) তোমার বাবা বাড়ীতেই থাকেন?

গণে। মনু! বোস্ ভাই! আমি নির্ম্মলের ঠেন দুটো পয়সা পাই, আজ দেবে বলেছে, চেয়ে নে আসি।

(গণেশের প্রস্থান।)

মনু। না তিনি বিদেশে থাকেন।

মণি। বছরে বছরে আসেন?

মনু। (নিম্ন দৃষ্টি) না———আ।

মণি। কতদিন অন্তর আসেন?

মনু। আসেন না।

মণি। আসেন না? তুমি তাঁকে দেখনি?

মনু। খুব ছেলেবেলায় দেখিছি, এখন আমার বড় ব্যায়রাম।

মণি। তাঁকে তোমার তবে মনে পড়ে না?

মনু। ভাল মনে পড়ে না।

মণি। তোমার বাপ ত বড় নিষ্ঠুর, তোমাদের ভালবাসেন না?

মনু। বাবা আমাকে বড্ড ভালবাসতেন, আপনি জানেন না। মা বলেন আমার ব্যায়রামের সময় তিনি আহার নিদ্রা কত্তেন না, কেবল আমার কাছে কাছে থাক্‌তেন। কত ডাক্তার ওষুধ দিয়ে আমাকে আরাম করেছিলেন।

মণি। যদি এত ভালবাসেন তবে তোমায় দেখ্‌তে আসেন না কেন?

মনু। এখন আস্‌তে পারেন না, এর পরে আস্‌বেন, ছুটী পেলেই আস্‌বেন।

মণি। (স্বগত) আহা! ভব-যন্ত্রণা থেকে কবে ছুটী পাব? (প্রকাশ্যে) তোমার বাবা বুঝি বিদেশে চাক্‌রী করেন?

মনু। হ্যাঁ, চাকরী করেন।

মণি। কোন দেশে চাক্‌রী করেন, তা জান?

মনু। তা জানি না।

মণি। তোমার বাবা ছুটী পেলে যখন ফিরে আস্‌বেন, তখন তাঁকে চিন্তে পার্বে?

মনু। তা পার্ব।

(মনুর নিকট উপবেশন, ও মনুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে)

মণি। তোমার মাথার চুল এত বড় হয়েছে, কাটনি কেন? কপালে এটা কি? একটা ফুস্কুড়ি, চূণ দিয়ে রেখো, নইলে বিষিয়ে উঠ্‌বে। আচ্ছা, এখানে তোমাদের বাড়ীতে তবে আর কে কে আছে?

মনু। কেন, আমার দাদাবাবু আছেন, মা আছেন, হারা ঠানদি' আছেন, নলে মামা—

মণি। তোমাকে সকলে ভাল বাসেন?

মনু। সকলে ভালবাসে।

মণি। তুমি এখন খাবার খেলে না?

মনু। না, আমি বাড়ী গিয়ে খাবার খাই।

মণি। এখন কিছু খাওনি?

মনু। না।

মণি। (পকেট হইতে খাবারের ঠোঙ্গা বাহির করিয়া।) আমার ছেলেও ইস্কুলে পড়ে, আমি তার সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছিলুম—

মনু। তার নাম কি?

মণি। তার নাম? তার নাম—তাকে তুমি চিত্তে পার্বে না। সে তোমাদের ইস্কুলে পড়ে না—তার জন্তে খাবার এনেছিলুম, সে সব খায়নি; বেশ ভাল খাবার, বাবা! তুমি খাবে?

মনু। না, আমি খাব না। দাদাবাবু বক্‌বেন। (চমকিয়া) এ কি? কোথেকে এক ফোঁটা জল আমার গায়ে পড়ল? বৃষ্টি আস্‌চে? (আকাশের দিকে চাহিয়া) কই মেঘ করেনি ত?

মণি। খাও না, কেউ বক্‌বে না। খাও না বাবা! আমি দিচ্চি, না খেলে আমার মনে দুঃখ হবে। পরের মনে কি দুঃখ দিতে আছে? এই নাও।

মনু। (কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় খাবার লইয়া) দাদাবাবু, মা, কি বল্‌বে?

(আহারারম্ভ)　(দরওয়ানের প্রবেশ)

দ। (খাবার কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করণানন্তর) মনুবাবু! মনুবাবু! আমি আজ বড়বাবুকে বলিয়ে দেবে, তুমি লুকিয়ে খাবার কিনে খাচ্চে; অসুখ কর্বে তা জানচে না?

মণি। দরওয়ানজি! আমিই খাবার দিছলুম। ভাল খাবার—অসুখ কর্বে না, তুমি কেন ফেলে দিলে?

দ। আপত বড়ি বেয়াকেল হ্যায় বাবু! বড়বাবুকা হামারা উপর এস মাফিক হুকুম, যো মন্নুবাবুকা ইয়ে দোকানকা সড়া চিজবস্ কুচ নেহি খানে মিলে। ইয়ে মন্নুবাবু যব বহুত ছোট্টা থা, ইন্‌কো বহুত বেমার হুয়া রহা, কেয়া মরণে বয়ঠা, ও আপকো মালুম নেহি হোগা—ঐ স্বভাবসে বড় বাবুকা উনকো বহুত হুসিয়ারিমে রাখনে হুকুম।

মণি। সে কথা আমার কেমন করে মালুম থাক্‌বে, দরওয়ানজি! আমি মন্নুবাবুর ব্যায়রামের কথা কি করে জানব বল? না জেনে খাবার দিছ্‌লুম, রাগ কোরো না।

দ। নেহি বাবু! গোসাকো বাত কেয়া। আপ কিস্তরে জানে গা? আপকো জান্নেকা হাল কেয়া?

মণি। ঐ ঘণ্টা বাজ্‌ল, ইস্কুল বসেছে। আমি যাই। দরওয়ান! তুমি আমায় ঘুঁড়ি কিনে দিলে না?

দ। দেবে বাবু! দেবে, তুমি ইস্কুলে যায়। যাবার সময় কিনে দেবে।

(মন্নুর প্রস্থান)

ম। দেখ দরওয়ানজি! আমি বিদেশী, কল্‌কেতায় আমার বাড়ী নয়; অনেক দিন আমি দেশে যাইনি, আর এখন অনেক দিন দেশে যেতেও পার্ব্ব না। দেশে আমার একটী ছেলে আছে, ঠিক্ তোমাদের মন্নুর মতন। তার জন্যে আমার মন কেমন করে। আজকে মন্নুকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি আমার সেই ছেলেটাকেই দেখ্‌চি। (দুইটী টাকা বাহির করিয়া) দেখ বাবা আমি বড় গরিব, এই দুটী টাকা তোমায় দিচ্চি তুমি নাও; আমি যদি চোরবাগানে কোন দিন যাই তো, তোমাকে ডাকব, তুমি চুপি চুপি লুকিয়ে মন্নুবাবুকে আমার কাছে এনে দিও, আমি

একটু কথাবার্ত্তা কয়ে চলে যাব। আমাকে শিগ্‌গিরই কল্‌কেতা ছেড়ে আবার অন্য জায়গায় যেতে হবে, সুতরাং তোমাকে বেশী দিন্ ব্যাজার কর্ব না।

দ। (টাকা লইয়া) বহুত আচ্ছা! বহুত আচ্ছা! আপ যখন, যাবে, ইন্দ্রত সিংকে বোলাবে, আমি মনুবাবুকে বোলায়ে আনিয়ে দেবে। কেউ জানবে না। তবে আপ যাবার সময় আবার হামাকে কুচ বক্‌সিস দিয়ে যাবে; কাহে নেই এ বহুত হুঁসিয়ারিকা কাম—বড়া আদমীকা লেড়কা, উনকো ঘরসে বোলানা বহুত হুঁসিয়ারীকা কাম—আপ সমজাতা কি নেই?

ম। হাঁ, আমি বুঝেছি। তা আচ্ছা, আবার কিছু যদি পারি তোমাকে দেব। আচ্ছা দরওয়ানজি! মনু ইস্কুল থেকে বাড়ী গে কি করে? সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেলায়?

দ। বাড়ী যাকে থোড়া কুচ খানা উনা করকে, কই রোজ খেল্‌তা বি, কই রোজ বড়া বাবুকা সাথ গাড়ীমে ঘুমনে যাতা—

ম। বড়বাবু আর মনু?

দ। হাঁ বড়বাবু, মনুবাবু, কই রোজ মনুবাবুকা মা বি যাতা, দত্ত সাহেব বি যাতা—

ম। (স্বগত) ভগবান! ভগবান! পাপ মনে এখনও তরঙ্গ কেন? আমার কি? আমার কি? আমার কে আছে? জগতে আমার কে আছে? তবে? তুমি আমার হও জগদীশ!—আমার মনকে আমার আয়ত্ত করে দাও। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা দরওয়ান-জি! এখন যাই।

দ। বন্দেগি বাবু! বন্দেগি—ইন্দ্রত সিং, তুমি যখন যাবে ইন্দ্রত সিংকে বোলাবে—মালুম রইবে?

দ। মানুষ থাকবে—দরওয়ানজি !

দ। বন্দেগি বাবু ! বন্দেগি।

(দরওয়ানের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

কিশোরীর বসিবার ঘর।

কিশোরী ও মনু।

ম। মা! তোমার আজকে আবার মাথা ধরেছে ?

কি। না মনু! আজ ত আমার মাথা ধরেনি।

ম। তবে তুমি এতক্ষণ শুয়েছিলে কেন ?

কি। বসে বসে ভাল লাগছিল না, তাই শুয়েছিলুম।

ম। মা তোমার বাক্সের ভেতর এত টাকা কেন ?

কি। তোমার দাদাবাবু মাসে মাসে আমার খরচ কত্তে দেন, সেই টাকা। (স্বগত)। ঐ টাকার জন্যে একজন হাহা করে বেড়িয়েছেন—কত অপমান, কত লাঞ্ছনা, ভোগ করেছেন, আর আমার বাক্সয় আজ টাকা ধরে না। ভাগ্যের এ কি কঠোর বিদ্রূপ !

ম। কি ভাবছ মা ? হ্যাঁ মা! তুমি টাকা খরচ কর না কেন ? আমায় যদি দাও, আমি এখুনি তোমার ঐ সমস্ত টাকা খরচ কত্তে পারি।

কি। কি খরচ কর ?

ম। শুনবে। দশ খানা বড় বড় ঘুঁড়ি কিনে আনি। দশ খানা না, কুড়ি খানা—আর সেই সঙ্গে খানিকটা কাই চেয়ে আনি; ঘুঁড়ি ছিঁড়ে গেলে জোড়্‌বার জন্যে একটা মস্ত বোমা লাটাই কিনি। আর (অনেকক্ষণ ভাবিয়া) দ—শ কেণ্ডি সুতো। এ সমস্ত কিনে যা থাক্‌বে, তা পাঁপর ভাজা, চীনের বাদাম, চানাচুর, বরফ, এই সব কিনে এমন ত খাই না। ও পোড়ার মুখো দরওয়ানকে লুকিয়ে পালাতে হয়, ও পোড়ারমুখো থাক্‌লে কোন কাজ হবে না! দেখ মা! ও দরওয়ানটাকে আর আমি সঙ্গে নে যাব না। আমি দাদা-বাবুকে বলে আর একটা দরোয়ান সঙ্গে নে যাব। ও দরওয়ানটা বড় দুষ্টু। কাল ইস্কুলে টিফিনের ছুটির সময় আমি খাবার খাচ্ছিলুম, ও দেখে আমার হাত থেকে কেড়ে নে ফেলে দিলে।

কি। তোমার দাদাবাবু ওকে ঐ কথা বলে দিয়েছেন, তাই ঐ রকম করেছে। তুমি খাবার খাও কেন? দোকানের খাবার খেলে যে অসুখ করে।

ম। অন্যদিন তো খাই না, কাল পেলুম তাই খেলুম।

কি। কোথা পেলে?

ম। একটী লোক আমাকে কাল খাবার খেতে দিয়েছিলেন। কাল টিফিনের সময় আমি গোলদীঘির ধারে বসে গণেশের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, আর সে লোকটী এসে আমাকে কত কথা জিজ্ঞেস কল্লেন, শেষে আমাকে খাবার দিলেন।

কি। (স্বগত) মনুকে আমার দেখ্‌লে শত্রু ফিরে চায়, যাঁর দেখবার জিনিষ কেবল তিনিই দেখ্‌তে পেলেন না। (প্রকাশ্যে) সে লোকটী তোমায় কি জিজ্ঞেস কল্লেন?

ম। বাবার নাম কি জিজ্ঞেস কল্লেন, তিনি কোথায় থাকেন জিজ্ঞেস

কল্লেন, আমরা কোথায় থাকি জিজ্ঞেস কল্লেন, আরও কত কি জিজ্ঞেস কল্লেন।

কি। তুমি কি বল্লে ?

ম। বাবার নাম বল্লুম।

কি। কি বল দেখি ?

ম। আমি বুঝি বাবার নাম জানি না ? কেন—শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়।

কি। কি ?

ম। শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়।

কি। কি ? আবার বল। আমি ভাল বুঝতে পাল্লুম না।

ম। (বিরক্ত হইয়া) আমি যখনই বাবার নাম বলি, তুমি 'কি' 'কি' কর, বল বুঝতে পারি না।

কি। তুমি যে জড়িয়ে বল, কাযেই ঠিক বুঝতে পারি না। বেশ পরিষ্কার করে আস্তে আস্তে বল দেখি।

ম। শ্রীযুক্ত, বুঝতে পেরেছ, বাবু, বুঝতে পেরেছ, মণীন্দ্র, বুঝতে পেরেছ, নাথ, বুঝতে পেরেছ, রায়, বুঝতে পেরেছ, মহাশয়, বুঝতে পেরেছ ?

কি। বুঝতে পেরেছি, এইবার একত্রে বল। ও রকম করে তো লোকে লোকের নাম বলে না।

ম। যাও, তোমার সঙ্গে আমি বকৃতে পারি না। হরিণটাকে ছেড়ে দিইগে। শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, বুঝতে পেরেছ ?

(দৌড়িয়া প্রস্থান)

কি। পাগল ছেলে। বাবার জন্যে এ বেলা কি খাবার কচ্চে, দেখে আসি। (প্রস্থান)

(অন্নদা বাবু ও জগদীশ বাবুর প্রবেশ)

অ। কই কিশোরী ত এখানে নেই। কোথায় গিয়েছে—বোধ হয় গা হাত ধুচ্চে—এখনই আসবে, বোস।

(উভয়ের উপবেশন)

দেখ, জগদীশবাবু! কিশোরীর ভেতরে ভেতরে অসুখ আছে ভাই। নইলে এত দুর্ব্বল হয়ে পড়বে কেন? অরুচি, কিছুই খেতে পারে না, পাছে আমি টের পেয়ে ডাক্তার আনি ভয়ে, খাবার লুকিয়ে ফেলে দেয়। জিজ্ঞেস কল্লে বলে বেশ আছি, আমার কোন অসুখ নেই, সে কেবল ডাক্তারের ভয়ে। নইলে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে কেন? দত্ত সাহেব বলছিলেন, একবার একজন ভাল ডাক্তারকে দে বেশ করে Examine করিয়ে কের কোন পাহাড় অঞ্চলে change এ যাই।

জ। দত্ত সাহেব কে?

অ। কেন, তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই? আমার বাড়ীতে তিনি হামেসাই তো আসেন।

জ। তোমার বাড়ীতে এখন অনেক সাহেব হামেসাই আসবেন, সেটা ত বিশেষ পরিচয় নয়।

অ। দত্তসাহেব একজন বেশ Educated rising Barrister। তিনি বলেন, তিনিও তা হলে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন। তাঁরও health ইদানী বড় indifferent হয়ে পড়েছে।

জ। তাঁকে আমার compliments দিয়ে বলো যে Materia Medica ও Civil Procedure Codeএ একটুকু তফাত আছে। মক্কেলের পকেট, আর রোগের diagnosis, এ দুয়ের অভিজ্ঞতা ভিন্ন জাতীয়।

অ। তোমার জ্যাঠাম রাখ। তোমার ভবে মত কি ?

জ। কৈলাশ পর্ব্বতে মহাদেবের ঘাড়ের ওপর একখানি বাংলা তৈয়ের করে, তাতে থাকলেও কিশোরীর শরীর সারবে না। কিশোরীর এ দৈনন্দিন ক্ষয় রোগে বিশেষ ভয়ের কথাও আছে।

অ। কি করি বল দেখি ! কাকে এনে দেখাই বল দেখি।

জ। তোমার সেই নিরুদ্দেশ জামাইকে এনে দেখান ভিন্ন কিশোরীর এ মনোবিকারের অন্য প্রতিকার নাই। তুমি বিদ্বেষ-বিষান্ধ, তাই বুঝতে পাচ্ছ না।

অ। পাত্র ও বিষয় বিশেষে বিরূপ বিধি, জগদীশ বাবু !

জ। এর মত নির্ম্মল সত্য আমি অল্প উচ্চারণ করেছি।

অ। যদি তাই হয়, তা হলে আমার এবং কিশোরীর জীবন থাকতে সে আশা অল্প।

জ। সম্ভব তাই। কারণ কিশোরীর জীবন আর অধিক দিন নয়, আর কিশোরী অবর্ত্তমানে তোমাদের পরস্পর সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন বা সম্ভাবনা নাই।

অ। সেটার নাম উচ্চারণ আমরা পাপ মনে করি। আজকের দিন আমাদের জীবনের একটা কুদিন বলে গণনা কর্ব্ব।

জ। তুমি কর বা কর্ব্বে বল। 'আমরা' বলবার তোমার অধিকার কোথায় ? কিশোরীর মনোভাব তুমি অবগত নও। কিশোরীকে কখন জিজ্ঞাসা করে দেখনি।

অ। জিজ্ঞাসা অপ্রয়োজন, তাই করিনি। আমি জানি কিশোরী আমার কন্যা।

জ। নিশ্চয়। কিন্তু তার স্ত্রী, অর্দ্ধাঙ্গ।

অ। কিশোরীর চিত্তবৃত্তি যে দিন সে একার অযোগ্যবিজী দেখব, সে

দিন স্বহস্তে কিশোরীকে হত্যা করে আত্মঘাতী হব। কিশোরী এখন বড় অসুখে আছে, আগে বড় সুখে ছিল, না?

জ। ও কথা তপ্তমস্তিষ্ক মূর্খ দাম্ভিকের মুখে শোনা যায়, শিক্ষার অর্জিত অল্পমাত্র অভিমানও যে পোষণ করে, তার মুখে নয়।

(একজন দরওয়ানের প্রবেশ ও অন্নদাবাবুকে অভিবাদন)

দ। দো সাহাব আকে বাহার মে বৈঠা, আওর আপকো সেলাম ভেজা।

অ। বোলো, আবি নীচু আওয়েগা।

। যো হুকুম।

(প্রস্থান)

অ। যাক, ও কথার আন্দোলনে কিছু ফল নাই, কেননা চন্দ্র সূর্য্যে আলিঙ্গন সম্ভব, তথাপি ও পাপ বিষয়ে তোমার আমার মত বৈষম্যের তিরোভাবের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ও প্রসঙ্গের পরিহারই বিধেয়। আমি একবার নীচে থেকে আসি, তুমি বোস।

জ। আমিই বা বসে কি করি—

অ। বোস না, আমি এখনই আসছি। যাবার সময় কিশোরীকে ডেকে দে যাচ্চি।　　(প্রস্থান)

জ। অমন লেখা পড়া শেখার মুখে আগুণ জেলে দাও। অমন পণ্ডিত হওয়ার চেয়ে, শত জন্ম মূর্খ হয়ে থাকি সেও ভাল।

(কিশোরীর প্রবেশ)

জ। এস মা! কোথা গিছলে?

কি। মামা! একবার রান্নাঘরে গিছলুম। বাবা রাত্তিরে কি খাবেন, তাই ব্যবস্থা করে এলুম।

জ। কেমন আছ?

কি। ভাল আছি। মামীমা, ছেলেরা, সব ভাল আছে?

জ। ভাল আছে। কিশোরী! তুমি ভাল আছ, এটা কি সত্য কথা?

কি। কই, আমার শরীরে তো কোন অসুখ টের পাই না।

জ। শরীরে অসুখ টের পাও না, সে কথা মিথ্যা নয় বটে। মা! অধিক চিন্তায় আয়ুক্ষয় হয়।

কি। মামা! বিধবার দীর্ঘ জীবনে ফল কি?

জ। বালাই, কে বলে তুমি বিধবা?

কি। আপনি ত সব জানেন—

জ। সব জানি—আরও জানি যে মণি ভাল আছে, তুমি সম্পূর্ণ সধবা।

কি। মামা! মামা—

জ। কি বলছিলে বল।

কি। (নিম্নদৃষ্টি ও নিরুত্তর)

জ। মা! আমার বলা উচিত নয়, তোমার পিতার ইচ্ছা বিরুদ্ধ; কিন্তু তোমার জীবন আগে রেখে এ ক্ষেত্রে সাংসারিক 'উচিত অনুচিত' একবার পেছনে রাখলে ধর্ম্মহানি হবে না; তাই বলছি, তুমি মণি সম্বন্ধে কুচিন্তা কোরো না। মণির সঙ্গে আমার সম্প্রতি দেখা হয়েছে। সে আজ ৫।৬ দিন হল কলকেতায় এসেছে, আবার কিন্তু ৫।৭ দিনের মধ্যে চলে যাবে। তাকে যেতে আমি কিছুতেই দেব না, আর গেলে সে বাঁচবে না। তার আকার দেখলে ভয় করে। দুঃখে দুঃখে, মনকষ্টে, অনাহারে, অনিদ্রায়, সে মরণকে খুব নিকট করে এনেছে। আর হতভাগার জীবনের উপর একটা বিকট তাচ্ছিল্য এসেছে, তাইতেই আরও সর্ব্বনাশ কচ্চে। আমার সঙ্গে যে দিন দেখা

হল, সে দিন আর তার আগের দিন, দিনে রেতে শুধু দু'পয়সা শুকনো মুড়ির ওপর দে কাটিয়েছে। তুমি ভেব না! যে কোন রকমে হোক একটা প্রতিকার আমি কর্ব্বই। তবে তোমার বাবা মহা প্রতিবন্ধক। তাঁর ধনুক-ভাঙ্গা পণ, তার মুখ দেখব না—মেয়েকে হত্যা কর্ব্ব, নিজে মরব, তবু তার মুখ দেখব না। আর সেও স্বভাবতঃ দারুণ অভিমানী; এক অভিমানেই তার চিরকাল সর্ব্বনাশ করেছে, আর দারিদ্র্যে সে অভিমান বিশগুণ বেড়েছে। সুতরাং ব্যাপার সোজা নয়।

কি। (জগদীশের পায় পড়িয়া) কি হবে মামা! কি হবে?

জ। ওঠ মা ওঠ, ভয় কি? ভগবানকে ডাক। তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।

কি। মন্নুর কথা—

জ। তোমাদের প্রসঙ্গও না—কোন কথাই জিজ্ঞেস কর্লে না। বরং আমি যতবার তোমাদের কথা পাড়তে গেলুম, পাঁচটা পাশকথায় চাপা দিলে।

কি! (কাতর স্বরে) মামা—

জ। কোন ভয় নাই। আমার ওপর নির্ভর কর। তুমি ব্যাকুল হয়ে অসুখে পড়লে, সব নষ্ট হবে। তোমার বাবাকে এখন কিছু বোল না। আমি যাই। তোমার বাবা আসবেন বলে গেলেন, তা' কই এলেন না তো। এলে বোলো, আমি চলে যাচ্ছি, আমার আর এক জায়গায় হয়ে যেতে হবে।

কি। (পুনর্ব্বার জগদীশের চরণ ধরিয়া সরোদনে) মামা! আর যেন যান না। আপনি দেখবেন, আপনার কাছে রাখবেন— আর উপোস কত্তে দেবেন না। মামা! অনেক দিন উপোস

করে আসচেন, উপোস তাঁর অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আপনি সে অভ্যাস থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন। তাঁর জীবনে তাচ্ছিল্য জগতের অকৃতজ্ঞতায়। যাদের জন্ত ভিখারী, তারা সুখের সমুদ্রে ভাসচে, তারা আজ দুগ্ধ ঘৃতে পরিপুষ্ট, তাঁর ভাগ্যে মুড়ি। তিনি একাকী; সমস্ত জগতে 'বোস' এ কথা বলবার লোক নেই। রৌদ্রতাপে, বারিধারায়, শরতে, শীতে—একাকী; আর তারা আজ সহস্র সহস্র সেবক-সেবিকা-পরিবৃত। তাঁর চেয়ে দুঃখী নাই, তাঁর চেয়ে অভাগ্য নাই। মামা! আপনি দেখ্‌বেন, আপনি রাখবেন—আমি আর আপনাকে কি বল্‌ব। আমার প্রসঙ্গ তাঁর কাছে তুলবেন না, তা'হলে তাঁকে কিছুতেই রাখতে পার্বে'ন না; আমার ঘৃণায় তিনি সমগ্র মানব জাতিকে ঘৃণা করেন।

জ। (কিশোরীকে জোরে তুলিয়া) ছি মা—কেঁদ না, এমন দিন থাকবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ভগবান ভালই কর্বে'ন।

(প্রস্থান)

(মনুর প্রবেশ)

ম। ও কে গেল মা—কাল দাদা না?

কি। মনু—মনু! (মনুকে কোলে তুলিয়া ও মুখচুম্বন করিয়া) বাপ আমার—

ম। মা, তুমি কাঁদছিলে?

কি। চুপ কর বাবা! তোমার দাদাবাবু আসছেন।

(অন্নদাবাবুর প্রবেশ।)

অ। এই মাত্র তুমি কোথা গিছলে, কিশোরি! জগদীশ চলে গেছে?

কি। হাঁ, তাঁকে আর কোথায় যেতে হবে, তাই আর বেশীক্ষণ বস্‌তে পারেন না, আপনাকে বল্‌তে বলে গেছেন।

অ। কিশোরি! তোমার চেহারা দিন দিন বড়ই দুর্ব্বল দেখাচ্চে, অথচ কি রকম অসুখ তুমি অনুভব কর, তা আমাকে বল না। ডাক্তার আন্‌তে গেলে বারণ কর।

কি। ডাক্তার আনবার আবশ্যকতা দেখি না, তাই আনতে বারণ করি।

অ। কিশোরি! তুমি জান, আমাদের সংসারের একমাত্র বাঁধন তুমি? তোমার সুখ, তোমার স্বাস্থ্য, তোমার সচ্ছন্দতায়, আমার সুখ, আমার স্বাস্থ্য, আমার সচ্ছন্দতা।

কি। তা আমি জানি। আপনি আমাকে সহস্র সুখেই ত রেখেছেন।

অ। আমি তোমায় সুখে রাখ্‌তে পারি, কিন্তু তুমি সুখে আছ কি? চুপ করে রইলে কেন? বল।

কি। (নিরুত্তর)

অ। তবে জগদীশের সন্দেহই সত্য। তুমি সেই হতচ্ছাড়া পাজী ছোঁড়াটার চিন্তা করে আপনাকে রুগ্ন করে তুলচ। তোমাকে শিক্ষিত করার আমার ফল এই? যে কদাচার মূর্খ তোমার পায়ের ধূলো মোছবার উপযুক্ত নয়—

কি। বাবা! আমাকে ক্ষমা করুন। অযথা কটূ ভাষায় প্রলাপ করবেন না। তিনি আমার স্বামী, এবং তিনি সংসারে আদর্শ মানব। শত শত জন্মের শিক্ষাতে বা সম্পদে, আমি তাঁর উচ্চতা উপলব্ধি কর্ত্তে পার্ব্ব না।

অ। বটে—বটে—বটে? আমার আদরের, যত্নের, স্নেহের, মমতার, এই ফল-বটে? আমায় যে অপমান করে, সে সংসারে তোমার চক্ষে দেবতা? স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহে যে অশক্ত,

সে সংসারে মহাপুরুষ? শোন কিশোরি! শেষ কথা আমার শোন। যদি তার চিন্তা তুমি হৃদয়ে আর পোষণ কর, যদি কখন ভবিষ্যতে আমার বাটীতে সে পাপ নামের উচ্চারণ আমার কর্ণে আসে, তা হলে তোমার প্রতি আমার মমতার স্রোত, অভিশাপের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে—আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব, তুমি পিতৃহত্যার পাতকিনী হবে—তোমার সর্ব্বনাশ হবে, তোমার ইহকাল পরকাল জ্বলে যাবে, তোমার—

কি। (হস্ত ধরিয়া) বাবা! বাবা! কি কচ্চেন—কি বল্‌চেন? রক্ষা করুন, চুপ করুন, আমায় ক্ষমা করুন, নিবৃত্ত হোন—

অ। এই আমার শেষ কথা।

(প্রস্থান)

কি। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) হা ভাগ্য !!

(বিধুর মার প্রবেশ)

বি মা। এই ঘরে খাবার আনব?

কি। আন।

বি মা। আনি। (প্রস্থান)

কি। বিধুর মা!

বি মা। এই যে। ডাক্‌লে দিদিমণি?

কি। বেহ্ম ঠাক্‌রুণকে আজ সারাদিন দেখেছ?

বি মা। কই না। আজ কই তার দোরও খোলা দেখিনি। এমন ভাল মানুষ দেখিনি দিদিমণি। মুখে রা'টী নেই। মানুষ বুড় হলে কত খিটখিটে হয়; তা এত বুড়ো হয়েছে, এত শোক পেয়েছে, এত কষ্টে আছে—কিন্তু এমন বামনের মেয়ে।

কি। দেখ বিধুর মা! আমি এইমাত্র শুনলুম বেহ্ম ঠাকরুণ আজ

সারাদিন উঠতে পারেনি। আপিন খায়, তা আজকে খেতে পায়নি, পয়সা নেই। আমার কাছে এলে পাছে আমি কিছু দিই বলে, আমার কাছে আসেনি। আমায় বলে, যা তোমার নিয়েছি তাই আগে শোধ দিই, তবে আবার নোব। তা বিধুর মা! তুমি একটা কায কর্ব্বে?

বি মা। কি কায, কেন কর্ব্ব না, বল না।

কি। তুমি চুপি চুপি—দেখো গোল হলে, সে যদি টের পায় আমি পয়সা দিয়ে আনিয়েছি, তা' হলে কোন কার্য্যই হবে না, সে কোন রকমেই নেবে না—কেউ না জান্তে পারে, এমন করে এক ভরি আপিন এনে আমায় কাছে দিয়ে যাও, আমি মেজ ঠাকরুণকে—মেজ ঠাকুমা আপিন খায়, তার কাছে থেকে চেয়ে নি'এলুম বলে—দিয়ে আসব। শুনেছি আপিনখোরেরা আপিন না খেলে মরে যায়। আহা বিধুর মা! এই কাজটী কর, আমাকে চুপি চুপি আপিন এনে দাও।

বি মা। বেশ ত বেশ ত, এই তোমার খাবার দিয়ে যাই। তুমি টাকা বার কর।

কি। আহা! তুমি আগে যাও, আমাকে খাবার আধ ঘণ্টা বাদে হলে ক্ষতি কি হবে, বল। উদিকে একটী বুড়ো বামনের মেয়ের প্রাণ যায়।

বিমা। আচ্ছা যাই। এক ভরি? কত নেবে?

কি। এক টাকার ভেতর, তা যতই নিক। চল আমিও একবার নীচে যাব।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট—শ্যামবাজার।

তারক বাবুর কলিকাতার বাটী।

তারক বাবুর বসিবার ঘর।

সারদা আসীন।

সা। শম্ভুকে নে'আসা হয়েছে সাক্ষী হবার জন্যে। শম্ভু তার সম্পর্কে মেসো হয়, এই সুবাদে আমার পরিবার আরও জোর করে শম্ভুকে নি'এসেছে। এ সব কারদানী যেন আমি বুঝতে পারিনি। দেখি বাবা! সারদা ত মুখ্‌খু, তার সমান তোমরা কোন ব্যাটা বেটী বুদ্ধি ধর! বেজা বেঁচে থাক, বেজা ওর মতন সাতটা বুড়োকে। আর আমার মাগ বেটীর মতন সাতাশীটা মাগীকে দশ বার বেচে কিনে আনতে পারে। বেজাই ত আমার চোক ফুটিয়ে দিলে। সেই ত বল্লে যে সারু! কেবল তোমাকে রেখে গেল কেন? সবাই যদি কল্‌কেতার বাড়ীতে গেল, তোমাকেও নে গেল না কেন? বোধ হয় তোমায় আড়ালে নিঃঝঞ্ঝাটে উইলটা করে নেবে। যেই বলা, অমনি বেজাকে নে রেলে ওঠা—এই ত এসে পঁউছুচ্চি, এখন দেখি কে কি করে।

(বিকাশ বাবুর প্রবেশ)

বি। এই যে সারদা বাবু—কখন এলেন?

সা। এই ঘণ্টা খানেক হল এসেছি। উকিল বাবু! আপনি ভাল আছেন ত?

বি। আজ্ঞে হাঁ—আপনি ভাল আছেন?

সা। উকিল বাবু! দাদা আমাকে বঞ্চিত করে উইল কচ্চেন, এটা কি তাঁর উচিত?

বি। আমরা যে ব্যবসা করে খাই, সারদা বাবু! তাতে আগে আমাদের 'উচিত অনুচিত' গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হয়।

সা। উইল কি হয়ে গেছে?

বি। (ইতস্ততঃ করিয়া) প্রায় হয়ে গেছেই ধরুন। আর ৫।৭ দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

সা। তা হলে এখনও একেবারে হয়নি? আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি কেননা, যদি না হয়ে গিয়ে থাকে তো দাদাকে বুঝিয়ে তাঁর মত যদি ফেরাতে পারি।

বি। বেশ ত চেষ্টা করুন না।

সা। দাদা এর পূর্ব্বে একখানি উইল করেছিলেন জানেন?

বি। আমাদের আপিস থেকে সে উইল তয়ের হয়েছিল।

সা। তাতে যথাসর্ব্বস্ব আমাকেই দিছলেন। এ নতুন উইল দাদা যদি যতদূর হয়েছে হোক গে—আর না করেন, তা হলে সেই আগের উইলই বাহাল থাকবে?

বি। নিশ্চয়ই।

সা। (স্বগত) যাই, বেজাকে বাইরে খপর দিইগে। আচ্ছা উকীল বাবু! বসুন, বাইরে আমার একটী বন্ধু আমাদের দেশ থেকে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁর জলটল খাওয়ার ব্যবস্থা করিগে।

বি।

(সারদার প্রস্থান)

(তারক বাবুর প্রবেশ)

তা। এই যে বিকাশ বাবু! আপনি একলা যে? এ ঘর থেকে কথার শব্দ পাচ্ছিলুম না?

বি। আজ্ঞে হাঁ—সারদা বাবুর সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম।

তা। সারদাবাবু? সে কখন এল?

বি। এই খানিকক্ষণ হল এসেছেন, বল্লেন। তিনি, আর তাঁর একজন কে দেশীয় বন্ধু তাঁর সঙ্গে এসেছেন।

তা। বটে। আপনাকে কি বলছিল?

বি। এই উইলের কথাই হচ্ছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন, উইল কি তৈয়ের হয়ে গেছে? আপনার আমার উপর অনুমতি ছিল, উইল রেজেষ্টারী হয়ে গেছে কেউ জিজ্ঞেস কল্লে, আমি না বলি। কাজেই আমাকে সারদাবাবুকে বলতে হল, যে এখনও ৫।৭ দিন উইল শেষ হবার বাকী আছে।

তা। বেশ করেছেন। উইল রেজেষ্টারী আফিস থেকে ফিরে পেয়েছেন?

বি। কাল বিকালে পেয়েছি। এই নিন।

তা। (উইল গ্রহণ করিয়া) আপনি আবার ব'য়ে আনতে গেলেন কেন? আমি, কি আমার লোক, গিয়ে আনত।

বি। তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? এ সব জিনিষে অপর লোককে বিশ্বাস নেই।

তা। তা ঠিক। যাক, এখন নিশ্চিন্ত। আর কোন ফাঁসাদ নেই?

বি। কিছু না। তবে বসতে আজ্ঞা হোক। আপনাদের এ পাড়ায় অর্থাৎ শ্যামবাজারে, আমার আর একটু দরকার আছে। সেটা সেরে ফেরবার সময় যদি সময় থাকে, তো দেখা করে যাব।

তা। আচ্ছা—আর কি বলব। তামাকটী পর্য্যন্ত খান না, যে সেই উপ-

লক্ষে একটু বসিয়ে রাখব। একটা কথা—আমার মৃত্যুর পর মণীন্দ্রনাথ রায়ের যদি সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে তার প্রাপ্য বিষয় ও টাকা যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। নচেৎ আমার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, তাহার স্ত্রী কিম্বা পুত্রকে এ বিষয় জ্ঞাপন করা হয়।

বি। আপনি বলেছিলেন। আমার নোট করা আছে।

(ঈষৎ হাস্যের সহিত বিকাশ বাবুর প্রস্থান)

(নবার প্রবেশ)

তা। নবা—শম্ভুবাবু কোথায় রে—তাঁকে আজ সকালে দেখতে পাচ্ছি না ?

ন। বাইরে কোথায় বেড়াচ্ছেন! আমার সুমুখে ত বেরোন না বাবু। আমাকে দেখলেই শিউরে কোথাও সরে যান।

তা। কাল রাত্তিরে পড়ে গিছলেন, কোথাও লাগেনি ত ?

ন! খুব সামলে গিছলেন। রাত্তিরে পাথুরে কাণা হয়, কিচ্ছু দেখতে পায় না।

তা। বড় বাবু এসেছে নাকি ?

ন। আজ্ঞে হাঁ, বড় বাবু আর ব্রজ বাবু। এই তাঁরা দুজনে পাইচারী কত্তে কত্তে রাস্তার দিকে গেলেন।

তা। মোক্ষদাকে ডাক

ন। যে আজ্ঞে। (নবার প্রস্থান)

তা। হরের্নামৈব কেবলম্।

(মোক্ষদার প্রবেশ)

এস মোক্ষদা! এ কাগজ খানি আমার শেষ উইল। যত্ন করে পোড়ো। তুমি পড়বে বলে, আমি উকীলের বাড়ী হলেও, বাংলায়

তৈয়ের করিয়েছি। এখানি যত্ন করে রেখে দিও। এর দুই এক জন শত্রু আছে। অতএব বিশেষ সাবধানে রক্ষা কোরো।

মো। যে আজ্ঞে।

তা। তুমি কাল বেড়াতে গিয়েছিলে?

মো। আজ্ঞে হাঁ, পরেশনাথের মন্দির দেখতে গিছলুম। ঐ ভেবেই ত মেশো মশাইকে নি'এসেছিলুম, তাঁকে যখন যেথায় বলি, তিনি নিয়ে যান।

তা। শম্ভু বাবু যে তোমার সম্পর্কে মেসো মশাই হন, তা আমি ভুলে গিছলুম। এখন স্মরণ হচ্চে, তোমায় বাবা বলতেন বটে।

মো। স্নানের উদ্যোগ করুন না। কলকেতায় এসে আপনি একটু ভাল আছেন বলে বোধ হচ্চে।

তা। বুকের অসুখটা পরশু থেকে এক একবার টের পাচ্চি। তা ওত সঙ্গের সাথী; তবে অন্য হিসেবে বেশ আছি। শরীরে কোনই গ্লানি নাই। ওই শরীর ভাল থাকে বলেই ত কল্‌কেতাবাসী হয়েছিলুম। তবে নেহাত পৈতৃক ভিটেটা শিয়াল কুকুরের বাসা হয়, এই জন্যে এই শেষের ক'বচ্ছর—ছ'বচ্ছর বুঝি?

মো। হ্যাঁ, ছ'বচ্ছর।

তা। এই গত ছ'বচ্ছর দেশে ছিলুম। আর যে ক'বচ্ছর পরমায়ু আছে, এইখানেই কাটাব ভাবছি। কালী আছেন, গঙ্গা আছেন, বয়সও বিস্তর হল, কবে কি হবে,—না, আর অগঙ্গার দেশে যাব না আমার মৃত্যুর পর তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো।

মো। আপনি ও কথা বল্লে আমাদের কষ্ট হয়।

তা। তুমি ভেতরে যাও। আমি একটু বাদে স্নান কর্ব্ব। দেখে উইল সাবধানে রেখো।

মো। লোহার সিন্দুকে রাখিগে।

তা। নবাকে দেখতে পাওতো ডেকে দিও।

মো। আচ্ছা।

(প্রস্থান)

তা। নব! বুড় বাবু এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।

ন। যে আজ্ঞে। (নবার প্রস্থান)

(সারদার প্রবেশ)

তা। তুমি কবে এলে?

সা। আজ এসেছি—এই ঘণ্টাখানেক হল।

তা। আমি কি তোমাকে আস্‌তে বলেছিলাম?

সা। না।

তা। তবে কেন এলে? সেখানে বাড়ীতে কে রইল?

সা। ঝী আছে, দরওয়ান আছে।

তা। তবে ত চের আছে। তোমায় এখানে আস্‌বার প্রয়োজন কি হল?

ন। আমি কি সেখানে একলা থাকব?

তা। আমরা থাকলেই কোন তুমি আমাদের কাছে থাক? এখুনি খেয়ে দেয়ে তুমি ফিরে যাও।

সা। আর এখানে আমার আড়ালে বেশ সুবিধেয় উইলখানি তোয়ের হোক।

তা। কি?

সা। কি আবার কি? এখানে আমার পরিবার হারামজাদি আছে, সে বেশ কুসলোনি দেবে—বস্, আমাকে তাড়িয়ে নিঃঝঞ্ঝাটে উইল তৈয়ের হোক, আর হপে ব্যাটাছেলে সব পাক! কেমন

এইত মতলব ? তা আমি কখ্খনই যাব না। দেখি কেমন করে উইল ত্তোয়ের হয় ?

তা। (রাগিয়া) ছুঁচো! হারামজাদ! তুই থাক্‌লে আমার উইল তোয়ের আটকাবে ঠাউরিছিস ? বেরো আমার সুমুখ থেকে, নইলে আগা পান্তলা জুতিয়ে সোজা করব।

সা। কলকেতায় বড় জুতো সস্তা—জুতিয়ে সোজা করবে ? আমি এইখেনে বসলুম, দেখি কার বাবার সাধ্যি আমাকে তোলে ?

তা। (চীৎকার স্বরে) তবে রে পাজি! যত বড় মুখ তত বড় কথা ? হারামজাদ! যে লম্বা মুখ অত বড় লম্বা কথা—(উঠিবার উদ্যম ব্যথা লাগিয়া পতন ; ঔষধের জন্য সারদার প্রতি ইঙ্গিত।)

সা। (সম্মুখে দেরাজের ভেতর হইতে তাড়াতাড়ি ঔষধ বাহির করিয়া, বিকৃত-মূর্ত্তি তারক বাবুর মুখে ঔষধ দিতে অগ্রসর হইতে হইতে, সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ও চারিদিকে চাহিয়া) কে টের পাবে ? কে টের পাবে ? এখনও তোয়ের হয় নি—এখনও উইল তোয়ের হয়নি !! এক মিনিটেই সব নিকেশ হবে—কেউ টের পাবে না—(তারক বাবুর যন্ত্রণা—সারদার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে ঔষধ প্রার্থনা—নিরীক্ষণ করিয়া) না যাই, যে করে চেয়ে আছে, আহা দিই—(পুনর্ব্বার তারক বাবুর নিকট গমন) দোব—দোব ? (চারিদিক চাহিয়া) এখনও উইল তয়ের হয়নি—আগের উইলই বাহাল হবে !! তাতে আমাকেই সব দেওয়া আছে। (তারক বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর কাকে দোব ? সব ফরসা হয়ে গেছে—কর্ম্ম কাবার !! (তারক বাবুর নিকট যাইয়া মৃত তারকবাবুকে নাড়িয়া চাড়িয়া) কাঠ !! নিশ্বেস নেই—নড়ন চড়ন নেই !! (তারক বাবুর মুখের ভিতর ঔষধ ঢালিয়া দিয়া,

ও ঔষধের শিশি তারক বাবুর বুকের উপর ফেলিয়া দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে) নবা! নবা! ওরে নবা! ওরে কে আছিসরে—শিগগির আয়, শিগগির আয়, দাদার ব্যথা লেগেছে—কেমন ধারা কচ্ছে—

(দ্রুত নবার প্রবেশ, মোক্ষদার প্রবেশ, শম্ভুর প্রবেশ, ব্রজর প্রবেশ। সকলের গোলমাল, চীৎকার, ক্রন্দন ও দুই চারিজন পথিকের প্রবেশ, ডাক্তার আনিবার পরামর্শ ইত্যাদি)

(দ্রুত বিকাশ বাবুর প্রবেশ)

বি। অ্যাঁ! এ কি? কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে? এই যে আমার সঙ্গে কথা কইলেন—

সা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার ওপর রেগে উঠ্‌তেই ব্যথা ধর্‌ল। আমি দেরাজের ভেতর থেকে ওষুধ বার করে দিতে যেতেই, নিজে কেড়ে নিয়ে মুখে ঢেলে দিলেন, আর অমনি শিশি বুকের ওপর পড়ে গেল, আর সব স্থির। উকিলবাবু এখানে ভাল ডাক্তার কে?

বি। আর কার জন্যে ডাক্তার? এখন বিধাতা পুরুষ এলেও ফল নেই। এখন ডাক্তার না ডেকে ওর সদ্গতির ব্যবস্থা করুন্। হা ভগবান! কেবল উইলখানির জন্যেই যেন বেঁচেছিলেন।

সা। (সোৎকণ্ঠায়) উইল ত এখনও তৈয়ের হয়নি?

বি। এই এক ঘণ্টা হল ওঁকে দিয়ে গেছি।

সা। তবে আপনি আমায় বল্লেন—

বি। আপনাকে বল্‌তে বারণ করে দিছলেন। আহা, এই মানবের জীবন! এখন সব বাইরে আসুন, অন্য ব্যবস্থা দেখা যাক।

(সারদা ও মোক্ষদা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

কিশোরীর কক্ষ

অন্নদাবাবু।

অ। কোথায় কিশোরী, বল্লে এই খেনে আছে? তাকে এখন চখে চখে রাখ্‌তে হয়েছে, একদণ্ড না দেখলে ভয় করে। সেই সর্ব্বনেশে দিন থেকে—ভাগ্যে ধরা পড়ে গিছল—নইলে যে রকম গোপনে গোপনে আনাবার ব্যবস্থা করেছিল, সে আফিম ত কিশোরীর হাতে পড়বারই কথা। তা একবার পড়লে কি আর রক্ষা ছিল? অ্যাদ্দিন কিশোরী কোথায় থাকৃত? না কোন রকম অছিলে করে শিগ্‌গির আর একবার এ পোড়া দেশ থেকে ওরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পাল্লে বাঁচি। ঝকমারী করেছি—আর কখন কড়া কথা কইব না। জগদীশ বলে আমার দোষেই সব, সত্যই কি? তা যদি হয়, এদের সকলকে কেন কষ্ট দিই? নিজেই নয় বিষ খাই না, অথবা বিবাগীই—এই যে কিশোরী আসচে—

(কিশোরীর প্রবেশ)

কোথা গিছলে কিশোরি?

কি। (নিম্নদৃষ্টি) খিড়কীর পুকুর ঘাটে একটু বসেছিলুম।

অ। (স্বগত) বিয়ের পরে আবার পুকুর কেন? (প্রকাশ্যে) মন্থু কোথায়? খাবার সময় তাকে দেখিনি।

কি। তাকে আজ সকাল সকাল খাইয়ে তার দরওয়ান এই কাছেই কোথায় কি তামাসা হচ্চে, দেখ্‌তে নেগেছে।

অ। তুমি আজ স্নান করনি?

কি। করেছি।

অ। তেল মাখনি? অত রুক্ষু রুক্ষু দেখাচ্চে?

কি। বলতে পারি না, তেল মেখেছিলুম।

(জনৈক পরিচারকের প্রবেশ)

অ। (পরিচারকের প্রতি) কি রে?

প। সদর দোরে গাড়ীর ভেতর কে একজন মেয়ে মানুষ এয়েছেন, দিদিবাবুর সঙ্গে দেখা কত্তে চান।

অ। কে—তুই চিন্তে পাল্লি নি?

প। আজ্ঞে না, ঘোমটা দেওয়া।

অ। কারও আসবার কথা ছিল কিশোরি?

কি। আমার ত মনে হয় না।

অ। জগদীশ দিনকতক হল একদিন আমায় বলেছিল, তার পিসীমা তোমাকে দেখ্‌তে আসতে চান। তিনিই বা। আর স্ত্রীলোক, যেই হোন না। (পরিচারকের প্রতি) ওঁকে সঙ্গে করে তুই তাঁকে যত্ন করে এই ঘরে নে আয়। আমি সরে যাচ্চি।

প। যে আজ্ঞে। (পরিচারকের প্রস্থান)

অ। কিশোরি! আমার একজন বন্ধু ১০।১৫ দিনের মধ্যে সপরিবারে হরিদ্বারে বেড়াতে যাবেন, আমাকেও অনুরোধ কচ্চেন তোমাকে নে তাঁর সঙ্গে যাই। তোমার কি মত?

কি। আমাকে যেমন আজ্ঞা কর্বেন আমি তেমনি কর্ব।

অ। আচ্ছা, এ বিষয়ে সময়ান্তরে কথা কইব। আমি বাহিরে চল্লুম। অই বুঝি সেই স্ত্রীলোকটি আস্‌চেন।

(এক দ্বার দিয়া অন্নদা বাবুর প্রস্থান, অন্য দ্বার দিয়া মোক্ষদার, পরিচারক ও পরিচারিকার সহিত প্রবেশ)

কি। (মোক্ষদাকে বসাইয়া) আসুন—বসুন।

মো। (কিশোরীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবলোকনান্তর, পরিচারক ও পরিচারিকার উদ্দেশে) তোমরা যেতে পার। (স্বগত) মণিদা'র চক্ষের ভুল নয়, আমার অনুমানেরই ভুল। প্রাণ যে ভালবাসার রূপ বটে!

(পরিচারক ও পরিচারিকার প্রস্থান)

মো। (কিশোরীর প্রতি) আশ্চর্য্য হয়েছ—আমি কে, আমাকে কখন দেখনি তাই, না?

কি। আপনাকে কখন দেখিনি বটে, তবে আপনি কে তা' ভাবচি না। আপনি নিশ্চয়ই আমার কোন আত্মীয়া হবেন।

মো। (স্বগত) আন্তরিক নয়। (প্রকাশ্যে) আমি তোমার বড় জা— বুঝতে পাচ্ছ?

কি। (ঈষৎ বিলম্বে) পেরিছি। (মোক্ষদাকে প্রণাম)

মো। (কিশোরীকে উঠাইয়া) সম্প্রতি আমাদের সর্ব্বনাশের কথা শুনেছ?

কি। কাগজে দেখিছি। ক'দিন হ'ল।

মো। আজ দিন দশ বার।

কি। এখন কলকেতার বাড়ীতেই থাকা হবে?

মো। আরও দিন পনর থাক্‌তে হবে। (স্বগতঃ) আমার ভাগ্য-পরীক্ষা শেষ হলে ফিরব। (প্রকাশ্যে) ঠাকুর-পো কদ্দিন নিরুদ্দেশ?

কি। ৪।৫ বৎসর।

মো। সে স্বামী হারিয়ে তুমি এতদিন বেঁচে থাক্‌তে পেরেছ? তোমায় আমায় একজাত বলে বল্‌ছি, কিছু মনে কোরো না।

কি। কি করে,মরব, পার্ব্ব না।

মো। কি করে মরবে? মরবার আবার ভাবনা? কতটুকু প্রাণ আমরা বুকের ভিতর নে বাস করি যে, তার উচ্ছেদের জন্য ভাবনা? হাজার পথ পরিষ্কার, হাজার দোর খোলা। আর এক কথা, মেয়েমানুষ মুখে যে যাই বলুক, মনে সকলেই জানে, যে আমাদের জাতের সুখের পথের মধ্যে ঐটুকুই ভগবান রেখেছেন। ইচ্ছে কল্লেই মরণ—শেষ। তা এত বড় হয়েছ, নিজের সে পথটুকু খুঁজে রাখতে পারনি? তুমি ত বড় আপনা-ভোলা।

কি। কি সুখের কথা আপনি বলছেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তবে আপনি যদি আমার হাতের চেটোয় সমস্ত স্বর্গটা ধরে দেন, আর তার পরিবর্ত্তে আমায় এখন মত্তে বলেন, তাও আমি পার্ব্ব না। আপনি মরণ যত সহজ ঠাওরান, আমি তত সহজ ঠাওরাই না, বরং বিপরীত ভাবি।

মো। কেন তোমাদের এ দেশে কি বিষ নেই খাবার, পুকুর নেই ডোব্বার, বাড়ীর ছাত নেই আছাড় খাবার?

কি। সব আছে, তাতে হবে কি? আমাকে বিষ খাইয়ে ছাতের ওপর থেকে ফেলে দিন, তার পর পুকুরে ডুবিয়ে রাখুন, আমি মরব না; কিছুতেই মর্ব্ব না, মরতে পার্ব্ব না। তাঁর মুখ না দেখে, তাঁর পায়ে না পড়ে, তাঁর হাতে ধরে ক্ষমা না চেয়ে, তাঁর কোলে

মনুকে না দিয়ে, প্রাণ আমার বেরোবে না—কিছুতেই বেরোবে না—বেরুতে পার্ব্বে না—এটা স্থির, নিশ্চয়। আমার প্রাণ যার-তার প্রাণ নয়, রাবণের প্রাণ—নিজের মৃত্যুবাণ ভিন্ন মরণ নেই। আমার মৃত্যুবাণ তাঁর হাতে।

মো। (স্বগত) আমি এক একবার ঘৃণায় ভাবতেম, মণিদাদা সমুদ্দুর পরিত্যাগ করে তড়াগে ঝাঁপিয়ে পড়ল গে; তা ত নয়—তাও আমার মস্ত ভুল। এ যে মহাসমুদ্দুর। ভাল, শেষ পরীক্ষাটা করে দেখি। (প্রকাশ্যে) আমি ও ভাবে বলছিলেম না। আমি বলছিলেম, আমরা ত পুরুষদের সংসারে কতকগুলো মাটির বাসন মাত্র। যতদিন সংসার পাতা থাকে, ততদিন তারা আমাদের নাড়ে চাড়ে; সংসার গুড়ুলে যেখানকার হাঁড়ি কলসী সেইখানেই ফেলে রাখে, তুলে রাস্তায় ফেলবারও আবশ্যকতা দেখে না, আমাদের এতই অসার ভাবে। আবার যে দেশেই সংসার পাতুক না, মেটে কলসীর অভাব হবে না জানে। তা এতদিন যখন এ সংসার মণিদাদা গুটিয়েছে, তখন আবার যদি কখন তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তখন কি যে তোমায় দেখ্‌তে হবে,তার ত ঠিক নেই। ওর চেয়ে আমাদের—মাটির বাসনদের—আগে থেকেই আপনা আপনি চুর্‌মার্‌ হওয়া ভাল না?

কি। আপনি পাগল—আমার সে ভাবনা মোটেই নেই। তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচু। আর সাধারণ মানুষ হিসেবে ধল্লেও, যে কারণে তিনি দেশান্তরিত, সে কারণ তাঁর আমরণ বিস্মৃত হবার নয়; আর সে কারণ বিস্মৃত না হলে, আমাদের অধম জাতিকে তিনি নরকের অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করবেন—জীবনে কখন স্ত্রীজাতির মুখ দেখ্‌বেন না।

সুতরাং এই দুই কারণে তাঁর সম্বন্ধে ও ভয় আমার মোটেই নাই।

মো। (স্বগত) আমার আশা নেই, মোটেই নেই।

কি। আমি আপনার সঙ্গে কথাতেই ব্যস্ত রয়েছি, আপনার জলটল খাবার ব্যবস্থা করিনি। ওরে!

মো। চুপ কর। জল খাবার দিন আছে, আজ নয়। যখন একবার দেখা হল, তখন এখন দেখা হতেই থাক্‌বে, যত ইচ্ছে জল খাইও। আর আজ আমায় শিগ্‌গির উঠতে হবে, বাড়ী ফিরতে হবে। একটা কথা বলে উঠি।—আচ্ছা মনু কোথায়?

কি। সে কোথায় কি তামাসা হচ্ছে, দেখ্‌তে গেছে। অনেকক্ষণ গেছে।

মো। তাই ত এলুম, বাবাকে দেখ্‌তে পেলুম না। আচ্ছা, অন্যদিন দেখ্‌ব। (কাপড়ের ভিতর হইতে কাগজের তাড়া বাহির করিয়া) দেখ ভাই, দাদা মশাই মরবার আগে এই কাগজখানি আমাকে মণিদা—ঠাকুরপোকে—দেখাবার জন্যে দিয়েছিলেন। যদি ঠাকুরপোর দেখা না পাওয়া যায়, তো মনুকে। তা এটী তোমার জিম্মায় রেখে যাই; ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে—না দেখা হয়, ঈশ্বর তা না করুন—আমার মনু বড় হলে তাকে, তুমি দিও। আর এই কাগজের তলায় আমি নিজে একটা কথা লিখেছি, সেটাও দেখ্‌তে বোলো। আমি চলে যাবার তিন দিন পরে, তার আগে নয়, তুমি এ কাগজখানি একবার পোড়ো।

কি। কি কাগজ, আপনিই রেখে দিন না, যাকে দেবার পরে দেবেন।

মো। না ভাই! এ তোমার রাখাই দাদামশায়ের অভিপ্রেত ছিল। মৃতের ইচ্ছা অপূর্ণ রাখ্‌তে নেই। তুমিই রাখ। এ আর কিছুই

নয়, আমাদের বংশ-পরম্পরা-গত একটি ইতিহাস ; এ বংশ-সংশ্লিষ্ট সকলেরই জ্ঞাতব্য। (কিশোরীকে কাগজ দান) আমি তবে এখন আসি।

কি। একটু জলটল খেয়ে যান।

মো। না বোন! এখন না, সময়ান্তরে খাব। (স্বগত) পাপের তো আমার বিশেষ টানাটানি নেই, আর তোমার পরিচর্য্যাটা গ্রহণ করি কেন। (প্রকাশ্যে) আসি।

কি। (প্রণাম করিয়া) চলুন। আপনাকে রেখে আসি। আবার আস্‌বেন।

মো। আস্‌ব বৈকি। (স্বগত) যদি আস্‌তে দাও, যদি এ মুখ দেখ।

(উভয়ের প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন।

চোরবাগান—

(রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের সদর।)

মনু ও মণীন্দ্র।

মনু। (ঘুঁড়ি ও লাটাই দেখিতে দেখিতে) উঃ! কত সুতো—কত গুলো ঘুঁড়ি। বাঃ! একটু কাই চেয়ে আনেন নি? ঘুঁড়ি ছিঁড়ে গেলে জুড়্‌ব কেমন করে? আচ্ছা, বামুনঠাকুরকে বল্‌ব, একটু তৈএর ক'রে দেবে। আপনি ঘুঁড়ি ওড়ান না?

মণি। বাবা! আমি ঘুঁড়ি ওড়াতুম। শেষে ওড়াতে ওড়াতে একদিন

হাতের গোড়া থেকে উথ্‌ড়ে গিয়ে, সুতো ঘুঁড়ি সব কোথায় চলে গেল। আমিও সেই দিন থেকে লাটাই পুড়িয়ে ফেলিছি।

মনু। হাতের গোড়া থেকে উথ্‌ড়ে গেল? আহা, কেউ ধর্‌তে পাল্লে না?

মণি। কেউ ধল্লে না।

মনু। অত পল্‌কা সুতোয় ওড়াতেন কেন?

মণি। সুতো অত পলকা, আগে বুঝতে পারিনি।

মনু। কার সঙ্গে প্যাঁচ খেলতেন?

মণি। ভাগ্যের সঙ্গে।

মনু। সে বুঝি আপনাদের পাড়ার লোক?

মণি। হ্যাঁ, সে আমার পেছু পেছু বরাবর ঘুরত। মনু! তুমি আমার মত পলকা সুতোয় কখন ঘুঁড়ি উড়িও না।

মনু। কখ্‌খন না। আমি নতুন সুতো বই কখ্‌খন ওড়াইনা।

মণি। মনু! এইবার একবার তুমি আমার কোলে এস, এইবার আমি চলে যাব।

মনু। এই ত কোলে গিছলুম।

মণি। আর একটীবার এস। (মনুকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন)

মনু। আপনি কাঁদ্‌চেন কেন?

মণি। কই কাঁদিনি ত।

মনু। আপনার চখের জল যে মুখে লাগল। কি ভাব্‌চেন?

মণি। আমারও তোমার মত একটী ছেলে আছে, তার কথা ভাব্‌ছি, মনু!

মনু। তার নাম কি?

মণি। তার নামও মনু।

মনু। বাঃ বাঃ! ভারি মজা। সেও ঘুঁড়ি ওড়ায়? ঐ দরওয়ান আসচে, আমি যাই।

মণি। (মনুকে আলিঙ্গন ও পুনর্ব্বার মুখচুম্বন, পরে নামাইয়া দিয়া) এস বাবা! আমিও যাই। আমাকে মনে রাখ্‌বে?

মনু। হুঁ। আপনি আবার কবে আসবেন?

মণি। আর আসব না—শিগ্‌গি্‌র আস্‌ব না। (স্বগত) বাপ্‌রে! তোর এক গণ্ডূষ জল আমার কপালে নেই।

মনু। আসবেন বৈকি, শিগ্‌গিরই আসবেন—আমি বলছি, দেখে নেবেন। এবার আমার জন্যে যখন ঘুঁড়ি আনবেন, তখন একটু লেই চেয়ে আন্‌বেন। তেঁতুলের আঠায় ঘুঁড়ি ভাল জোড়া যায় না।

(দরওয়ানের প্রবেশ)

দ। (মণির প্রতি) কেয়া বাবুজি! খুসি হুয়া?

মণি। হাঁ দরওয়ানজি! খুব খুসি হয়েছি।

দ। এইবার হামাকে খুসি করবে।

মনু। দরওয়ান! তুমি আমার লাটাই আর ঘুঁড়ি নি'এস, আমি হাড়গেলাটাকে ধরি। কাথ্‌খেও যদি একখানা ঘুড়ি দাও, তো মেরে ফেলব। (ছুটিয়া প্রস্থান)

মণি। (মনুর দিকে তাকাইয়া) দরওয়ানজি! মনুকে একলা রাস্তায় যেতে দিও না। ও আমার অনেক কষ্টের ধ—ন। আ, হতভাগা মন!—এই নাও দরওয়ানজি।

দ। বাবু! আমি একটী টাকার কম নেবে না।

মণি। এই দুটী টাকা নাও। যাও, মনুবাবু কোথা একলা ছুটে গেল, দেখগে।

দ। বন্দেগি, বহুত বহুত বন্দেগি। বাবুজি! আবার কবে আসবেন?

মণি। বলতে পারি না। তুমি যাও, সে কোথায় ছুটে গেল।

দ। বন্দেগি, বাবুজি, বন্দেগি। ইল্লত সিং, হামার নাম ইল্লত সিং, বাবুজি যব্ আসবে, ইল্লত সিংকে বোলায়বে।

(প্রস্থান)

মণি। আর কেন, উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে—প্রাণ জুড়িয়েছে। এইবার প্রস্থান। আর জগদীশের অনুরোধ শুনব না। চিড়িয়াখানায় দেখা, নিশ্চয়ই তার সঙ্গে শেষ দেখা হবে। কোথায় যাব? দু' চক্ষু যেথা যেতে চাইবে!　　(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আলিপুরের চিড়িয়াখানা।

জগদীশ।

জ। অনেকক্ষণ ধরেই ত বেড়াচ্চি, কই এখনও আসে না কেন? পালাল নাকি? ঠকালে? না মিথ্যা সে বলবে না, তার পরম শত্রুও তাকে সে দোষে দোষী কত্তে পার্ব্বে না। শিবদাস আগর-ওয়ালাদের কাছে লোক ত পাঠিয়েছিলুম, তারাই বা কত দূর কি কল্লে বুঝতে পাচ্ছি না। কাল একবার তিনকড়িকে পাঠাব। আর ত সময় নেই—বড় জোর তিন দিন কি চার দিন। সব ঠিক থাকবে, যেই আমার বাগান থেকে বেরোবে, অমনি ক্যাঁক করে ধরা।

(মণীন্দ্রের প্রবেশ)

ম। এই যে! কতক্ষণ এয়েছ? আমার একটু দেরী হয়ে গেছে, সময়টা ঠাওর পাইনি। তোমার পায়ে পড়ি, এইবার আমার ছুটী দাও। পোড়া পেট ত চিরদিন সঙ্গের সাথী জান, সুতরাং যে লোকের কৃপায় পেটটা চল্‌চে, তাঁর অবাধ্য হয়ে পেটের যোগাড়টা খোয়ান উচিত কি? আজ সকালে আবার তাঁর চিঠি পেয়েছি।

জ। (স্বগত) ছুটী একেবারেই দেবার যোগাড়ে ত ঘুচ্চি, এখন ভগবানের হাত। (প্রকাশ্যে) বেশ ত গো, যাও না ভাই! কোন এখানে থেকে বাহারবন্দের তালুকখানা আমায় কিনে দেবে তোমার ও আছুরে ঢং আমার ভাল লাগে না!

ম। রাগ কর কেন? আমি কি অন্যায় কিছু বলিছি?

জ। আর' আমায় কি ড্যাম স্যুয়ার বলবে? বিলক্ষণ দু' কথা বলচ। তোমার পেটের উপায় আমি ঘুচুচ্চি, তোমার যে উপকারী তার কাছে তোমায় নেমখারাম বানাচ্চি, আর কি বলবে বল ভাই! তোমার থাকায় না থাকায় আমার সত্যি সত্যি ক্ষতিবৃদ্ধি কি বল? তবে অনেকদিনের পর এলে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবে একটু পেড়াপিড়ি করেই থাকে। আর থাক্‌লে যদি সত্য সত্যই তোমার কোন ক্ষতি হয়, তা হলে কোন্ বিবেচক লোকে তোমাকে থাক্‌তে বল্‌বে বল? তা এক কায কর, আজ হ'ল কি বার? সোমবার—এতদিন যখন গেছে, এই শুক্রবারে আমার পরিবারের কি ব্রত নাকি আছে—তার একান্ত ইচ্ছে, তুমি সেই দিন আমার বাড়ীতে পাতটা পাড়ো। শনিবার দিন তোমায় যদি থাক্‌তে বলি, তো আমায় যে কটু শপথ কর্ত্তে বল

আমি প্রস্তুত আছি। বাস্তবিক, তোমার ক্ষতি করবার কি আমার ইচ্ছা? আর এক কথা, আমার ছেলেপুলেরা এখন আমার বাগানেই থাকে। আমি বাগান কিনিছি, তুমি দেখও নি। আমারও ইচ্ছা, তুমি বাগানটা একবার দেখ, তা এক কাজে দুই কাজ হবে।

ম। অনেক দেরী হয়ে পড়ে জগদীশ!

জ। ঘাট হয়েছে, আমার কান মলে দাও। তোমার মত লোককে আবার লোকে অনুরোধ করে? যাও ভাই! আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই তুমি রওনা হও।

ম। রাগ কর কেন? তোমার কথা কি কখন আমি এড়িয়েছি, না কখন এড়াতে পার্ব্ব? একটা কথা বল—তার পর আর বলবে না!

জ। শপথ কল্লুম, বিশ্বাস হল না?

(শম্ভুর প্রবেশ)

শ। মণিবাবু না?

ম। (শম্ভুকে নিরীক্ষণ করিয়া) কি গো শম্ভুবাবু! ভাল ত? অনেক দিনের পর দেখা, ঠাওর পাইনি। তার পর এখানে?

শ। বল্‌চি, একবার উঠতে হবে—সারদার স্ত্রী আমার সঙ্গে আছে—সেই আমাকে তোমায় দেখিয়ে দিয়ে তোমার কাছে পাঠালে। একবার তার সঙ্গে দেখা কল্লে ভাল হয়।

ম। মোক্ষদা? বউ? আচ্ছা যাচ্ছি, আপনি যান।

আর তোমায় যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। অনেকক্ষণ থেকে এখেনে তোমার অপেক্ষায় ছিলুম, দেরী হয়ে গেছে। মনে থাকবে? শুক্রবার দশটার ভেতর যাওয়া চাই। ঠিকানা জান?

ম। পাগল নাকি! ভুল আবার হবে কি? তোমার বাগানের ঠিকানা আমাকে বলেছিলে, আমার মনে আছে।

জ! তবে চল্লুম। (প্রস্থান)

ম। (শভুর প্রতি) বউ কোথায়? তাঁকে ডাকুন, এখানে কেউ নেই।

শ। ডাকি।

(প্রস্থান ও মোক্ষদাকে লইয়া প্রবেশ)

মো। মণিদাদা, তুমি? আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম; তবে না তুমি নিরুদ্দেশ?

ম। এক রকম তাই বটে। চার পাঁচ বছর এখানে ছিলুম না। আজ দশ পনর দিন একটু দরকারে এসেছিলুম। আবার এই শনিবার যাব।

মো। ভাগ্যে বাগান দেখ্‌তে এসেছিলুম! তা ছেলেপুলের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ম। আবার এ জন্মে?

মো। আমাদের কি হয়েছে শুনেছ?

ম। শুনিছি—অর্থাৎ কাগজে পড়িছি। তা তোমরা এখনও কল-কেতায় রয়েছ, বাড়ী যাবে কবে?

মো। আর আট দশ দিন বাদে। তা, আর তুমি বিদেশে যাবে কেন, মাগ ছেলের ওপর কি চিরদিন রাগ চলে?

ম। আর কোন কথা থাকে ত কও। সে ভাবনা আমার মিথ্যু—বউ! তোমার নয়। দাদা কোথায়?

মো। এইখানেই আছেন। একবার আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে দেখা করবে? বড্ড দরকারী একটা কথা আছে—

ম। বউ! আর আমার সময় নেই, কখন যাব বল?

মো। বিশেষ দরকারী কথা, যেতেই হবে। এখানে দাঁড়িয়ে সে কথা হতেই পারে না ; কাল বিকেলে যেও, আমার মাথা খাও। সন্ধ্যা হয়ে এল, আমি বাড়ী চল্লুম। আমার মাথার দিব্বি—যাবে ?

ম। দেখি—

মো। দেখি না—যেও—আমার মাথা খাও। এস, মেসোমশায় !

(প্রস্থান)

ম। যত ঝঞ্ঝাট এড়াতে যাই, ততই গজায়।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্নদা বাবুর বৈঠকখানা।

(জগদীশ ও তিনকড়ির প্রবেশ)

তি। আমি আর বসি কেন, তবে যাই।

জ। হাঁ, তুই যা—শিবদাস আগরওয়ালার গদী হয়ে যাবি। বলবি,—পরশু ঠিক বেলা ২টার সময় আমার বাগানে—প্যায়দা সঙ্গে করে—বুঝলি—

তি। বুঝিছি—কিন্তু মশায় ! মণিবাবু বড় গরীব, এ সর্ব্বনাশ হলে—

জ। তুই বাবু বেহ্ম সভায় বক্তৃতে করগে, আগরওয়ালাদের গদীতে আমি নিজে যাব এখন। আমি কার মন্দ করি ভাল করি, তোর বাবার কি ?

তি। আজ্ঞে হয়েছে, আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)

(তামাক লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ)

জ। তোর বাবু কোথা রে ?

ভৃ। ভেতরে আছেন।

জ। বোল্‌গে, আমি এসিছি।

ভৃ। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

(অন্নদা বাবুর প্রবেশ)

অ। এই যে জগদীশ! এইমাত্র আমার মন তোমার নামই গাচ্ছিল। কতক্ষণ ?

জ। এই আসচি। ওহে পরশু দিন আমার পরিবারের কি ব্রত নাকি বুঝলে, তা সে তোমাকে, কিশোরীকে, মনুকে, অতি অবিশ্যি অবিশ্যি নেমন্তন্ন করেছে। :আর ব্যায়রা পাঠিয়েছে।—

অ। কই—ব্যায়রা পাঠিয়েছেন কি ?

জ। এই আমাকে পাঠিয়েছেন গো। আমার family এখন আমার বাগানেই থাকে ; পরশু তুমি কিশোরী আর মনুকে নে, ১০। ১১ টার সময় সেথায় যাবে, কেমন ? না আবার ব্যায়রাকে নিতে আসতে হবে ?

অ। নিতে আসতে হবে না, আমরা আপনিই যাব।

জ। বস্‌, আমার duty শেষ, এখন উঠলুম।

অ। ঐ তোমার একটা ছেলেমানষের মতন ঢং—এসে বসলে, অমনি উঠি উঠি সুরু কল্লে।

জ। আচ্ছা, আজ ছাড়া অন্য দিন আর এমন কর্ব না, একবার বড়-বাজার হয়ে যেতে হবে।

অ। একটু বোস। কিশোরী কেমন আছে, আজ তাও একবার জিজ্ঞেস করবার সময় পেলে না ?

জ। সময় পেলেও তা কর্ব না। সে দিন থেকে মনে করেছি, কিশোরী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা তোমার সঙ্গে আমার অনুচিত্। কেন না, সেটা উভয়তঃই অপ্রিয় দাঁড়ায়।

অ। কিশোরী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা নয়।

জ। কিশোরী সম্বন্ধে কথা সুরু কল্লেই, অন্য কথা আপনাপনি এসে পড়ে।

অ। তা ত নয়, তুমি ভক্তিযাত্রা আরম্ভ করে একটা লক্ষ্মীছাড়া পালা গাইতে থাক, তাই অপ্রিয় দাঁড়ায়।

জ। তাই প্রতিজ্ঞা করিছি আর গাইব না, তোমার প্যালা বেঁচে গেল। আর যথন—

অ। (জগদীশকে বাহুবদ্ধ করিয়া) জগদীশ! জগদীশ! একটা কথা বলবে? সে ছোঁড়া এখানে এসেছে? সত্যি বোলো, ঠিক বোলো।

জ। মধ্যে একদিন তার সঙ্গে আমার দ্যাখা হয়েছিল, তার পর আর দেখতে পাইনি। বলেছিল, ৩।৪ দিনের ভেতর চলে যাবে, কোথায় ছেল বা কোথায় যাবে, তা বলেনি; বোধ হয় গেছে—

ত। ওঃ—তাই!

জ। কি তাই, অন্নদাবাবু?

অ। তাই ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে তোমাদের খোসামোদ কল্লে বেড়াচ্চে। কিশোরী এখন বড়মানষের মেয়ে, শ্বশুরের আর কেউ নেই, যদি দাঁওটা লাগে। না?

জ। মণি! মণি! এও তোর ভাগ্যে ছেল রে! অন্নদা বোস! তুমি ছোটলোক—তুমি ছোটলোক—তুমি হাড় ছোটলোক—আর আমি ব্যাটা ছোটলোক, তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমি ঘেন্না

করি না। তুমি পরের কতকগুলো টাকা পেয়ে, আপনার স্বভাবতঃ সঙ্কীর্ণ মত সঙ্কীর্ণতর করে তুলেছ। জান, তোমাতে আমাতে স্বর্গমর্ত্ত তফাত ; তোমার চেয়ে আমি ঢের বড়লোক। কেন না, আমি রোজগার করে খাই, মামার টাকায় জুড়ি হাঁকাই না। রোজগারের এক টাকা কত মিষ্টি, লক্ষ টাকাওলা পুষ্যি পুত্রের দল! তোমাদের তা কল্পনায় আসবে না। আমি তোমার চেয়ে উঁচু, আর আমার অপেক্ষা শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ গুণ উঁচু সেই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া, তোমার জামাই, কিশোরীর গুরু, আমার প্রাণের বন্ধু মণীন্দ্রনাথ রায়। কি তার অপরাধ বাবু বল ত? এক অপরাধ সে গরীব। যে ছেলেটীর জন্যে সে সর্ব্বস্বান্ত, যে ছেলেটী তাঁর চক্ষের তারা, তার অর্থ-সর্ব্বস্ব এবং সামর্থ্য দাম দিয়ে, যখন সে ছেলেটির রোগমুক্তি প্রায় ক্রয় করে আনলে, তখন তুমি তার স্ত্রী পুত্রের বন্ধু হয়ে, চিলে ছোঁ মারার মত তার অবর্ত্তমানে তাদের তুলে নে এলে। অপরাধী সে? না, তুমি অন্নদা বাবু? পথক্লিষ্ট, মনঃক্লিষ্ট, অনাহারক্লিষ্ট, অভাগা, তার প্রাণের প্রাণ পুত্রটী যখন তোমার কাছে ভিক্ষা কত্তে এয়েছিল, তখন তুমি তাকে মেরে, রক্তগঙ্গা করে তাড়িয়ে দিছলে—পশু-ব্যবহার তার না তোমার অন্নদাবাবু? তার যথাসর্ব্বস্বের মূল্য, তার প্রাণের প্রাণ, নয়ন-নন্দন একটীমাত্র পুত্র-রত্নকে ছিনিয়ে নিয়ে,—তাকে পথের ভিখারী, পাগল করে—দেশে দেশে—পথে পথে, তাড়িয়ে নে বেড়াচ্ছ—পাপী কে? মণীন্দ্র রায়, না অন্নদা বোস? সে তোমার অর্থলোভী? তুমি চেন না, তাকে চেন না, তাই ও কথা বল্লে। ব্রহ্মহত্যা কত্তে মতি হয় বরং কোরো, কিন্তু মণি রায় নীচ-প্রকৃতি বোলো না, অধিকতর পাতকী

হবে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে—তার প্রাণের তার ছিঁড়ে গিয়েছে বুঝতে পেরেছি, মনু কেমন আছে জিজ্ঞেস কর্ত্তে; তবু সে তা করে নি। আমি ঘুরিয়ে ও কথা পাড়তে গেছি, অন্য কথায় চাপা দিয়ে, আমাকে পাড়তে দেয়নি। ছি!

(প্রস্থান)

(অন্নদাবাবুর চিন্তামগ্ন, হস্তে মুখ লুক্কায়িত অবস্থায় অবস্থিতি)

(কিশোরীর প্রবেশ)

কি। বাবা! কি ভাবচেন? আপনি ও রকম করে বসে কেন?

অ। কিশোরি! তুমি প্রস্তুত হও, আমি কাল,—না পরশু—দিন পশ্চিম বেড়াতে যাব। তুমি যাবে, না যাবে না?

কি। এমন কথা আমায় জিজ্ঞেস কচ্চেন কেন? আমি কেন যাব না?

অ। বেশ, বাড়ীর ভেতর গে আমার জলখাবার দিতে বল, আমি বেড়াতে বেরুব।

(কিশোরীর প্রস্থান)

(জগদীশের পুনঃপ্রবেশ)

জ। (অন্নদার হস্ত ধরিয়া) রাগ চণ্ডাল! কথায় কথায় কথা বেড়ে গেছে—আমার অনধিকার অনেক কথা তোমাকে বলিছি। অন্নদা বাবু! আমায় ক্ষমা কর।—ভবিষ্যতে ও কথা তোমাতে আমাতে আর কখন না হয়, আমি তার ব্যবস্থা কর্ব।

অ। না, তাতে কি হয়েছে? আমার বিশ্বাস, ভাষায় এমন কথাই নেই, যা আমার সম্বন্ধে তোমার অপ্রযুজ্য। ক্ষমার কথা যদি তোল, তো সেটা উভয়তই প্রার্থনীয়। যাক, ও কথা আর মনেই রেখে কায নাই।

জ। দেখো, এর দরুণ পরশু ভুলবে না ত? তা হলে আমার পিঠের চামড়া থাকবে না।

অ। সেই লোভে যদি পড়ি বল্‌তে পারি না, নইলে ভুলব না।

জ। চল্লুম। তুমি বেরোবে? দেখো, আমায় মাপ কোরো, কিছু মনে কোরো না।

অ। পাগল!

(উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

তারক বাবুর কলিকাতার বাড়ীর অন্দর।

মোক্ষদা আসীনা।

মো। (দর্পণে আপন সজ্জা ও শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সানন্দে, স্বগত) আপদ আবার আজ এখনও ঘরের কোণে কেন? অন্য দিন ত চুলের টিকি দেখা যায় না—আজ দিন বুঝে ক্ষণ! চার বছর বাদে আপনিই সে দিন এসে সেধে কথা কইলে। সাপের হাসি বেদেয় চেনে! যার জন্যে ভাবের ভাব, সে জিনিস ত কিশোরীর আলমারীতে।

(সারদার প্রবেশ)

সা। কোথাও যাবে না কি? এত সাজ সজ্জা?

মো। যাব চুলোয়, আর কোথায়?

সা। (স্বগত) গেলে ত হাড় জুড়োয়, যাও কই?

মো। তুমি বেরোবে না?

সা। বেরোব। একটা কথা বলতে এলাম। রোজই সে কথা কই বটে, কিন্তু আজ বেশী কথা কইব না, তুমিও কোয়ো না। একবার সে উইলখানা আমাকে তুমি দেখ্‌তে দেবে না?

মো। সে উইল আমার কাছে নেই, আমি রোজই বলছি, তবু কেন আমায় বিরক্ত কর?

সা। এক কথা?

মো। এক নয় ত দুই কথা আবার কি?

সা। চল্লুম। ভাল কল্লে না, আরও একবার চেয়ে দেখব—তার পর—

মো। তার পর কি?

সা। না—

(প্রস্থান)

মো। বিদেয় হল, আঃ! সন্ধ্যার আগে আসবে বলেছিল, সন্ধ্যা ত হয়ে এল। এল না? কি জানি। বেশ জানি, এলেও আমার যা, না এলেও তা, তবু। ভেবে কি করব? ঝি!

(ঝীর প্রবেশ)

মো। নবা কোথায়?

ঝী। সদরে আছে।

মো। বামুন রেঁধে চলে গেছে?

ঝী। খাবার বেড়ে রেখে গেছে।

মো। বাবু বেরিয়েছে?

ঝী। এই বেরুলেন। ব্রজ বাবুর সঙ্গে।

মো। শম্ভু বাবু?

ঝী। ঘরে আছেন, ঘুমুচ্চেন বোধ হয়।

মো। আচ্ছা, তুমিও বাড়ী যাও—নবকে বলে যেও, মণিবাবু—আমার দ্যাওর—এলে ভেতরে পাঠিয়ে দ্যায়।

মণীন্দ্রের প্রবেশ।

ম। আমি এসেছি, আর বলে পাঠাতে হবে না। (মণির উপবেশন)

মো। (ঝীর প্রতি) আচ্ছা, তুমি যাও।

(ঝীর প্রস্থান)

ম। দাদা কোথায় ব-উ? না, বউ তোমায় বলতে পার্ব্ব না, কেমন কেমন ঠেকে।

মো। (হাসিয়া) কেন বলতে যাও? তাঁরা এই কোথায় বেরুলেন।

ম। তার পর, কি বলবে বলেছিলে বল!

মো। তুমি কবে এখান থেকে যাবে?

ম। বোধ হয় শনিবার।

মো। কোথায় যাবে?

ম। বলতে পারি না। যেথায় ইচ্ছা, পেছু ডাকবার কেউ নাই।

মো। কেন যাবে মণিদা, আমার মাথা খাও যেওনা। স্ত্রী পুত্র—

ম। তা হলে উঠলুম—এই কথার জন্যে ডেকেছিলে?

মো। না, বোস। স্ত্রী অল্পবুদ্ধি হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাকে পরিত্যাগ কত্তে হবে?

ম। পাঁচ বৎসর আগে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, আমার স্ত্রী নাই।

মো। সারা জীবনটা এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। আবার কত দিন পরে আসবে?

ম। এ জনমে আর নয়। একটা বিশেষ আবশ্যকে এবার এসেছিলুম। যে কাজে এসেছিলুম, সে কাজ হয়ে গেছে। মোক্ষদা! আর আমার আসবার দরকার নেই। একটা আমার মহা আনন্দের

কথা এই মিথ্যু! এখন কাকেও ফেলে রেখে যাচ্ছি না, যে আমার জন্যে ভাবে বা—

মো। কি করে তুমি জানলে? যারা তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, তোমায় পথে বসিয়েছে, তারা তোমার জন্যে ভাববে না বটে; কিন্তু তুমি হয় ত যার সর্ব্বনাশ করেছ, সে তোমার জন্যে মর্ম্মান্তিক ভাবচে—দুনিয়ার গতিক এই!

ম। আমি কারও কখন কল্পনায়ও অমঙ্গল করিনি।

মো। অনেকে না জেনেই সর্ব্বনাশ করে। মণিদা! আমাকে তোমার সঙ্গে নে যাবে?

ম। (হাসিয়া উঠিয়া) সঙ্গীটি বেশ! ভাগ্য, অবস্থা, বয়েস ইত্যাদি, বৈরাগ্যেরই উপযুক্ত বটে।

মো। আমায় নে যাবে মণিদা? আমি নয় দুদিন তোমার সেবা কি পরিচর্য্যা কল্লুমই।

ম। দাদাকে বলব, তোমার চিকিৎসা করাতে। তোমার মাথার বিকার জন্মেছে।

মো। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় সঙ্গে করে নাও তুমি। তোমারও যে অবস্থা—আমারও সেই অবস্থা—তোমার স্ত্রী যদি না থাকে, আমারও স্বামী নাই—আমায় তুমি সঙ্গে করে নাও! (কম্পিতস্বরে) তবে তোমাতে আমাতে প্রভেদ এই—না সে কথা বলতে পার্ব্ব না। কেনই বা বল্‌ব না? আর কবে বলব? আজ যদি না বলি ত আর বলা হবে না যে? (মণির নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) চিরটা দিন অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছ, চিরটা দিন একটা আকাশের মতন ফাঁকা মন নিয়ে ঘর কচ্ছি,—একদিন আলোর মুখ দেখাও। বিনা অপরাধে সুমুদ্দর পরিমাণ চক্ষের জল আমার

ফেলিয়েছ, দুদিন চোক যদি শুক্‌ন হয়, আপত্তি কর কেন? আমায় সঙ্গে নাও।

ম। (সাশ্চর্য্যে) মোক্ষদা। তুমি কি বলচ, আমি বুঝতে পাচ্চি না—পরিহাসেরও তো কোন কারণ দেখচি না। তবে কি পাগলের অনুরোধ কচ্চ?

মো। পাগলের মত নয়, মানষের মতই অনুরোধ কচ্চি—খুব সত্য সত্যই অনুরোধ কচ্চি—আমাকে নিয়ে যাও। আর মিথ্যা বলব কেন? আর মিথ্যা বলবার আমার সময় নেই। সত্য সত্যই অনুরোধ কচ্চি—দুটো দিনও আমাকে তোমার ছাওয়ায় রেখে পৃথিবীর উত্তাপ ভুলতে দাও। কৌমার থেকে জ্বলে আসচি—কোন অপরাধ করিনি—অকারণে, অদোষে, অপাপে, তুমি আমায় অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়েছিলে ;—জ্বলিছি, জ্বলতে জ্বলতেও তোমার পথ চেয়ে থাকতুম ; ভাবতুম, কবে তুমি এসে আমায় সে আগুণ থেকে তুলবে—যখন তুলবে, তখন কত আমার শান্তি হবে। তুমি আপনার ধ্যানে মগ্ন রইলে ; যাকে পোড়ালে তার দিকে একবার তাকালেও না ; যে পুড়ল, সে যত পুড়তে লাগল, তার ততই তোমার কথা মনে জাগতে লাগল। আর পুড়িও না—আমায় সঙ্গে নাও। মনে করে দেখ, এক ভুল করে আপনার সর্ব্বনাশ করে, আমারও সর্ব্বনাশ কল্লে ; যে সাত সমুদ্দুর পরিমাণ ভালবাসা তোমার জন্যে বুকে করে রেখে ফুলে ফুলে মলো, তার দিকে চাইলে না, যে দিকে চাইলে, সে তোমার—

ম। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মোক্ষদা! মোক্ষদা। চুপ কর। ও সব কথা আমার তোমার কাছ থেকে শোনবার অধিকার নাই ; তুমিই বা

কোন সাহসে ও সব কথা আমায় বলছ, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আমার বোধ হচ্চে—

মো। কোন সাহসে? সাহস অসাহস কি? ইহকাল পরকালের? লোক-লৌকিকতার? (হাসিয়া) যারা ভালবাসে, তারা ও সকল ভাবে না, ও সকল ভয় করে না। যারা ভালবাসার ভান কর্ব্বে, তাদের ঐ সকলে ভাবনা, ঐ সকলে ভয়। ইহকাল পরকালের তউলে, লোক-লৌকিকতার বাটখারা দিয়ে, ভালবাসা কি ছটাক কাঁচ্চা মেপে দেবার জিনিষ? পাগলের ভয় ভাবনা আছে, না থাকে মণিদা? মনের ভিতর যদি হিসেবই রইল, তবে ভালবাসলুম কখন? আকাশের নক্ষত্র আকাশ ছেড়ে, নক্ষত্ররাজ্য ছেড়ে, বুকভরা প্রেমের বেগ সইতে না পেরে, চারদিক আলো করে, যখন সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিরকালের মত ঠাণ্ডা হয়, তখন জানবে, সেই বটে ভালবাসার স্বাদ পেয়েছিল। অসহ্য কষ্টে গগনভেদী চীৎকার করে, বিদ্যুৎ যখন তার সুকুমার দেহ পর্ব্বতে আছড়ে চুরমার করে, তখন বুঝবে, ও অমৃতের নেশায় সে পাগল হয়েছিল বটে। একদিন তোমার যদি চরণসেবা কত্তে দাও, তা হলেই ত লক্ষ স্বর্গ আমার হাতে দিলে—আমি স্বর্গ নরক ভাবতে যাব কেন বল দেখি? মণিদা! আমায় সঙ্গে নাও।

ম। ছি ছি! ছি ছি! মোক্ষদা, এইটে বাকী ছেল; তুমি কখন আমার অপমান কর্ব্বে, আমি ভাবিনি; তাও আজ হ'ল। দারিদ্র্যের এতই দোষ। বেশ। এখন অনুমতি কর ত যাই।

(নিঃশব্দে প্রস্থান)

মো (অন্য দিকে মুখ করিয়া) নিতান্ত আমার কথা না রাখ, যাও। আমিও যাব—তোমার আগেই বেরুব—তোমার হাতে ধরে

কাঁদ্‌লুম তুমি আশ্রয় দিলে না, কিন্তু আমার এমন বন্ধু আছে, তার আশ্রয় চাইলে সে আনন্দে তখুনি তা দেবে। (চারিদিক দেখিয়া) চলে গেছ ? বেশ! (দেরাজ হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া পান,—উপাধান নিম্ন হইতে বিষের শিশি বাহির করিয়া,ও তাহাকে সম্বোধন করিয়া) প্রিয়তম! তুমি আমার মুখ রেখো—মণির আগে আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার সে প্রতিজ্ঞা বজায় রেখো। তার মত তুমিও যেন তাচ্ছিল্য কোরো না। (বিছানার উপর বসিয়া মদ্যপান) গেছে, যাক—যেতে দাও। উঃ! বুকের ভিতর জ্বলে গেল—জ্বালা ত আজকের নয়—(মদ্যপান) এ যে চিরকালের জ্বালা। মণি। মণি। আমার প্রাণের নিধি! তোমায় কি বল্‌তে গেলুম, বল্‌তে পাল্লুম না—এক বলতে, আর বল্লুম। (মদ্যপান)

(পানোন্মত্ত সারদা, এবং শম্ভুর প্রবেশ)

সা। হারামজাদি! কে তোর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বল বলচি ? নইলে খুন কর্ব্ব—

মো। হোঃ হোঃ হোঃ! খুন কর্ব্বে—বটে ? সে শক্তি তোমায় নাই।— এস একটু খাও—

সা। আমি যে এত মাতাল, বেটি আমার বাবা।

মো। অমৃতভাষী স্বামিন্‌! আমার দুর্লভ রত্ন! তুমি একটি ছাড়া আমায় জীবনে কখন কোন অনুরোধ করনি—তা সেটি আমি শরীর পাত করেও পালন কর্ব্ব না ? কেমন করি ? (মদ্যপান)"

সা। আজ তুই আছিস কি আমি আছি—তোরই একদিন কি আমারই একদিন। (পকেট হইতে ফ্লাস্ক বাহির করিয়া পান) ভাল চাস, বল কে তোর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ? আমার মাথার ভেতর খুন নাচ্চে—শিগ্‌গির বল্‌—

শ। সারু—কর কি? চুপ কর—ছিঃ—

মো। উঃ—　　　　(দীর্ঘ নিশ্বাস)

সা। বুকের ভেতর জ্বলে যাচ্ছে, না?

মো। জ্বলে যাচ্ছে বলে যাচ্চে? কি জ্বলচে তা বল্‌তে পাচ্চি না। আগুণ খাওয়াতে শিখিয়েছিলে কি বরফের মত ঠাণ্ডা হব বলে? না এই রকম ধূ ধূ করে জ্বল্‌বার জন্যে? কি জিজ্ঞেসা কচ্চ? আঁ্যা—কি জিজ্ঞেসা কচ্চ? ভুলে যাচ্ছি—মনে করে দাও—আমার গোলমাল হয়ে যাচ্চে। ওঃ! মনে পড়েছে—কে গেল? কে গেল শুনবে? শুনে খুসী হবে? উঃ। জ্বলে গেল—যার জন্যে দশ বার বছর দিন রাত্তির জ্বলচি, দিন রাত্তির পুড়ছি, দিন রাত্তির কাঁদ্‌চি,—শুনবে?

সা। চুপ হারামজাদি! (লম্ফ দিয়া মোক্ষদাকে ধরিবার উদ্যম) (শম্ভুর নিবৃত্ত করণ)

শ। সারু! তোমাদের রকম দেখে আমার ভয় কচ্চে, আমি যাই।

মো। (হাসিয়া) খুন কর্ব্বে? কেন কর্ব্বে? কখন ত বন্ধুর কাজ করনি? আজ একেবারে পরম বন্ধু কেন হবে? হও হবে—একটু থাম। আগে শোন—হু' তিনবার জিজ্ঞেস করেছ, আগে শোন—কে গেল তারপর যা ইচ্ছে কোরো। উঃ! জ্বলে গেল। যে উইলের রোজ তুমি তাগাদা কর--যে উইলে দাদা তোমায় সর্ব্বস্বান্ত করে, আমাকে—আর এক জনকে—তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়ে গেছেন—আর আমার অংশ আমি যাকে লিখে দিইচি—সেই গেল। যার উপর অভিমান করে দাদা বানরের গলায় মুক্তার মালা পরিয়েছিলেন, সেই গেল। আরও শুনবে? যার জন্যে দাদাকে খুন—

সা। (বেগে মোক্ষদার কণ্ঠ আবদ্ধ করিয়া) কে গেল হারামজাদি? কে গেল? তোর কোন বাবা? ডাক তোকে রক্ষা করুক। (জোরে মোক্ষদার বক্ষে ও নানা স্থানে ছুরিকাঘাত) কে গেল? আর কে বলবে কে গেল? বল্—(ধাক্কা দিয়া বিছানায় ফেলিয়া দিয়া পুনশ্চ মোক্ষদার অঙ্গে ছুরিকাঘাত) কে গেল? ও কে গেল? বল্ না—

শ। ও বাবা—ও বাবা—নবা—(চীৎকার করিয়া) খুন—খুন—খুন! বাবারে! রক্ষে কর—রক্ষা কর—

মো। আঃ—আঃ—খানিকটা—ঋণ—পরিশোধ—হল। একটা খুনে—শত—জন্ম—নরক, তোমার ছুটো। আঃ—যাই—মণি—

(মৃত্যু।)

(নবার প্রবেশ ও চীৎকার, ব্রজর প্রবেশ ও চীৎকার, পথিকগণের প্রবেশ, পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ)

প্র পা। এই চুপ চুপ, যাও বাবু গোল কর মত্—(দ্বিতীয় পাহারাওয়ালার প্রতি) বাবু বাহার ঠারা হ্যায়, জলদি বোলাও। বাবুলোক চুপ।

শ। (বসিয়া পড়িয়া) ও বাবা কি হবে—কি হবে বাবা—

(ইনস্পেক্টর ও দুইজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ।)

ই। এই ভিড় ছোড় (সারদাকে দেখাইয়া) উনকো পাকড়াও। (পাহারাওয়ালাদের তথাকরণ—সারদা নিরুদ্যম) (সারদার প্রতি) কে খুন করে?

সা। আমি, আর (শম্ভুকে দেখাইয়া) শম্ভু—

ই। (পাহারাওয়ালার প্রতি) উনকো বি পাকড়াও।

শ। (চীৎকার শব্দে রোদন) ও বাবা! আবার কি হল রে! অ্যাঁ অ্যাঁ? আমাকে বাঁধচ? জেলে দেবে? অ্যাঁ! বাবারে!

ই। (পাহারাওয়ালার সহিত কাণে কাণে কথোপকথন)

পা। বহুত আচ্ছা।

(পাহারাওয়ালার প্রস্থান)

ই। লাসকা উপর কাপড়া দেনা। (তথাকরণ) দুনো আদমীকা হেপাজত করকে, ইয়ে চৌপায়া বাহারকা কামরামে লেআনা, যব তক্ কমিসনর সাব নেহি আওয়ে!

(তথাকরণ)

পঞ্চম দৃশ্য।

(শিবদাস আগরওয়ালার বাটীর সম্মুখ।)

শিবদাস ও তিনকড়ি।

তি। তবে এই ঠিক রইল, বাবুকে বলব। (স্বগত) কিছু বুঝতে পাল্লুম না, বাবুর আমার কেন এমন কুমতি হল? হা ভগবান! যে মরা, তাকে মারা কেন?

শি। ঠিক রইল, তিনকড়ি বাবু! তুমি জগদীশ বাবুকে আমার নমস্কার দিয়ে বলবে যে, ঠিক শুক্রবার দিন, তাঁর বাগানের ফটকে আমার লোকজন পেয়াদা সঙ্গে হাজির থাক্‌বে; যেই জুয়োচোর বেটা বেরুবে, অমনি তাকে ধরে নি'এসে জেলে পুরবে। জগদীশ বাবু আমার বড় উপকার কল্লেন, তাঁর কাছে আমি ঋণী রইলুম। তোমার বাবুর মত উমদা লোক, তিনকড়ি বাবু! এ সহরে দুটী নেই।

তি। (স্বগত) আহা! সে যে বড় দুঃখী! সে যে খেতে পায় না, পথের

ভিখারী তাকে জেলে দিলে সে ক'দিন বাঁচবে? বাবু! বাবু! কি কল্লেন? হায়! হায়! কেন আমি বাবুকে মণি বাবুর খবর দিয়েছিলুম? আচ্ছা, লালাজি! আমি চল্লুম।

শি। এস বাবু, এস। জগদীশ বাবুকে বোলো, তিনি আমাকে বড় খুসী কল্লেন। তাঁর ভাল হোক—এই রকম ভাল কাযে, পরের উপকারে, প্রবৃত্তি হোক। (উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জগদীশের বাগানবাটী।

(নিকুঞ্জ-তোরণ)

কিশোরী॥

কি। মামার বাগানখানি বেশ! কুঞ্জবনগুলি কি চমৎকার! সুমুখে বাড়ীখানি—বাড়ীর সুমুখে পুকুর,—বাড়ীখানি যেন পুকুরের ভেতর থেকেই উঠেছে। বড় বড় গাছের নীচে নীচে এই সকল কুঞ্জকুটির—লতামণ্ডপ—চমৎকার। সুন্দর কিছু দেখলেই, মনোরম কিছু চোখে পড়লেই, মন আমার অবসন্ন হয়ে পড়ে। বর্ষার মেঘাক্রান্ত সারাদিনের পর গোধূলি সমাচ্ছন্ন অবসাদ হতে, কখন কি মুক্ত হব না? বিহঙ্গম-ঝঙ্কার পুষ্পহাসি-বিকসিত বসন্তোদয় মনে কি আমার আর হবে না? কি জানি—ভাগ্য জানে, সে বলতে পারে। (কুঞ্জদ্বার দিয়া উদ্যানের অভ্যন্তরে প্রবেশ)

(জগদীশ ও তিনকড়ির প্রবেশ)

জ। (তিনকড়ির প্রতি) তাদের দু'টোর সময় আসবার কথা, এখন (ঘড়ি দেখিয়া) আড়াইটের আমল। বাগানের বাইরে শিবদাস আগরওয়ালার লোকেরা এতক্ষণ পেয়াদা টেয়াদা নিয়ে ঠিক আছে। মনির থাওয়া হয়ে গেছে আমি দেখে এইছি। এতক্ষণে সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এসে পড়ল বলে। তুই দৌড়ে যা—শিবদাসের লোকজন কে হুঁসিয়ার হতে বলগে। যেই বেরোবে অম্নি গেরেপ্তার। বল্লে কইলে—সে বলবে কইবে না জানি— তবু বলে রাখিস,—হাজার বল্লে কইলে কিছুতে না ছাড়ে। একেবারে হাজত—বুঝলি? যা—

তি। আজ্ঞে—

জ। যা যা, আর দেরী করিসনি, সে এল—

তি। আজ্ঞে আমায় ক্ষমা করুন, আর কাকেও অনুমতি করুন। এ নৃশংস কার্য্য আমার দ্বারা অসম্ভব।

জ। কি? কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস তুই—

তি। জানি কার সঙ্গে কথা কচ্চি। আপনার সঙ্গে—আমার পৈতৃক মনিবের সঙ্গে—আমার সর্ব্বোচ্চ সুহৃদের সঙ্গে—আমার ভাগ্য-বিধাতার সঙ্গে—কিন্তু তথাপি বলচি, এ কার্য্যে আমি অক্ষম। সে গরীবের বুকে এ ছুরী বসাতে আমি পার্ব্ব না। বাবু! আমায় ক্ষমা করুন। আমার চাকরী নেন্ নিন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা কর্ব্ব না—

জ। কেন কর্ব্বে বাবা? তোমার স্বর্গীয় বাবা আমার স্বর্গীয় বাবার চিরটা কাল যথাসর্ব্বস্ব গ্যাঁড়া দিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন! তুমি সেই স্বর্গীয়ের সুপুত্র—দিন দিন আমার গ্যাঁড়া দিয়ে সেই স্বর্গে

পিতার যথাসাধ্য সম্ভ্রম রক্ষা এবং প্রীতি সম্পাদন কচ্চ। চাকরী ছেড়ে দিতে ক্ষতি বিবেচনা কর্ব্বে কেন? তোর যেতে আপত্তি কি বল্?

তি। মশায়! মানষে কি এ কায পারে?

জ। আমি ব্যাটা কি? পৈতৃক মনিবটেকে বুঝি শ্যাল কুকুরের ভেতর ফেলেছ বাবা? বেশ বেশ! এমন নইলে প্রভু ভক্তি? ঝাঁটা মার! আবার মাঝে মাঝে বলা হয়, আমি এক আঁচড়ে লোকের মতলব বুঝিতে পারি। একটা কথা বলি শোন্; সর্ব্বনাশ কল্লে, সময় হ'য়ে গেল, শিগ্‌গির শোন—

তি। আজ্ঞে করুন।

জ। এগিয়ে আয় না—মর ব্যাটাচ্ছেলে! (তিনকড়ির কাণে কাণে কথা)

তি। (জগদীশের পা জড়াইয়া) বিধেতা পুরুষ! আমাকে মাপ করুন। আপনাকে চেনবার সাধ্য আমার নাই। আপনাকে সন্দেহ ক'রে আমি ঝকমারী করেছি, মহাপাপ করিছি।

জ। আ মলো! এ আবার কি? সব বাড়াবাড়ি! ওঠ্ যা—ব্যাটার জন্যে সব মাটি হল দেখছি!

তি। আর মাটি হবে না, আপনার সে ভয় নেই। আমি নিজে ধরিয়ে দেব, আপনার ভাবনা কি? মণি রায় যদি কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, আমি হেসে উড়িয়ে দেব, নিশ্চয় জানবেন। কিন্তু দয়াময়! দেখবেন, আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন। আমি চল্লুম।

জ। যেমন যেমন বলেছিলুম—

তি। আর কিছু বলতে হবে না। এখুনি দেখতে পাবেন।

(প্রস্থান)

জ। মণির মত বন্ধু আর তিনকড়ের মত চাকর, সচরাচর মেলে না। যাই, আমার অংশ আমি অভিনয়ের চেষ্টা দেখিগে। (প্রস্থান)

কিশোরী। (নিকুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রমণান্তর) যা চোখে পড়্‌চে তাই মনোহর। এমন সুন্দর—

(মণির প্রবেশ)

ম। কোথা গেল জগদীশ? বল্লে এই দিকে এয়েছে; এখানেও তো নেই। তবে বোধ হয় ফটকের দিকে গেল—তাই ত যাবার সময় দেখাটা হবে না? (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, কিশোরীকে অবলোকন করিয়া) এ কে?

(প্রস্থানোদ্যম)

কি। এ আমি—তোমার প্রাণহন্ত্রী আমি! কোথা যাও? দাঁড়াও, তোমার পায়ে পড়ি। (মণির হস্ত ধরিবার উপক্রম) দাঁড়াও চোমকো না; আচ্ছা, তোমায় স্পর্শ কর্ব্ব না। একটা কথা বলি শোন—কি বল্‌ব— আজ কত দিনের পর—কত দিনের পর? দাঁড়াও—(স্বগত) হায়! হায়! এমন সময় আমার কথা বেরুচ্চে না কেন? (প্রকাশ্যে) আমার দিকে ফের, একবার ফের, একবার ফের, তোমায় দেখি, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও।

ম। ছি ছি! জগদীশের এই মতলব? এ দেশের সকলেই আমার অপমানে বদ্ধ-পরিকর। (কিশোরীর প্রতি) আমি যাই—

(প্রস্থানোদ্যম)

কি। কোথা যাবে—আমাকে নিয়ে যাও। কেন আমি এখানে থাক্‌ব? কেন আমাকে এখানে রেখেছ? আমাকে নিয়ে যাও। কোন্ অধিকারে আমি বাপের বাড়ী থাকি? কোন্ অধিকারে

তুমি আমায় পরিত্যাগ করে উদাসীন হও? স্ত্রীহত্যার পাতকে তোমার ভয় নাই? না,—না, কি বল্‌ছি, কিছু মনে কোরো না। (মণির চরণে পড়িয়া) কিছু মনে কোরো না, আমার কথায় রাগ কোরো না; এক রাগে—এক অভিমানে—আমার যথেষ্ট করেছ, আর কোরো না—

ম। (স্বগত) হা নির্লজ্জ মানব হৃদয়! এই তোমার কাঠিন্য? এই তোমার তেজ? এই তোমার শক্তি? এক কথায় আর্দ্র? এ দীর্ঘ কালের প্রতিজ্ঞা একটা কথার ভরও সহ্য কত্তে পারে না? (প্রকাশ্যে) ছাড়—ছাড় ঐ তোমার বাবা আস্‌চেন, জগদীশ আসচেন—তোমার বাবা তোমায় আমার সঙ্গে দেখলে ভৎর্সনা কর্ব্বেন, আমায় ছাড়—

(দ্রুতগতি প্রস্থান)

কি। (উঠিয়া আকাশ পানে চাহিয়া) মা জননি! স্বর্গবাসিনি! আর আমার অপেক্ষা করবার কারণ নেই। আর আমার বাঁধন নেই; আজই যাব, তোমার সঙ্গে দেখা কত্তে আজই যাব। দেখো মা! তোমার কোলে রেখো। নরকের দূতেরা আত্মঘাতিনী বলে আমাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এলে, আমায় দিও না। সকলে ফেলে দিয়েছে, তুমি ফেলো না মা!

(জগদীশ ও অন্নদা বাবুর প্রবেশ)

জ। এই যে কিশোরী? আমরা ভাবছিলুম তুমি বুঝি বাইরে বেড়িয়ে বাড়ীর ভেতর গেছ?

কি। না মামা—এইখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম।

অ। (স্বগত) কিশোরী কি কাঁদছেল? চখের কোনে যেন জলের

দাগের মতন না? (প্রকাশ্যে) কিশোরি! তোমার মুখ অত শুকনো শুকনো কেন?

কি। তাত বল্‌তে পারি না।

জ। বোধ হয় রোদ্দুরে। আর নয়, বাইরে থেকে কাজ নেই; চল, বাড়ীর ভেতর য়াওয়া যাক।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনকড়ির প্রবেশ)

তি। মশায়! সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে। শিবদাস আগর-ওয়ালাদের লোকে ওয়ারেণ্টে ধরে জেলে নে গেল—

জ। (কম্পিত ত্রাসে) কাকে জেলে নে গেল? কার কথা বলচিস? কোথেকে নে গেল? কখন নে গেল?

তি। মণিবাবুকে মশায়! মণিবাবুকে, জেলে নে গেল! আমাদের মণিবাবুকে জেলে নে গেল। আহা! মণিবাবুর কপালে ভগবান দুঃখের শেষ লেখেননি?

জ। অ্যাঁ? মণিবাবুকে আমাদের মণিকে ওয়ারেণ্টে বেঁধে নেগেল? বলিস কি? সে ত এই খেয়ে গেল?

তি। এইমাত্র। যেই ফটকে পা দিয়েছেন, অমনি গ্রেপ্তার করেছে—

কি। মা গো! আমার কপালে কি এই ছেল? (মূর্চ্ছা)

অ। সর্ব্বনাশ! জল জল!

জ। তিনকড়ে! জল! জল—জল আন—কি বিপদ! (কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া) কিশোরি! ওমা ওঠ ওঠ, ভয় কি?

(তিনকড়ির জল আনয়ন, ও কিশোরীর সর্ব্বাঙ্গে সেচন)

অ। জগদীশ! জগদীশ! দেখ দেখ, কিশোরী যে নড়ে না;— নিস্পন্দ। ও যে স্বভাবতঃই বড় দুর্ব্বল হয়ে এসেছিল, তার ওপর এই ধাক্কা। জগদীশ! আমার কিশোরীকে বাঁচাও—

তোমরা যা বল্‌বে, আমি তাই কর্ব্ব। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরিছি ভাই! আমার দোষেই কিশোরীর এ অবস্থা; আমার পাশব ক্রোধের ফলে মণি আজ পথের কাঙ্গাল। তোমার কথায় আমার চোক ফুটেছে, আমার অহঙ্কার দূর হয়েছে, কদিন ধরে গুম্‌রে গুম্‌রে অনুতাপের আগুণে জ্বলচি। জগদীশ! জগদীশ! কি হবে? কিশোরী কি বাঁচবে না? নড়চে? নিশ্বেস পড়চে? (সরোদন) কিশোরীকে বাঁচাও ভাই! নইলে আমি এখুনি আত্মহত্যা কর্ব্ব। আমায় যেন কেমন বোধ হচ্চে—গা হাতের ভেতর কাঁপচে।

জ। তুমি কি পাগল হলে অন্নদা? কিশোরীর হয়েছে কি? নিশ্বেস পড়বে না কেন? কাহিল শরীর, হঠাৎ কথাটা শুনে মাথাটা ঘুরে এসে মূর্চ্ছার মতন হয়ে পড়চে। অই দেখ জ্ঞান হচ্চে—অই দেখ চাইলে দেখ। ওমা কিশোরি! শুনতে পাচ্ছ না?

কি। (ক্ষীণকণ্ঠে) মামা! কি হবে মামা! আমার কি হবে।

(কিশোরীর উত্থান)

অ। (কিশোরীর মুখের নিকটস্থ হইয়া) কি হবে মা! হবে কি? এখুনি ঝি জামায়ে আমার অন্ধকার ঘর আলো হবে। ভগবান যা করেন ভালর জন্তে—পরম মঙ্গলের জন্যই এ বিপদ আমাদের এসেছে। এখুনি আমাতে জগদীশেতে গিয়ে মণির দুটো হাতে ধরে, আমার ভুল স্বীকার করে তাকে আমায় ক্ষমা কর্ত্তে বলব; সে নিশ্চয়ই ক্ষমা কর্ব্বে। তুমি ঠাণ্ডা হও, বাড়ীর ভেতর যাও, একটু সামলালে, গাড়ী রইল বাড়ী যেও, আমরা দুজন এখুনি চল্লুম।

কি। (জগদীশকে সম্বোধন করিয়া) তাঁকে আপনারা চেনেন না। আপনারা টাকা দে তাকে খালাস কত্তে গেলে, তিনি মরে গেলেও

তা স্বীকার কর্ব্বেন না; আর আমাদের টাকায় মুক্ত হওয়া অপেক্ষা মরণ তিনি মঙ্গল ভাবেন। জানেন ত তিনি কত বড় অভিমানী। মামা! আপনি এক কাজ করুন। যাবার সময় আমাদের বাড়ী হয়ে যান। আমার ঘরের কাঠের দেরাজের ওপরের তাকে কাপড়ে জড়ান একতাড়া কাগজ আছে, সেইটে সঙ্গে করে নে তাঁকে দেবেন; সেটা তাঁর মাতামহের উইল। আমাকে আমার বড় জা এসে দিয়ে গিয়েছেন। সে উইলে তিনি তাঁর যথাস্বর্ব্বস্ব এঁদের দে গেছেন। তাঁকে বোঝাবেন তিনি আজ দরিদ্র, নির্ধন নন।

জ। যথাসর্ব্বস্ব—তারক ঘোষের, যথাসর্ব্বস্ব? তা হলে তা দশ বার লাখের কথা। ভগবান! বিপদ যখন পাঠাও, পাহাড়ের ঝরণার মত—সম্পদ যখন পাঠাও, তাও নদীর বাণের মত। ধন্য তোমায়! মণি রায়ের জীবন-কাব্যে তোমার অনেক রকমের বিকাশ দেখলেম।

অ। (কিশোরীর প্রতি) আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ীর ভেতর চল দেখি। আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কি। (জগদীশকে চাবি দিয়া) ওপোরের তাকে আছে।

সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

প্রেসিডেন্সি জেল।

জেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও ব্রজ।

সু। You come to see the old Lunatic—do you?

ব্র। Well, both of them.

স্থ। Oh, You can't see the other one Babu--I can't allow you to do that. The devil incarnate! He has been giving me more trouble than many a one has done of late.

র। But the worst felons are visited by their friends and relatives, Sir!

স্থ। Well, you can't see this man, that is final; unless you come provided with an order of the Court or of the authorities.

র। আচ্ছা সাহেব, আপনার কথার ওপর ত আমার জোর চলবে না। সে বুড়োর কাছেই আমায় পাঠিয়ে দিন।

স্থ। What's that? Yes, Yes, I see. You won't have to go there. He will be brought in before me presently. You will see him since you insist upon it, though I don't know the use of it. He will hardly remember you as an acquaintance.

র। Am I to understand, Sir, he is gone off his head altogether?

স্থ। Mad as a march hare! poor fool! There he comes.

(রক্ষি-পরিবৃত শম্ভুর প্রবেশ)

স্থ। (শম্ভুকে সম্বোধন করিয়া) Look here Babu! টোমারা এক ডোষ্টি আয়া, ডেখো উন্‌কো পছয়ে সেখো?

শ। কল্যাণী—আমার স্ত্রী কল্যাণী তুমি? এখনও রান্না চড়াওনি?

আমি একবার সারুদের বাড়ী থেকে আসি। ওঃ ওঃ! খুন কল্লে—খুন কল্লে—সারদা! সারদা! মেরো না! মেরো না! তারকবাবু টের পাবেন।

ব্র। শম্ভুবাবু! ঠাকুরদাদা! আমাকে চিন্তে পাচ্চ না? দেখ দেখি—আমি ব্রজ।

শ। ব্রজ—ব্রজ—তুমি কি আলিপুরের চিড়িয়াখানা? মোক্ষদা এসেছে ঐ দিকে আছে, যাও। আমি চুল টুল ফিরিয়ে যাচ্ছি।

ব্র। হা ভগবান! ঐ চুল ফিরোন, ঐ সাজগোজ, ঐ বুড়ো বয়সে ছোঁড়া সাজা, তোমার কাল হল। ঠাকুরদাদা!

সা। পাড়ার ছোট ছেলেগুলো আমার বড় পেছনে লেগেছে। ব্রজ ভাই! ওদের বারণ কর। ঐ দেখ, ঐ আবার বলছে—

ত। (শম্ভুর হাত ধরিয়া) কি বলছে? বল না কি বলছে?

শ। কি বলচে? তুমি কে ব্রজ—ব্রজ—ব্রজ—আমাকে এখান থেকে নে চল ভাই? ব্রজ রে? আমার কি হল ভাই? কল্যাণীর কাছে নে চল ভাই? ঐ ছোঁড়ারা আসচে—দ্যাখ না ব্রজ? ঐ বলচে হরিবোল হরিবোল?

ব্র। বল্লেই বা, বলুক না।

শ। বলুক, তবে বলুক, তবে তুমিও বল বল—হরিবোল, হরিবোল হরিবোল।

ব্র। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শ। (নাচিতে নাচিতে) আবার বল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল?

ব্র ও শম্ভু। (একত্রে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শ। ওকি বলে? ও কে?

ব্র। এখানকার সাহেব। ওঁকে সেলাম কর।

শ। (কম্পিতাবস্থায়) সাহেব ! আমাকে জেল দেবে ? খুন করিচি ? আমি না—আমি না—আমি না। তারকবাবু ! নবা বেটাকে মানা করুন, আমায় জেল দিচ্চে—আমি যাব না। কল্যাণি ! দ্যাখ, আমার খাওয়া হল না, আমাকে জেলে নে গেল—

সু। (রক্ষিদিগের প্রতি) লে যাও, ডাক্তার সাব্ কো কামরামে লে যাও।

(শম্ভুকে লইয়া রক্ষিদের প্রস্থান)

ব্র। Shall he be tried along with that other man ?

সু। Not, for sometime anyhow. He shall wait here, so long as orders from Government for his removal to the assylum, are not to hand.

ব্র। And the other man ?

সু। Well, the next Criminal Sessions of the High Court will send him to the Hang-man's care !

ব্র। বিচিত্র তোমার চক্র পরমেশ্বর ! অভেদ্য, অনির্ণেয় ! ! একমাস আগে সারদার, শম্ভুর, মোক্ষদার, এ গতি কে কল্পনা কত্তে পেরেছে ? Good-morning, Sir.

(ব্রজের প্রস্থান)

সু। Good morning, Babu ! Now for my morning round.

(সুপারিন্টেণ্ডেন্টের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

(অন্নদা বাবুর অন্দরের দালান)

মনুকে কোলে লইয়া মণীন্দ্র, এবং কিশোরী আসীন।

মনু। বাবা! কেমন? আমি বলেছিলুম, তোমাকে শিগ্‌গির আবার আসতেই হবে—আমার কথা ফল্ল'ত?

ম। (মনুর মুখচুম্বন করিয়া) হাঁ বাবা ফল্ল, খুব ফল্ল। এই আর কি সন্ন্যাসী হওয়া, তীর্থে ঘোরা—সবই এইখেনে—

কি। ফের ও কথা যদি মুখে আন ত আমি গলায় দড়ি দেব, জান।

ম। এই অ্যাদ্দিন বাদে আমার গলায় দড়ি দিয়ে টানচ, তাই টান না। নিজের গলাটাকে রেত কল্লেই বা।

মনু। ঐ যা! ময়ুর ছুটো বুঝি ফটকের বাইরে চলে গেল—(তাড়াতাড়ি মণির কোল হইতে অবতরণ করিয়া, প্রস্থান)

ম। (কিশোরীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ মরা গাঙে আবার এমন ভরপুর জোয়ার হবে, কে জানত?

কি। আমি জানতুম। সত্য বলচি—আমার মন বলে দিত, তোমায় পাবই। কতদিন মত্তে গিইচি, মন বলেছে মলে সব ফুরিয়ে যাবে, তাকে পাবিনি; বাঁচলে সব হবে, সব পাবি—আবার সংসার পাতবি।

ম। এমন জেল কার হয়?—জেলে যাবার পরিণাম এমন সুন্দর হলে কে না জেলে যায়? এমন জেল কার হয়?

কি। ওমা!—মামা আর বাবা এ দিকে আসচেন।

(তাড়াতাড়ি প্রস্থান)

(জগদীশ ও অন্নদা বাবুর প্রবেশ)

জ। দূর নেমকহারাম! জেলে দিলে কেরে? সে কথাটা একবার ভাবলিনি?

অ। ভাই। মণির, আমার, কিশোরীর জীবনে এমন এক দিন যাবে কি, যে দিন তোমার কথা ভাবব না?

জ। থাক দাদা, ঢের যাচ্ছেতাই বলেছ, তোমার ও মায়াকান্না আমার ভাল লাগে না। সে বেটী কোথা গেল, কিশোরী? আমাদের দেখে পালাল বুঝি? তার মামী টামী সব এখুনি আসবে, তাদের বুঝি থাবার দাবার উদ্‌যোগ কত্তে হবে না? অন্নদা! বেটীকে ডেকে আন ত। (অন্নদার প্রস্থান)

(মণির প্রতি) বড় মজা—মাতামোর দশ বার লাথ, শ্বশুরের অগস্তি, অংশীগুলির তোফা নিপাত! তাই ত বলি, সন্ন্যিসি হবি হগে যা বাবু, তা নয় কেবল আমার পেছনে ছোঁক ছোঁক করে ঘোরে কেন? আজ কি,—চিড়িয়াথানায় যাব—চল বাবু। আজ কি,—তোমার বাগান দেখিনি, দেখব; সেখানে থাব। মুখ ফুটে বল্লে, নাও বলা যায় না। সাধু সন্ন্যিসির এত সক কেন রে বাবু? তা নয়, বরাবর এই দাঁওয়ের মতলবে ঘুচ্ছিল?

ম। (হাসিয়া) মিথ্যাবাদী! মিথ্যা কথাগুলো ছাড় না, এত বয়েস হল—

জ। ওরে রাস্কেল—আমি মিথ্যা ছাড়লে তোর গতি কি হবে রে? মিথ্যে কথায় তোকে এখেনে আটকে রেখেছিলুম—জানিস? মিথ্যে কথায় কিশোরীকে সান্ত্বনা করে বাঁচিয়ে রেখেছিলুম, বুঝলি মিথ্যে কথায় অন্নদা বোসকে ভয় দেখিয়ে আসছিলুম, জিজ্ঞেস কর —মিথ্যে মিথ্যে তোকে জেলে পুরেছিলুম, তা তো আর এখন বলে

দিতে হবে না। এত মিথ্যেয় তোকে আজ ক্রোর টাকার মালিক করেছি, আর একটি অসময়ে-গুড়োন সংসার ফিরে পাতিইছি। আমি মিথ্যে কথা ছাড়ব?—দূর গাধা!

ম। মিথ্যে নয়। ঘাট হয়েছে। আচ্ছা, দাদার কি হবে?

জ। খুন কল্লে যা হয়—তোষাখানার দাওয়ানী, আর নেপালের রাজকন্যার সঙ্গে বে।

(অন্নদাবাবুর কিশোরীকে লইয়া প্রবেশ)

জ। ইঃ—তুই বেটী ত সাহেবের মেয়ে—ইদিকে বাবার সঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতিস, আজ একেবারে এক হাত ঘোমটা! ভট্‌চাজ্জির বউ!

অ। (মণির করে কিশোরীর কর রাখিয়া) বাবা! আজ আমার একটা সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। চৈতন্য পেয়ে বাঁচলুম্। সজ্ঞানে তোমাদের সঙ্গে কথা কয়ে বাঁচি। আজ আমার ঘর আলো, প্রাণ আলো, তোমার মুখ আলো, কিশোরীর মুখ আলো, আমার জগদীশের মুখ আলো। (কিশোরীর প্রতি) মা! তোমার মামাকে প্রণাম কর।

(কিশোরীর তথাকরণ)

দ। আরে বেটি! বাবা আগে না মামা আগে?

(কিশোরীর অন্নদাবাবুকে প্রণাম)

অ। কিশোরীর মামা কিশোরীর ভগবানের আগে—বাবা ত তুচ্ছ।

(কিশোরীর মণীন্দ্রকে প্রণাম)

(তিনকড়ির প্রবেশ)

জ। ভারি পাজি, বুঝলি তিনকড়ে?

তি। কে?

জ। এই অন্নদা বোস—আর কে ?

তি। বাবা। ও তোমরা শালা ভগ্নীপোত দুই ভায়েই সমান!

জ। এই ব্যাটা জুতো খেলে রে—

তি। হক্ কথা বল্লে জুতো খেতে হয়, নয় খেলুম।

(মনুর প্রবেশ)

মনু। কালদা'! বাবা আর আমি একখান ঘুঁড়ি কিনতে যাব; বাবা যাবে না ?

ম যাব বৈকি।

(নেপথ্যে গোলমাল,—ও 'আরে ইয়ে আদমি কি বাউরা হ্যায় ? অন্দরমে কাঁহা যাওগে' ইত্যাকার ধ্বনির পর কমলাকান্ত ও পশ্চাতে দরওয়ানের প্রবেশ)

ক। (দরওয়ানের প্রতি) হাঁ আলবত ঢুকবো, তোর বাবার কি ? আটকা দিকিন আমায় দেখি ? (দ্রুত আসিয়া মনুকে কোলে লইয়া) তোর বাবার বাড়ী যে ঢুকব না ব্যাটা ?

জ। কমলাকান্ত ঠাকুর যে গো! এস—এস (দরওয়ানের প্রতি) ওরে বাবু! কাকে রুখ্‌তে গেছিস ?—এ তোদের জামাই বাবুর বাবা। তুই যা; আর দেখ, আজকের দিনটা ভেতরে যে আসতে চায়, আসুক; কাকেও রুখিস টুখিস নি। ঠাকুর! প্রণাম ?

(দরওয়ানের প্রস্থান)

ক। বাবা আশীর্ব্বাদ করি, আমার মণির যা করেছ, মণির মতন অবস্থা-ক্লিষ্ট সকলের এই রকম কত্তে থাক।

অ। (যোড়হস্তে) ঠাকুর! প্রণাম। তোমার সুমুখে আমি ঘৃণায় লজ্জায় ঘাড় তুলতে পাচ্ছি না। আমায় অনুগ্রহ করে তুমি ক্ষমা কর। বিকারের ঝোঁকে অন্যায় কল্লে রোগীকে সবাই ক্ষমাই করে।

জ। ও বাবা! কমলাকান্ত ঠাকুরের ব্রহ্মণ্য তেজ ত বড় সোজা নয়! খৃষ্টানে প্রণাম করে! ও তিনকড়ে! অ্যাঁ!

ক। (অন্নদার প্রতি) বাবা! তোমার কিছু দোষ নেই, মণিরও কিছু দোষ নেই; আমার মারও কিছু দোষ নেই। দোষ সেই আদ-পুরোণো পাজী ব্যাটার! বয়েসের গাছ পাথর নেই, তবু তাঁর রঙ্গ করা রোগটি সার্‌ল না। বোধ হয়, বড্ড হাই উঠছেল, তাই তোমাদের পাঁচ জনকে নাচিয়ে একটু তামাসা দেখে আলিস্যিটা ভাঙ্গলেন।

(জনৈক সাধুর প্রবেশ)

সা। নারায়ণ স্বামী! নারায়ণ স্বামী! মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, বাবুদের মঙ্গল হোক।

গান।

পরম পরভু পরমেশ—
মা কুরু বিসরণ! মা কুরু বিসরণ!
মরণ-শরণ অবশেষ!!
মঞ্জুল রিপুকুল-কুঞ্জ কুজনালয়,
চঞ্চল চল চল প্রাঞ্জল জলময়
পাপ-তরঙ্গ, অনঙ্গ, অমিতোদয়;
প্রলোভন-পূরণ বেশ, বিসরণ!
মা কুরু বিসরণ! মা কুরু বিসরণ!!
মরণ শরণ অবশেষ !!
মুগ্ধ মানব রে মুগ্ধ মানব রে!
ভ্রান্ত বিপথ-গত শ্রান্ত সতত রে!

কৃষ্ণ মগন-কৃপা-কেলি-রস-সাগরে,
দুঃখ-হর দয়াল দীনেশ,
মা কুরু বিসরণ! মা কুরু বিসরণ!
মরণ-শরণ অবশেষ!!

যবনিকা পতন।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

কাল-পরিণয়	নাটক	মূল্য	๒० আনা।
পেয়ার	"	"	১৲ টাকা।
কমলা	"	"	๒० আনা।
অনাথিনী	"	"	॥० "
মাধবী	"	"	॥० "
			(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)।
বিদেশী	"	"	॥० আনা।
অভিষেক	"	"	।० "
প্রেম-পাশ	"	"	।० "
নাচ	"	"	।० "
চাঁদের হাট	নাটিকা	"	।√० "

বলা বাহুল্য, নাটকগুলি অতি সমারোহে সমস্ত প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে।

অপরিচিতা	উপন্যাস	মূল্য	॥० আনা।
প্রেমের চিত্র	গাথা		।०

গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।